ইসলামী বীমার মৌলিক

বীমা ও কর্মকৌশল

ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

ইসলামী বীমার
মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল

ড.আ.ই.ম.নেছার উদ্দিন

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

www.amarboi.org

ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল

ড.আ.ই.ম.নেছার উদ্দিন

প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড়, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন -৬৩৭৫২৩ মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

স্বত্ব - লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

একুশে বই মেলা ২০১৫

মুদ্রণে

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ

মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য

২০০/- (দুইশত) টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

Islami Bimar Moulik Dharona-O-Kormokowshol (Islamic Insurance : Basic concept & Stretegy) Written by Dr. A.Y.M. Nesar Uddin, Published by: S.M. Raisuddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price : Tk. 200/- US$: 8.00 **ISBN : 984-70241-0074-0**

www.amarboi.org

উৎসর্গ

বাংলাদেশ ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ত্যাগ স্বীকারকারী
মহৎ ব্যক্তিবর্গের করকমলে।

www.amarboi.org

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব এবং সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ ও সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স অব বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা উবায়দুল হক এর দোয়া ও শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা বিষয়ক বই পত্রের সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া তথ্য-প্রমাণ সহকারে লেখালেখিও একটি কঠিন কাজ। বীমা ব্যবস্থার পদ্ধতিগত বিষয়াবলীর সাথে ইসলামী মৌলিক বিষয়সমূহের প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণা হওয়া দরকার।

আল্হামদুলিল্লাহ! আমাদের স্নেহাস্পদ ড.আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন এ বিষয়ে জড়িত থাকার কারণে বেশ সময় দিয়ে পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। এতে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিবর্গের চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। আমি আশা করছি, এই বই সংশ্লিষ্ট সকলের কাজে আসবে, ইনশাল্লাহ।

আমি লেখকের জন্য দোয়া করি। এই বইয়ের বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

(উবায়দুল হক)

www.amarboi.org

অভিমত

ইসলামী অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী আজ একটি আলোচিত বিষয়। আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া জীবন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ ইসলামী অর্থনীতি। একে সত্যিকারভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সফলতা আসবেই এতে সন্দেহ নেই। শুধু মুসলিম দেশেই নয়, বহু অমুসলিম দেশে ইসলামী অর্থনীতিকে জানবার বুঝবার ও বাস্তবায়নের ব্যাপক আগ্রহের খবর পেয়ে আমরা আশান্বিত।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের পাশাপাশি ইসলামী বীমা ইতোমধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ও বীমার ক্ষেত্রে বই পত্রের সংখ্যা খুবই নগন্য। ব্যাপক লেখালেখি হওয়া দরকার, হওয়া দরকার নিরন্তর গবেষণা। এ ক্ষেত্রে আমাদের স্নেহাস্পদ ড. নেছার উদ্দিন একটি বই রচনা করেছেন। আমি আশা করি ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে যে অভাব রয়েছে তা পূরণে এটা অবদান রাখবে। আল্লাহ লেখককে আরও কাজ করার তৌফিক দিন। এ বইয়ের প্রচার ও প্রসার হোক এই কামনা করি।

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন
জেনারেল সেক্রেটারী
ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা

www.amarboi.org

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার ইতিহাস খুব দীর্ঘদিনের নয়। যদিও এর শুরুটা হয়েছিল আশির দশকে সুদানে। পরবর্তীতে মালয়েশিয়াসহ প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য এমনিক পাশ্চাত্যেও অর্ধশতাধিক ইসলামী বীমা কোম্পানী সাফল্যের সাথে বীমা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সেই সাফল্যের ধারায় আজ নিঃসংকোচে বলা যায়, ইসলামী বীমা ব্যবস্থা একটি বাস্তবতা। তবে এই বীমা ব্যবস্থাকে আরো সফলভাবে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন, দেশের প্রচলিত বীমা আইনের পরিবর্তন এবং জনগণের মাঝে আরো সচেতনতা সৃষ্টি করা। আমার ধারণা, ইসলামী বীমা ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতন করার জন্য গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও লেখালেখি প্রয়োজন।

এ দিক থেকে ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন এর 'ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মিকৌশল' শীর্ষক গ্রন্থটি একটি শুভ প্রয়াস। তিনি একদিকে ইসলামী শিক্ষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী ধারা অপরদিকে বীমা প্রশিক্ষণ পেশায় নিযুক্ত থেকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যা তার গ্রন্থ প্রণয়নে সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে নিঃসন্দেহে। আমি তার শুভ প্রয়াসের সাফল্য কামনা করছি এবং আশা করছি ইসলামী বীমা সম্পর্কে এ গ্রন্থটি আগ্রহী পাঠকের উপকারে আসবে।

এম. তাজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
ও
ভাইস চেয়ারম্যান (ই.সি)
ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিঃ

www.amarboi.org

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

আল্লাহতায়ালার মানুষের প্রতি বড় ইহসান হচ্ছে মানুষকে তিনি জ্ঞান দান করেছেন। জ্ঞানের মূল আধার হচ্ছে কুরআনুল কারীম। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ মানুষের জীবনের সকল দিক পরিচালনার জন্য নির্দেশনা দান করেছেন। তাছাড়া রাসূল (সা:) তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে পরিপূর্ণ নীতিমালা উম্মাহর জন্য রেখে গেছেন। সে জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ এ দুটোর ওপর নির্ভর করে তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজতে পারবে।

মানুষের জীবনের জন্য অর্থনীতি এক প্রবল চালিকাশক্তি। কুরআন ও সুন্নাহতে এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা রয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত নাম ইসলামী অর্থনীতি। পৃথিবীতে আজ সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি অকার্যকর হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থনীতির জাগরণ ঘটে চলেছে। আর শরী'আহর আলোকে অর্থনীতির চর্চা ও এর বাস্তবায়নের ওপর একজন মুসলমানের ইবাদত কবুল হওয়া এবং হালাল রিযিক নিশ্চিত হওয়া নির্ভর করে। তাছাড়া ইসলামী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করা।

এই উদ্দেশ্যে ইসলামী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ব্যাংক এবং বীমার ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অন্যতম নিয়ামক শক্তি। বাংলাদেশে ইসলামী বীমার প্রবর্তন ও প্রচলনের একদশক হতে চললো। কিন্তু এর উপর মানসম্মত বই-পত্রের খুব অভাব। এই অভাব পূরনের উদ্দেশ্যে ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমীর প্রিন্সিপাল ড.

www.amarboi.org

আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন যথেষ্ট পরিশ্রম করে ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল বইটি রচনা করেছেন। বইটিতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বীমার তথ্য- উপাত্ত এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ইসলামী বীমার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আমার বিবেচনায় বইটি এ সেক্টরে সম্পৃক্ত সকলের উপকারে আসবে। একাডেমিক রেফারেন্স হিসেবেও বইটি অনার্স ও মাষ্টার্স পর্যায়ের অধ্যয়নরতদের কাজে আসবে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। লেখকের প্রতিও রইল মোবারকবাদ।

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান
অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী -৬২৩৫

www.amarboi.org

না বললেই নয়

মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শোকরিয়া যিনি আমাকে বিবেকসিদ্ধ কিছু লেখার তাওফীক দিয়েছেন। দারুদ ও সালাম তাঁর প্রতি যিনি সারা সাহানের জন্য রহমত স্বরূপ। তিনি হচ্ছেন মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

লেখালেখি আমার জীবনের প্রিয় কাজগুলোর অন্যতম। ঐতিহ্যবাহী ইসলামী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ বিভাগে দায়িত্ব পালনকালে শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু-বান্ধব, প্রশিক্ষণার্থীসহ অনেকেই ইসলামী বীমার ওপর একটি বই লেখার ব্যাপারে অনেক আগ থেকেই আমাকে তাড়না দিয়ে আসছেন। আমি নিজেও এ ক্ষেত্রে কিছু না লিখে জীবনের এ অধ্যায়কে শূন্য রাখতে চাইনি বিধায় ইসলামী বীমার ওপর একটি বই রচনা করার সিদ্ধান্ত নেই। প্রসঙ্গত একটি কথা এখানে জোর দিয়েই বলতে হচ্ছে যে, ফারইষ্ট-এর দায়িত্ব পালনের সুযোগেই এই বই রচনায় উৎসাহী হই। সে কারণে সামগ্রিক বিষয়েই আমি এ কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ।

যাঁদের বই পত্র প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনা আমার লেখার নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে তাঁদের কাছে আমি ঋণী। বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী ও ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই কতিপয় ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ জানাই আমার সহকর্মী জনাব এ.বি.এম মনিরুল ইসলামকে, যাকে দিয়ে আমি অনেক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। কম্পিউটার কম্পোজে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে সহযোগিতা দানের জন্য অপারেটর জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ কে মোবারকবাদ জানাই। এ বইয়ের বিভিন্ন বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বন্ধুবর ড. মোহাম্মদ সাইদুর রহমান এর নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

নবতর কোন বিষয়ের Standard ধারণা তৈরী হয় সময় সাপেক্ষে। ইসলামী বীমা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এবং সংশ্লিষ্টদের মাঝে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে কিছুটা মতের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রচলিত আইনের সংশোধন সাপেক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে মতের এসব ব্যবধান থাকবে না। এ বইয়ে সকল মতের উপস্থাপনা করা হয়েছে এবং গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি তুলে ধরা হয়েছে।

www.amarboi.org

বইটিতে বীমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইসলামী বীমা প্রবর্তনের গোড়ায় কথা, সংজ্ঞা, পরিচিতি, প্রায়োগিক নীতিমালা, সমস্যা, সম্ভাবনা, প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিক, প্রাসঙ্গিক আলোচনা পেশ করার মাধ্যমে ইসলামী বীমার একটি ধারণাগত সমষ্টি উপস্থাপন করেছি। বিশ্বে ইসলামী বীমার অবস্থান তুলে ধরেছি। বীমা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ইসলামীকরণের ব্যাপারে আলোচনা করেছি। যেহেতু ইসলামী শব্দ এতে বার বার উচ্চারিত হয়েছে, সেজন্য সব আলোচনাতেই কুরআন-হাদীসের রেফারেন্স উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। কারণ কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান দ্বারাই আমরা কোন বিষয়ের ইসলামীকরণ নিশ্চিত করতে পারি।

বইটির মুদ্রণ ও কম্পোজজনিত ভুল/ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। প্রুফ দেখার ত্রুটিও থেকে থাকতে পারে। কিছু তথ্যজনিত ভুল হয়ে যেতে পারে। পাঠকগণের কাছে বিনীত আরজ, পরামর্শ দিলে পরবর্তী সংস্করণে শোধরাবার ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে আমার এ পরিশ্রম সামান্য অবদান রাখলেও শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা

বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় সারাদেশ থেকে অসংখ্য পাঠক, ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকগণের অনুরোধে পরিবর্ধন ও পরিমার্জনসহ এ বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এ সুযোগে নতুন অনেক তথ্য-উপাত্ত এখানে সন্নিবেশিত হলো। আমি মনে করি, এখন বইটি আগের চাইতে অনেক তথ্য ও উপাত্ত দ্বারা সমৃদ্ধ। আমার জানামতে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাষ্টার্স এর সংশ্লিষ্ট কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরা বইটি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছেন। বর্তমান সংস্করণে সে দিকেও বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমাকে সর্বোতভাবে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ সহযোগিতা দিয়েছেন, এ জন্য প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ তায়ালার দরবারে এটুকু মোনাজাত করি, তিনি যেন আমার দু'জাহানের সফলতায় এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন।

ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন
ঢাকা
২৩, জানুয়ারী ২০১৫

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

ইসলামী বীমা পৃথিবীব্যাপী আজ একটি আলোচিত ও অগ্রসরমান বিষয়। বাংলাদেশে ৯০ এর দশক থেকে এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। দুই যুগের বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বর্তমানে ইসলামী বীমার প্রতিষ্ঠান, সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্টতার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এর জন্য একাডেমিক ও পেশাজীবী পর্যায়ে বই পত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইসলামী বীমা বিশেষজ্ঞ ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন কর্তৃক লিখিত ইসলামী বীমার মৌলিক ধারনা ও কর্মকৌশল বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ শুভ মহূর্তে আমরা আল্লাহ তায়ালার মুকরিয়া আদায় করছি।

আমাদের প্রত্যাশা এ বই ইসলামী বীমার উৎকর্ষের জন্য অবদান রাখবে। ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক এবং পেশাজীবীদের জন্য বইটি বিশেষ উপকার দেবে।

আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক, প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	প্রাক কথন	১৫
২.	বীমার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	১৮
৩.	উপমহাদেশে বীমা শিল্পের ক্রমবিকাশ	২০
৪.	পাকিস্তান আমলে বীমা শিল্প	২২
৫.	বাংলাদেশে বীমা শিল্প	২৩
৬.	বাংলাদেশে বেসরকারী জীবন বীমার কোম্পানীগুলোর তালিকা	২৫
৭.	বেসরকারী সাধারণ বীমা কোম্পানী	২৬
৮.	ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশ	২৮
৯.	বাংলাদেশে ইসলামী বীমা	৩১
১০.	বীমার সংজ্ঞা	৩৪
১১.	বীমার মূলনীতি	৩৬
১২.	ইসলামী বীমা পরিচিতি	৩৮
১৩.	ইসলামী বীমার মৌলিক নীতিমালা	৪১
১৪.	তাকাফুল বা ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা	৪৪
১৫.	আদী কোনটি? প্রচলিত বীমা না ইসলামী বীমা	৫০
১৬.	ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী বীমা	৫১
১৭.	তাকাফুল-এর সংজ্ঞা	৬৪
১৮.	ইসলামী বীমার (Takaful) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৬৬
১৯.	ইসলামী বীমা সম্পর্কে কুরআন হাদীসের নির্দেশনা	৬৭
২০.	তাকাফুল শব্দের প্রয়োগ	৭০
২১.	জেনারেল তাকাফুল বা সাধারণ ইসলামী বীমা	৭৩
২২.	ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বা ইসলামী জীবন বীমা	৭৬
২৩.	ইসলামী বীমার সেকাল একাল	৮৩

www.amarboi.org

২৪. ইসলামী বীমা দেশে দেশে বিশ্বে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী বীমা কোম্পানীর তালিকা ৮৫
২৫. অমুসলিম দেশসমূহের ইসলামী বীমা কোম্পানীর তালিকা ৮৯
২৬. প্রচলিত বীমা ও ইসলামী বীমার (তাকাফুল) মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ৯০
২৭. দার্শনিক ও আদর্শ ভিত্তিক প্রচলিত বীমা ও ইসলামী বীমার মধ্যে পার্থক্য ৯৪
২৮. ব্যাংক ও বীমার মধ্যে পার্থক্য ৯৭
২৯. তাকাফুল মডেল ১০১
৩০. তাকাফুল ও তাওয়াক্কুল ১০৪
৩১. ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে আল আক্বিলা এবং কিফলুন ধারণা ১০৯
৩২. গারার অবশ্যই পরিত্যাজ্য ১১৪
৩৩. সুদ ও ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান ১১৮
৩৪. ইসলামের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও ব্যবসা বাণিজ্য ১২৩
৩৫. ইসলামী বীমার বিনিযোগ ও লাভ ১২৮
৩৬. ইসলামের দৃষ্টিতে সমবায় ও বীমা ১২৯
৩৭. বাংলাদেশে ইসলামী বীমাঃ একটি সমীক্ষা ও পর্যালোচনা ১৩৪
৩৮. বাংলাদেশে ইসলামী বীমাঃ দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় ১৪১
৩৯. শারীয়াহ্ কাউন্সিল বা শারীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ড ১৪৮
৪০. ইসলামী অর্থনীতির ইতিবাচক দিক ১৫৪
৪১. ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী বীমা শিল্পের প্রভাব ১৫৬
৪২. ইসলামী জীবন বীমা পেশায় প্রশিক্ষণ ও গবেষণার গুরুত্ব ১৫৯
৪৩. দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি ১৬২
৪৪. বীমা বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ১৬৭
৪৫. তামাদী পলিসি ১৭৯
৪৬. সংগঠন ও নেতৃত্ব ১৮৩
৪৭. ইসলামের দৃষ্টিতে সংগঠন ও নেতৃত্ব ১৮৮
৪৮. পরিশিষ্ট ১৯১
৪৯. তথ্যপঞ্জী ১৯৯

www.amarboi.org

هذا من فضل ربي

www.amarboi.org

প্রাক কথন

বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানে অবস্থিত ১,৪৭,৫৭৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ছোট একটি দেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি বাংলাদেশ। প্রায় ১৬ কোটি মানুষের বসবাস স্বাধীন-সার্বভৌম এ দেশে। দেশটি গত এক দশকে অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছে। রাষ্ট্রীয় বার্ষিক বাজেট প্রায় দু'লক্ষাধিক হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষার হার অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প, কল-কারখানা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশী বিনিযোগ আশানুরূপভাবে বাড়ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও টেলিকমিনেকেশেনের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে। ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানী, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সমবায় সমিতি ইত্যাদি সেক্টরে সঞ্চয়ী ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে, মানুষের জীবন মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক লেনদেন এবং আয়-ব্যয় ক্ষমতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ দেশের শতকরা ৯০ জন লোক মুসলমান হওয়ায় এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থনীতির নবজাগরণের কারণে বাংলাদেশ গত দুই দশকে ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী বীমার আশাতীত সফলতা অর্জন করেছে। দেশে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা (পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক) ২৪টি। এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক সফল হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশে মোট বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭৮টি। এর মধ্যে বিদেশী ১টি, ২টি সরকার নিয়ন্ত্রিত, বাকী ৭৫টি বেসরকারী। বেসরকারী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৩টি সাধারণ, ২২টি জীবন বীমা (আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ) ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

www.amarboi.org

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা মূলতঃ ১৯৯৯ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে। এ সাধারণ বীমায় ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিঃ এবং ২০০০ সালে জীবন বীমায় ফারইষ্ট ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ প্রথম প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে আরও কিছু কোম্পানী নতুন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং প্রচলিত বীমা থেকে ইসলামী বীমায় রূপান্তরের মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বেশ কয়েকটি কোম্পানী প্রচলিত বীমায় থেকেই ইসলামী উইং খোলার মাধ্যমে ইসলামী বীমায় অংশ গ্রহণ করেছে। আশা করা হচ্ছে, আরও কিছু কোম্পানী ইসলামী বীমায় শীঘ্রই অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার ক্ষেত্র অত্যন্ত উর্বর। এর কারণ হচ্ছে, ৯০-এর দশক পর্যন্ত মানুষ বীমা শিল্প সম্পর্কে তেমন একটা ওয়াকেফহাল ছিল না। বীমা শিল্প ১৯৮৪ সালে বেসরকারীকরণ শুরু হওয়ার পর জনগণ বীমা সম্পর্কে কিছুটা জানতে শুরু করে। এর আগে বীমার সঙ্গে জড়িত জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। বীমা শিল্পের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম, অদক্ষতার কারণে জনগণ বীমা সেক্টরকে ভাল চোখে দেখতে না। সে সাথে সুদ, জুয়া ও অসচ্ছতার উপাদানকে উপেক্ষা করার মানসিকতা পোষণ করার ফলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এ দিকে ধাবিত হয়নি। কিন্তু ইসলামী বীমা দেশে চালু হওয়ার পর ইসলামী বীমা বিশেষ করে ইসলামী জীবন বীমায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সত্যিই আশাব্যঞ্জক। ইসলামী জীবন বীমার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। সম্প্রতি বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সফলতার কারণে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন, দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ একটি অন্যতম মডেল হিসেবে অচিরেই আবির্ভূত হবে। দেশে বর্তমানে বীমা শিল্পের সঙ্গে ১০ লক্ষাধিক লোক জড়িত। আর ইসলামী বীমায় জড়িতের হার ৩০-৪০%।

মালয়েশিয়ায় প্রচলিত ও ইসলামী বীমার জন্য পৃথক আইন রয়েছে। ১৯৮৪ সালে মালয়েশিয়া পার্লামেন্টে ইসলামী তাকাফুল এ্যাক্ট পাস করার পর জনগণ ব্যাংকের মত ইসলামী বীমা সংস্থার অফিসে গিয়ে নিজেরাই পলিসি গ্রহণ করছে। আইনী স্বীকৃতি দ্বারা সরকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করায় সে দেশের জনগণ ব্যাপকভাবে ইসলামী বীমাকে অত্যাবশ্যক মনে করছে। ফলে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোও লাভবান হচ্ছে। অধিক পরিমাণে লভ্যাংশ তারা অংশগ্রহণকারীদের দিতে সক্ষম হচ্ছে।

www.amarboi.org

আমাদের দেশে ইসলামী বীমা আইন নেই। কোম্পানীগুলো সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির ক্ষমতাবলে পরোক্ষ আইনের সহায়তায় ইসলামী বীমা পরিচালনা করছে। সে কারণে কতিপয় ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও শরীয়াহ পরিপালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। শরীয়াহ কাউন্সিলের সীমিত ক্ষমতা, উদ্যোক্তাগণের স্বল্প অভিজ্ঞতা ও প্রচলিত বীমায় পূর্ববৎ সমস্যা ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে কিছু বিব্রতকর পরিস্থিতিও লক্ষণীয়। তবে এক্ষেত্রে বলতে গেলে প্রতিদিনই উন্নতি হচ্ছে। আগের তুলনায় সংস্কার হচ্ছে দ্রুত। প্রথম দিকে সরকারী সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষও অনেকটা কৌতুহলী দৃষ্টিতে এ সেক্টরকে দেখেছে। ইতোমধ্যে সরকারের নজর আকৃষ্ট করেছে ইসলামী বীমা। কারণ লক্ষ লক্ষ জনগণ পলিসি গ্রহণ, পরিচালনা, কর্মসংস্থান, লেন-দেন, বিনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। তাই সরকার ইসলামী বীমা আইন করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে। আশা করা যায়, অতি দ্রুত তা আলোর মুখ দেখবে।

ইসলামী বীমা নবতর ব্যবস্থা হিসেবে এর ওপর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার, আলোচনা সভা অনেক হয়েছে। সংবাদপত্রগুলো এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে প্রচুর। বইপত্র সীমিত সংখ্যক হলেও প্রকাশিত হয়েছে। এতে ইসলামী বীমা দুই দশকের মাথায় এখন আর জনগণের কাছে নতুন বিষয় নয়। আইন পাস হলে জনগণের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি পাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলামী বীমা প্রচলিত বীমার কর্মপদ্ধতি ও কলাকৌশলকে ইসলামীকরণ দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। এর পরিধি বিশাল। টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক স্ট্যান্টার্ড অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। একক কোন বই দিয়ে এর পুরো বিষয়কে তুলে ধরা সম্ভব নয়। শুধু মাত্র ধারণাগত ও ব্যবহৃত নীতিমালার কতিপয় বিষয় নিয়ে এ বইটি লেখা হলো। ইসলামী বীমার প্রয়োগ পদ্ধতি আগামী দিনে আরও উৎকর্ষিত হবে- এ বইয়ের সকল আলোচনা এ দৃষ্টিতেই পেশ করা হলো।

www.amarboi.org

বীমার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের বাহনগুলোর মধ্যে বীমা তথা জীবন বীমাকে অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়। সে ধারণা থেকে বলা যায় ঝুঁকি ব্যবস্থা থেকে বীমার উৎপত্তি। মানুষের জীবনে দু'ধরনের ঝুঁকির মোকাবিলা করতে হয়।

১. সম্পদ বা মালামালের ঝুঁকি ২. ব্যক্তিগত জীবনের নানা ধরনের বিপদাপদ, দুর্ঘটনা, দৈব ঘটনা, রোগব্যাধির মাধ্যমে আসা ঝুঁকি। এ দু'ধরনের ঝুঁকির সম্ভাব্য সহায়তা ও উত্তরণের জন্যই বীমার উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীনকালে সমাজবদ্ধ জীবনে একজনের বিপদাপদে অন্যজন সাহায্য-সহযোগিতা করার মানসিকতা থেকে বীমা শিল্পে গোড়াপত্তনের দিকটি ইতিহাসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ হাজার বছর পূর্বে বটমারী বন্ড (Bottmary Bond) এবং রেসপন্ডেন্সিয়া বন্ড (Respondentia Bond) নামে দু'টি ঋণ পদ্ধতির মাধ্যমে বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। এ দুটি বন্ড নৌপথের জন্য চালু করা হয়েছিল। মালামাল ক্ষতিসাধিত হলে ঋণ পরিশোধ করা হবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হলে ঐ ঋণ পরিশোধযোগ্য-এর নাম দেয়া হয় Bottmary Bond.একই শর্তে জাহাজের জন্য চালু করা হয় Respondentia Bond। খ্রীষ্টপূর্ব ৯১৬ অব্দের দিকে এ ধরনের কতিপয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ইটালিয়ান ও রোচ দ্বীপের অধিবাসীরা তাদের পণ্য ও ব্যবসায়ী সামগ্রীর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এ প্রচেষ্টা চালায়।

খ্রীষ্টীয় ১০০০-১৪০০ বছর পর্যন্ত ইহুদী ব্যবসায়ী ও নাবিকদের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বীমা পদ্ধতির প্রসার লক্ষ্য করা যায়। বীমা ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাসে ইংল্যান্ডের নাগরিক 'এডওয়ার্ড লয়েডস'-এর নাম সুবিখ্যাত। তিনি একটি কপি হাউস চালু করে গ্রাহকদের বিরাট আড্ডাখানায় পরিণত করেন। লেনদেন প্রচুর পরিমাণে বাড়ার কারণে বীমা ব্যবস্থা প্রচলন করে ঝুঁকি এড়ানোর ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য, তখনকার জন্য নৌপথই চলাচলের মাধ্যমে ছিল বলে নৌ বীমা ব্যবস্থাই সেখানেই প্রচলন ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭২০ সালে The Lioydis Assurance & The Royal Rychance নামে দু'টি বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১৭৭১ সালে

www.amarboi.org

Association of Lioydis Underwriter's নামে একটি সমিতি গঠন করে। একে বীমাবিদগণ আধুনিক বীমার প্রথম দিকের একটি পদক্ষেপ হিসেবে মনে করেন। বীমা ব্যবস্থার উন্নতির ক্রমধারায় ১৮৭১ সালে এই সমিতি The Corporation of lioydis নামে একটি কোম্পানী পার্লামেন্টারী আইন কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং পরবর্তীতে এই কর্পোরেশনকে অন্যান্য নানাবিধ বীমা ব্যবসা পরিচালনায় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ঊনবিংশ শতকে নৌ বীমার সাথে অগ্নিবীমা প্রচলিত হয়। সাথে সাথে বীমা ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করার জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নৌ ও অগ্নি বীমার সাথে সাথে জীবন বীমার নানা শাখার প্রচলন ১৩শ শতাব্দীতে পাওয়া যায়। অবশ্য তখন কেবল মাত্র সাময়িক বীমা (Short term-নামে বর্তমানে খ্যাত) পদ্ধতির প্রচলন ছিল। পৃথিবীর প্রথম এই সাময়িক বীমা গ্রহণকারী ছিলেন (William Gybbon's) নামের একজন ব্যবসায়ী। যা ছিল ১৫৮৩ সনের ১৮ জুন এর ঘটনা। ১৭শ' শতাব্দী পর্যন্ত অগ্নি ও নৌ বীমার অবলেখক বা Unber Writers গণ এর প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কাজ আঞ্জাম দিতেন। এ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রথমে জ্যোতিষবিদ এবং পরে গাণিতিকগণ দ্বারা এ্যাকচুয়ারি (Actuary) গাণিতিক বিষয় উদ্ভব করে বার্ষিক প্রিমিয়ার হার নির্ধারণ শুরু করা হয়। এ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে যে বীমা চালু হয় তা ছিল অনেকটা জুয়া বা 'বাজী খেলা' জীবন বীমা চুক্তি আকারে। পরবর্তী ১৭৭৪ সালে লাইফ ইন্স্যুরেন্স আইন পাস করে অসচ্ছতার (Gambling) এর উপাদান কিছুটা হলেও বন্ধ করা হয়। এ আলোচনার পর এ পর্যায়ে আমরা বীমার ইতিহাসকে এভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করতে পারিঃ[১]

১. নৌ বীমা	১০০০ খৃষ্টপূর্ব অব্দ	থেকে
২. অগ্নি বীমা	১৪০০ খৃষ্টাব্দ	"
৩. জীবন বীমা	১৫০০ খৃষ্টাব্দ	"
৪. আধুনিক বীমা ব্যবস্থা	১৯০০ খৃষ্টাব্দ	"

পরবর্তীকালে আধুনিক বীমা ব্যবস্থায় সম্পদের বীমায় নৌ বীমা অগ্নিবীমা ও মোটর বীমাকে সাধারণ বীমায় এবং জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীকে জীবন বীমা হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

---

[১] বীমা ব্যবস্থার এসব স্তর ও সময়ে আজকের বীমা ব্যবস্থার মত ছিল না। তবে বীমার উদ্দেশ্যের সাথে মিল আছে বিধায় এসব স্তরকে বীমার ক্রমবিকাশ হিসেবেই গণ্য করা হয়।

www.amarboi.org

উপমহাদেশে
বীমা শিল্পের ক্রমবিকাশ

ভারত উপমহাদেশে বীমার প্রচলন হয় প্রায় ২০০ বছর পূর্বে। আর এটা মূলতঃ চালু হয়েছিল ব্রিটিশদের ছত্রছায়ায়। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশরা শাসন করার সুবাদে তারা খৃষ্টান ধর্মযাজকদের এখানে বীমা ব্যবসা চালু করার সুযোগ করে দেয়। ১৮১৮ সালে Oriental Life Insurance নামে একটি বীমা কোম্পানী ভারতে সর্বপ্রথম চালু হয়। এ কোম্পানীটি ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য চালু করা হয়েছিল। ১৮২৩ সালে বোম্বে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী, ১৮৪৭ সালে পাকিস্তানে খ্রীষ্টান মিউচ্যুয়াল কোম্পানী, ১৮৪৯ সালে ত্রিচিনা পল্লী উইডো ফান্ড নামে প্রভৃতি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ সালে বোম্বে মিউচ্যুয়াল কোম্পানী, ১৮৭৪ সালে ওরিয়েন্টাল গভর্নমেন্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীসহ অনেক কোম্পানী ব্রিটিশ ভারত বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক পর্যায়ে খ্রীষ্টানদের বাইরে মুসলমানদের দ্বারা বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দি ইষ্টার্ণ ফেডারেল কোম্পানী লিঃ। কলকাতায় এ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন এলাকায় এর শাখা বিস্তৃত করা হয়। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবালের চিন্তা-চেতনায় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলোর মধ্যে বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টান ব্যবসায়ী ও সুবিধাভোগীদের হাত থেকে বীমা শিল্পকে বাঁচাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কতিপয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। তাদের মধ্যে মরহুম আবদুর রহমান ও মোহাম্মদ আলীর নাম স্মরণযোগ্য। মোটকথা ব্রিটিশ বেনিয়ারা ব্যাংক বীমাকে তাদের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে পরিচালনা করার যখন সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নেয়, তখন বীমা শিল্পকেও অন্যান্য দিকের মত ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করতে এবং জাতীয়তাবাদী ও আঞ্চলিক মনোভাব পোষণকারী মুসলমান নেতৃবৃন্দ তথা উপমহাদেশবাসী চেষ্টা চালান।

www.amarboi.org

১৯১২ সালে সর্বপ্রথম তৎকালীন ভারত সরকার বীমা আইন নামে একটি আইন পাস করে। ফলে বীমা শিল্প সংবিধানসম্মত একটি শিল্প হিসেবে সুপরিচালিত হতে থাকে। সাথে সাথে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির হাতে তা সীমাবদ্ধ না থেকে তা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে থাকে। ফলে ১৯৩৮ সালে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব করে বীমা আইন পাস করে। আমাদের দেশে এ আইন ১৯৩৮ সালের বীমা আইন নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে বীমা আইনের সাথে সংগতি রেখে বীমা বিধিমালা পাশ করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৩৮ সালের বীমা আইন ও ১৯৫৮ সালের বীমা বিধিমালা বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে। ফলে এগুলোর মাধ্যমেই দেশের বীমা শিল্প পরিচালিত হয়ে আসছিল। ২০১০ সালে বীমা আইন ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১০ পাশ হয়। তবে বিধিমালা এখনও প্রণীত না হওয়ায় পূর্বের বিধিমালা প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে চলমান রয়েছে।

www.amarboi.org

পাকিস্তান আমলে বীমা শিল্প

১৯৪৭ সালে মূলতঃ পাক-ভারত বিভক্তির পর বীমা শিল্প এ উপমহাদেশে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু ভারতে কলিকাতা ও বোম্বে শহরে সকল বীমা কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় হওয়ায় দেশ বিভাগোত্তর পাকিস্তানে বীমা শিল্পে নাজুক পরস্থিতি দেখা দেয়। প্রথমদিকে মাত্র ৮টি বীমা কোম্পানী পাকিস্তানে কাজ শুরু করে। অবশ্য বিদেশী আরো প্রায় ১০০ বীমা কোম্পানী এখানে কাজ করেছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়।

পাকিস্তানে বীমা শিল্পকে দ্রুত সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে এগিয়ে নেয়া হয় এবং পাক-ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে জীবন বীমা সেক্টরে মোট ব্যবসা হয়েছিল ৪.৫০ কোটি টাকা। সে বছর থেকে বিদেশী কোম্পানীর আধিপত্য হ্রাস করার চেষ্টা চালানো হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০ বছরে পাকিস্তানে ২৫ গুণ বীমা ব্যবসা বৃদ্ধি পায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, ব্যাংক-বীমা সব কিছুই পশ্চিম পাকিস্তানমুখী হওয়ায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (আজকের বাংলাদেশ) বীমা শিল্পের তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। তবুও ১৯৫৮ সালে ঢাকায় প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরই বীমা পরিচালনায় বিধিমালা প্রণীত হয়, যা বীমা বিধিমালা ১৯৫৮ নামে পরিচিত। ষাটের দশকে আরও কিছু জেনারেল ও জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে চালু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দু'ধারার (জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা) মোট ৪৯টি বীমা কোম্পানী চালু ছিল।

১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশে সাধারণ বীমার উন্নতি যে পরিমানে হয়েছিল জীবন বীমার উন্নতি সে পরিমান লক্ষ্য করা যায় না। শিক্ষার অভাব, প্রশাসনিক বৈষম্য ও জনসচেতনতা এর পেছনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হয়।

www.amarboi.org

বাংলাদেশে বীমা শিল্প

পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশ হওয়ার পর ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতির সঞ্চার হয়। অন্যান্য শিল্পের মত বীমা শিল্প সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিশেষ দিক নির্দেশনা লাভ করে। তৎকালীন সরকার সকল বীমা শিল্পকে জাতীয়করণ করে। ফলে সুরমা বীমা কর্পোরেশন ও রূপসা বীমা কর্পোরেশনকে এক করে জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং তিস্তা বীমা কর্পোরেশন ও কর্ণফুলী বীমা কর্পোরেশনকে একীভূত করে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে রূপান্তর করা হয়। কিন্তু ঢালাওভাবে সরকারীকরণের ফলে সরকারী নিয়ন্ত্রণে জাতীয়করণকৃত বীমা শিল্প অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়ে। জাতীয়করণের ফলে সর্বত্র একটা মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে এ শিল্প লাভজনক হওয়ার পরিবর্তে লোকসানের মুখোমুখি হয়ে যায় এবং এ ব্যবসায় প্রতিযোগিতা পরিবর্তে হতাশার সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারীভাবে বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ও পরিচালনার তাগিদ আসে। অনেক লেখালেখি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৮৪ সালে সরকার বেসরকারীভাবে বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করে, যা এ শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপের ফলে প্রতি বছর নতুন নতুন বীমা কোম্পানী চালু হতে থাকে। বাংলাদেশে ক্রমবর্দ্ধমান বীমা শিল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট হলো এ পর্যন্ত চালু হওয়ার পর কোন সাধারণ বা জীবন বীমা কোম্পানী বন্ধ বা দেউলিয়া হয়ে যায়নি। ব্যাংক সেক্টরে এ ধরনের ঘটনা একাধিক রয়েছে।

www.amarboi.org

ফলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বীমা প্রগতিশীল ও দ্রুত উন্নয়নশীল এবং স্থায়ী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি শিল্প। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এতদিন এ ব্যাপারে নানা রকমের শংকা ও মতদ্বৈততা থাকলেও বর্তমানে এগুলো অনেকাংশে দূরীভূত হয়ে বীমা শিল্প শক্ত ভীতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দেশে বর্তমানে বেসরকারী ৭৬টি বীমা কোম্পানী রয়েছে। এর মধ্যে ৪৪টি সাধারণ বীমা এবং ৩১টি জীবন বীমা। (সরকার নিয়ন্ত্রিত জীবন বীমা করপোরেশন ও সাধারণ বীমা করপোরেশন এ হিসাবের বাইরে) [১]

আমেরিকান লাইফ ইনসিওরেন্স কোং লিঃ (মেট লাইফ অ্যালিকো একমাত্র বিদেশী কোম্পানী হিসেবে দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

---

* ১. বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, জীবন বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন এর বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে গৃহিত।

www.amarboi.org

বাংলাদেশের বেসরকারী জীবন বীমা কোম্পানীগুলোর তালিকা[১]

১. ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ *
২. ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩. আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৪. সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ*
৫. মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ*
৬. হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ*
৭. সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ*
৮. প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৯. ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ **
১০. প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ**
১১. পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লি*
১২. পদ্মা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ**
১৩. প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১৪. রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ*
১৫. সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ*
১৬. বায়রা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ*
১৭. গোল্ডেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১৮. জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ **
১৯. মার্কেন্টাইল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ **
২০. এনআরবি গ্লোবাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২১. গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ

১.** চিহ্নিত কোম্পানীগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা* চিহ্নিত কোম্পানীগুলোতে ইসলামী বীমা প্রকল্প চালু রয়েছে।

www.amarboi.org

২২. চাটার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২৩. বেস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২৪. প্রোটেকটিভ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ **
২৫. সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২৬. স্বদেশ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২৭. ডায়মন্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২৮. আলফা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ **
২৯. ট্রাষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ **
৩০. যমুনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ

বেসরকারী সাধারণ বীমা কোম্পানী

১. বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২. পিপলস ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩. ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৪. গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৫. প্রগতি ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৬. ইস্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৭. ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৮. কর্ণফুল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৯. জনতা ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১০. ফনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১১. ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১২. সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১৩. রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১৪. রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১৫. পূবরী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১৬. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১৭. সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১৮. প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
১৯. পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২০. নিটল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ

www.amarboi.org

২১. স্টান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২২. সাউথ এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২৩. প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২৪. কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২৫. অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২৬. ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিঃ*
২৭. ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ*
২৮. গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
২৯. সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩০. এশিয়া ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩১. এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩২. রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩৩. ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩৪. দি লয়েডস ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩৫. ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩৬. এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩৭. দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৩৮. তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ *
৩৯. প্রাইম ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৪০. মেঘনা ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৪১. মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৪২. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৪৩. নদার্ণ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৪৪. সেনাকল্যাণ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ
৪৫. সিকদার ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ[১]

ইতোমধ্যে কতিপয় সাধারণ বীমায় ইসলামী বীমা প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং কতিপয় কোম্পানীতে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

---

১. সূত্র ঃ বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন। * চিহ্নিত কোম্পানীগুলো ইসলামী সাধারণ বীমা কোম্পানী হিসেবে চালু রয়েছে।

www.amarboi.org

ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশ

সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী বীমা ব্যবস্থার আয়োজন চলতে থাকে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্য এ লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণা ও কর্মতৎপরতা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ সব কর্মপরিকল্পনা ও চেষ্টা- সাধনার ফলে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা একটি স্থায়ীরূপ লাভ করে। শুধু তাই নয়, অনেক অমুসলিম দেশেও আজ ইসলামী বীমা ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইসলামী কোম্পানী অফ সুদান' নামে। সুদানিজ এ্যাক্ট ১৯২৫ এর আওতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার হেড অফিস খার্তুমে। সুদান ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে ফয়সাল ব্যাংক অব সুদান। এর অনুমোদিত মূলধন ছিল দশ লক্ষ সুদানী পাউন্ড। সুদানী ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে সুদান সরকার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। এ কোম্পানীর সম্পদ এব মুনাফা আয়করমুক্ত। শুধু কোম্পানী আয়করমুক্ত নয়, এর পরিচালনা বোর্ডের এবং শরীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সদস্যগণও আয়করমুক্ত। এর দ্বারা সুদানী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছাবার লক্ষ্যে সরকারের ব্যাপক সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতা কাজ করেছিল।

ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অফ সুদান এবং দুবাই ইসলামী ব্যাংক-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাহরাইনের আল-বাকারা ব্যাংক ১৯৮০ সাল 'ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী" প্রতিষ্ঠা করে। এর পরেও বাহরাইনে নতুন ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে জেনেভাভিত্তিক দারুল মাল ইসলামী গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় "দি তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী" অফ বাহরাইন ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ কোম্পানীতে ১৯৯৫ সালে জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম আদায় হয়েছিল ৫৮ লক্ষ ইউএস ডলার।

www.amarboi.org

১৯৬৫ সালের পয়লা আগস্ট মালয় ডলার দশ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে মালয়েশিয়া বীমা কোম্পানী লিমিটেড কার্যক্রম শুরু হয়। ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩ সালে পাস করে মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। অনুরূপভাবে মালয়েশিয়া ১৯৮৪ সালে তাকাফুল আইন পাস করে। ঐ বছরে ২৯ নভেম্বর প্রতিষ্ঠা করে মালয়েশিয়া শিয়ারিকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া বারহাদ অর্থাৎ মালয়েশিয়া ইসলামী বীমা কোম্পানী লিমিটেড।

মালয়েশিয়ার তাকাফুল কোম্পানীর দু'টি প্রধান বিভাগ রয়েছে। একটি বিভাগ জীবন বীমা বিভাগ, অপর বিভাগ সাধারণ বীমা হিসেবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কোম্পানীটি অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী। মালয়েশিয়ার ইসলামী বীমা (তাকাফুল) কোম্পানীর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অন্যান্য বীমা কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ এর মধ্যে এ কোম্পানীর বীমা কিস্তি সংগ্রহ তিন গুণ হয়ে যায়। ১৯৯১-৯২ তে বীমা কিস্তি ছিল মালয় ডলার ৩৯.৪৪ মিলিয়ন। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ তে দাঁড়ায় মালয় ডলার ১২০ মিলিয়ন। একই সময় মালয়েশিয়া ইসলামী বীমা কোম্পানীর মুনাফা প্রায় চার গুণ হয়ে যায়। মুনাফা বৃদ্ধি পেয়ে মালয় ডলার ৩.২ থেকে ১২ মিলিয়নে দাঁড়ায়। কোম্পানীর সামগ্রিক সম্পদ বৃদ্ধি পায় একই পিরিয়ডে মালয় ডলার ৯৪.৭৭ মিলিয়ন থেকে মালয় ডলার ৩০৪.২৭ মিলিয়ন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইসলামী বীমা ও অন্যান্য বীমা কোম্পানীর মধ্যে বীমা কোম্পানীগুলোর মধ্যে শিয়ারিকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া বৃহত্তম।

মালয়েশিয়ার তাকাফুল (বীমা) কোম্পানীর সাফল্য দেখে অন্যান্য কয়েকটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বীমা বিভাগ সৃষ্টি করে বীমা কার্যক্রম শুরু করে। মালয়েশিয়া তাকাফুল কোম্পানী শুধুমাত্র নিজেদের কার্যক্রম সম্পাদন করেছে তা নয়, বরং ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই ও সিঙ্গাপুরে ইসলামী বীমা কার্যক্রম সুসংহতকরণে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছে। রিতাকাফুলসহ (রিইন্স্যুরেন্স)র অন্যান্য বিষয়ে তাদেরকে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

মালয়েশিয়া তাকাফুল কোম্পানীর উদ্যোগে ১৯৮৫ সনের অক্টোবরে Association of South East Asian Nations Takaful Group:

www.amarboi.org

ASEAN (আশিয়ান) তাকাফুল গ্রুপ নামে একটি সংগঠন সংগঠিত হয়। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ অঞ্চলে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমন্বয় সুসংহত করা। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কোম্পানী হলো ঃ (১) সিয়ারিকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া, (২) আশুরানশি তাকাফুল ইন্দোনেশিয়া, (৩) আশুরানশি তাকাফুল, কেলাশুরা, ইন্দোনেশিয়া, (৪) ব্রুনাই তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বারহাদ (আই, বি বি), (৫) ব্রুনাই তাকাফুল টি এ আই বি সেন্ডিয়ান, (৬) সিঙ্গাপুর সিয়ারিকাত তাকাফুল, সিঙ্গাপুর, (৭) মালয়েশিয়া এন, এস, আই, তাকাফুল (বীমা)। ব্রুনাই তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বারহাদ (আই, বি, বি) -এর আনুমানিক মূলধন হলো ইউএস ডলারে ১৮.০০ মিলিয়ন (১৯৯৫ এর হিসাব অনুযায়ী আশুরানশি তাকাফুল ইন্দোনেশিয়া একটি সাারণ ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান এবং আশুরানশি তাকাফুল কেলাশুরা, ইন্দোনেশিয়ার একটি ইসলামী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান। এ দুটি প্রতিষ্ঠান পিটি সিয়ারিকাত তাকাফুল ইন্দোনেশিয়ার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।[১]

১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জেনেভাভিত্তিক "দার আল মাল-ইসলামী ট্রাস্ট" (DMI)। এর পরিশোধিত মূলধন হল ২ বিলিয়ন ইউ এস ডলার। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সৌদী আরবের মরহুম বাদশা ফয়সাল। ইসলামী দারুল মাল ইসলামী ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় লুক্সেমবুর্গ তাকাফুল এস এস, এর শাখা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালের মধ্যে এ কোম্পানী ১১,৫০০ বীমা পলিসি করে। বীমা কিস্তি বাবদ জমা হয় ইউএস ডলারে ২০৫ মিলিয়ন।

যুক্তরাজ্যের তাকাফুল ইউ কে লিঃ ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি লুক্সেমবার্গের তাকাফুল এসএ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যে এ কোম্পানী দু' সহস্রাধিক গ্রাহকের বীমা গ্রহণ করে। এ বীমা পলিসিগুলো বেশির ভাগই জীবন বীমা পলিসি এবং পরিমাণে ছিল কয়েক হাজার ইউএস ডলার। এসবি তাকাফুল কোম্পানী লিঃ বাহামাসহ আরো কয়েকটি ইন্স্যুরেন্স ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

১. ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ঃ এম. তাজুল ইসলাম, ঢাকা-২০০০ ইং।

www.amarboi.org

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। তাছাড়া বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) এর সদস্য। ওআইসি'র মক্কা ঘোষণায় সদস্য দেশ সমূহের ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থা চালুর অংগীকার করা হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাদেশও ঐ অংগীকারের আওতায় পড়ে যায়। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ দেশে জনগণের মধ্যে ইসলামী বীমার যথেষ্ট চাহিদা আছে। ইতোমধ্যে দেশে বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া আর্ন্তজাতিক ইসলামী ব্যাংকও বাংলাদেশে ব্যবসা করার অনুমতি পেয়েছে এবং ব্যবসা পরিচালনা করছে। ব্যাংক ও বীমা যেহেতু পরস্পর পরিপূরক ও সম্পূরক, সেহেতু ইসলামী বীমাও ইসলামী ব্যাংকের পরিপূরক। এমতাবস্থায়, দেশে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন মহল থেকে দাবী এসেছে। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবসায়ী ও অভিজ্ঞ মহল কয়েকবার সরকারের কাছে দরখাস্তও করেছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯ সালে সরকার ইসলামী নামকরণ এবং মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল্‌স-এ শরীয়াহ কাউন্সিল-এর তত্ত্বাবধানে দেশে ইসলামী জীবন বীমা ও ইসলামী সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০০০ সালে জীবন বীমায় ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ কোং লিঃ তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্সও ইসলামী কর্মাশিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ তাদের কার্যক্রম শুরু করে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে ফারইষ্ট ইসলামী জীবন বীমার কোম্পানী হিসেবে প্রথম। অবশ্য এর আগে হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স তাকাফুল উইং নামে ইসলামী বীমার কার্যক্রম শুরু করে। এর পর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স হিসেবে প্রাইম ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিঃ গঠন ও পরিচালনা শুরু করে ২০০২ সালে। এর পর বেশ কয়েকটি কোম্পানী

www.amarboi.org

তাদের প্রকল্প হিসেবে তাকাফুল বা ইসলামী বীমা প্রকল্প নামে এর কার্যক্রমকে অর্ন্তভুক্ত করেছে, যেভাবে কিছু Conventional Bank তাদের ব্যাংকের পৃথক শাখাকে Islamic Banking শাখা হিসেবে পরিচালনা করছে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলোও তাদের কোম্পানীর অংশ হিসেবে ইসলামী তাকাফুল বা ইন্স্যুরেন্স নামে প্রজেক্ট খুলে ইসলামী বীমার কার্যক্রম শুরু করে। তবে এগুলো সবই জীবন বীমার ক্ষেত্রেই হয়েছে। ইতোমধ্যে সাধারণ বীমার বেশ কয়েকটি কোম্পানী এ ধরণের ইসলামী বীমার প্রজেক্ট বা Wing খুলেছে।

অনেকেই বলে থাকেন, সরকার ইসলামী বীমায় আইনত দায়িত্ব স্বীকার করেননি। কথাটা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা নিম্নরূপ কারণগুলোতে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার ইসলামী বীমার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। অবশ্য প্রকল্প চালুর মাধ্যমে যারা ইসলামী বীমা করছেন তাদের জন্য এসব কারণ প্রযোজ্য হয় না।

১. ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলোর মেমোরেন্ডার আর্টিকেল্স-এ স্পষ্টতঃ উল্লেখ রয়েছে যে, এগুলো ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হবে। প্রচলিত আইনের কথাটি অবশ্য উল্লেখ আছে এভাবে যে, প্রচলিত আইনের ধারা ঠিক রেখে বা এ আইন বজায় রেখে তা করা হবে।

২. এগুলোর নামের মধ্যে ইসলামী শব্দ যুক্ত রয়েছে। যদি কাজ না থাকবে আর তা 'ইসলামী' নামে নামকরণ হবে, তাহলে সরকার এ নাম অনুমোদন করবে কেন?

৩. কোম্পানীগুলোর সংঘ স্মারকে শরীয়াহ দেখাশুনার জন্য শরীয়াহ কাউন্সিল, শরীয়াহ বিভাগ ও এজন্য কর্মচারী নিয়োগ করবেন' কথাগুলো সুন্দরভাবে বলা আছে, সরকার তা অনুমোদন করেছে।

৪. সংঘ স্মারক ও বিধি পাস হওয়ার পর প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে ছাড় পত্র নিয়ে কার্যক্রম শুরু করতে হয়,

www.amarboi.org

সেক্ষেত্রে সরকারের নীতিগত অনুমোদনের মাধ্যমে যদি কোন কার্যক্রম করা হয় তাকে অবশ্যই সরকারের দায়-দায়িত্ব স্বীকারের আওতায় পড়ে যায়।

৫. ইসলামী কোম্পানীগুলোর Product গুলো ইসলামী নামে করা হয়েছে, সেগুলো Actuary দ্বারা তৈরী করে সরকারের অনুমোদন স্বাপেক্ষে বাজারে ছাড়া হয়।

৬. ২০১০ সালের বীমা আইনে ইসলামী বীমায় সংজ্ঞা ও ইসলামী বীমা ব্যবসা করার বিধান রাখা হয়েছে।

তবে প্রচলিত আইনের সাথে যে সব বৈপরীত্য রয়েছে ইসলামী বীমার জন্য পৃথক আইন করে তা দূর করতে হবে। সে জন্য অবশ্য অপেক্ষা করতেই হবে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

www.amarboi.org

বীমার সংজ্ঞা

"Encyclopedia Britannica- তে বলা হয়েছে Insurance is a provision made by a group of persons, Each singly in danger of some loss, the incidence of which cannot be foreseen, that when such loss shall occur to any of them it shall be distributed over the whole group."[১]

'বীমা হলো এমন একদল লোকের ব্যবস্থা যাদের প্রত্যেকেই একাকী কোন না কোন ক্ষতি বা বিপদের সম্মুখীন এবং যার পরিণতি পূর্ব থেকে অনুমান করা যায় না; তাদের উপর যখনই এ ধরনের বিপদ ঘটে তখনই সে বিপদের ক্ষয়ক্ষতি পুরো দলের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়া হয়।'

শ্রী আগরওয়ালা বলেছেন, "বীমা একটা যৌথ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফুঁকি সংশ্লিষ্ট লোকসমূহের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে।"

অধ্যাপক মর্গান-এর ভাষায়, "কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি লোকের কল্যাণ সাধনের সম্মতিই হলো বীমা"

অধ্যাপক মিত্রের মতে, "কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হলে এবং ঐ ঘটনা সংঘটিত হবার ফলে বীমা গ্রহীতার কোন ক্ষতি হলে নির্দিষ্ট টাকার অর্থ বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের শর্তে বীমাগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকেই বীমা বলা হয়।"

মূলতঃ বীমা দু'পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি এবং চুক্তি অনুযায়ী বীমা গ্রহীতা বীমাকারীকে প্রিমিয়াম স্বরূপ একটি নির্দিষ্ট অংক অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয় এবং এর পরিবর্তে বীমাকারী কোম্পানী বা সংস্থা কোন ঘটনা সংঘটিত হলে বীমাগ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে অথবা কোন নির্দিষ্ট ঘটনার ফলে বীমাগ্রহীতার ক্ষতি হলে তা পূরণ করতে বাধ্য হয়।

---

১. Insurance and Islamic Law, Dr. Mohammad Musleh Uddin, 1982 Delhi

www.amarboi.org

বীমার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

১. আর্থিক ক্ষতির নিরাপত্তা (Protection against losses);
২. ক্ষতি বা লোকসানের অংশগ্রহণ (Loss Minimisation);
৩. শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ (Aid to Commerce and Industries);
৪. আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে সাহায্য করা (Aid to International Trade);
৫. দারিদ্র্যতা দূর ও সাবলম্বী করা (Protection for poor & Aid for Independence)।

এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে সামনে রেখে বিশ্বব্যাপী বীমা শিল্পকে নানাভাবে উৎকর্ষিত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে একে বিজ্ঞানসম্মত করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বিশ্ব জনীনতায় বীমা শিল্প আজ সমাজের অন্যান্য বিষয়ের মত একটি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।

www.amarboi.org

বীমার মূলনীতি

(Principles of Insurance)

বীমার জন্য বিশ্বস্বীকৃত ছয়টি মূলনীতি (Principles) রয়েছে[১]। এগুলো হচ্ছে ঃ

১. চরম সদ্বিশ্বাস (Utmost good faith)
২. বীমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest)
৩. ক্ষতি পূরণ নীতি (Indemnity)[২]
৪. আইনগত অধিকার (Subrogation)
৫. প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত কারণ (Proximate Cause)
৬. ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে অবদান (Contribution)

উপরোক্ত মূলনীতিগুলো সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য। জীবন বীমার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রথমটি অর্থাৎ Utmost good faith মূলনীতিটি সরাসরি প্রযোজ্য হয়। অবশ্য অন্যান্য মূলনীতিগুলো ক্ষেত্র বিশেষে জীবন বীমায়ও Practice করা হয়। আমরা সংক্ষেপে এই মূলনীতিগুলো এখানে আলোচনা করতে পারি।

১. **চরম সদ্বিশ্বাস (Utmost good faith) ঃ** বীমা দুই পক্ষের সুস্পষ্ট চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ফলে পরস্পরকে পরিষ্কারভাবে বুঝা ও বিশ্বাস করার মাধ্যমে এ চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয় বীমা প্রতিনিধি বা কোম্পানীর পক্ষ থেকে খোলামেলাভাবে গ্রহীতার কাছে পেশ করার পর যে আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে উঠে তা-ই হচ্ছে বীমার এক নম্বর মূলনীতি। এটাই হচ্ছে চরম সদ্বিশ্বাস।

২. **বীমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest) ঃ** বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতার বীমাকৃত বিষয় বা বস্তুর যে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে তাকেই বীমা যোগ্য স্বার্থ বলে। সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে সম্পদ বিনষ্ট হওয়া এবং জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমাকারীর মৃত্যুর পর অর্থনৈতিক ক্ষতি বিবেচনায় বীমাযোগ্য স্বার্থ বিবেচিত হয়।

---

১. বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন ক্রমিক নং- ১,২ ও ৪ জীবন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ বীমায় সবগুলো নীতি প্রযোজ্য হয়।

২. সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে Indemnity এবং জীবন ক্ষেত্রে একে Gurantee বলা হয়।

www.amarboi.org

৩. **ক্ষতি পূরণ নীতি (Indemnity) ঃ** ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি বা সম্পাদকে ক্ষতি পুষিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার যে নীতি বীমাতে গ্রহণ করা হয়, তাই হচ্ছে ইনডেমনিটি। অপর বীমা কোম্পানীর স্বার্থও এ নীতির মাধ্যমে দেখা হয়। অর্থাৎ ক্ষতি নিরুপণের পাকাপাকি ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান থাকে। কোন পক্ষই যাতে বাস্তব ক্ষতি থেকে অধিক বা কম লাভবান হওয়ার সুযোগ না থাকে তার জন্য এ নীতি কাজে লাগানো হয়। জীবনের যেহেতু ক্ষতিপূরণ দেয়া যায় না সেজন্য জীবন বীমার এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ করার গ্যারান্টি দেয়া হয়।

৪. **আইনগত অধিকার (Subrogation) ঃ** এ নীতি পক্ষীয় একটি নীতি। অর্থাৎ তৃতীয় কোন পক্ষ বা কারণে যদি বীমা গ্রহীতার ক্ষতি হয় তাহলে বীমা কোম্পানী গ্রহীতার ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে বীমাযোগ্য স্বার্থ যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং চুক্তির বাস্তবায়নে বিকল্প আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়। এতে বীমাগ্রহীতা ও কোম্পানী উভয়েই অধিকারকে বাস্তবায়নের সুযোগ লাভ করে।

৫. **প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ কারণ (Proximate Caurse) ঃ** এ নীতি মূলত দাবী পরিশোধের সাথে জড়িত। চুক্তির বহির্ভূত কোন কারণে বীমা গৃহীতার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। কারণ নির্ণয়ে এ নীতি গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে বীমা গ্রহীতার স্বার্থকে পূরণ করার চেষ্টা করার হয়। এক কথায় পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এ নীতিকে কাজে লাগানো হয়। একে মূলাভিষিক্ত করণ নীতি ও বলা হয়।

৬. **ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বিবেচনা (Contribution)ঃ** এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্ষতি অনুযায়ী তার ক্ষতি পূরণ করে দেয়া। বীমা গ্রাহক যাতে ক্ষতি থেকে বেশী না পায়, আবার বঞ্চিতও না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা হয়। আবার মিথ্যা দাবী বা কারণ ঘটিয়ে যেন বীমা কোম্পানীর ক্ষতি করা না হয় সেদিকে সুক্ষাতিসুক্ষ বিচার বিশ্লেষণ করাই এ নীতির প্রধান কাজ।

www.amarboi.org

ইসলামী বীমা পরিচিতি

ইসলামী বীমা মানুষের বিপদাপদ ও সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত একটি ব্যবস্থা। রাসূল (সা.) ও তৎপরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের **'বাইতুল মাল'** ধারণার সাতে সংগতিপূর্ণ। 'তাকাফুল ও তায়াযুন' তথা যৌথ যিম্মাদারী ও দায়িত্ব পালনে অংশীদারীত্ব'ই হচ্ছে ইসলামী বীমার মৌলিক নীতি। ড. আবদুল হালীম বিন হাজী ইসমাইল, যিনি শিরিকাত তাকাফুল মালয়েশিয়ার চেয়ারম্যান, তিনি তাকাফুলের সংজ্ঞায় বলেন,

"The principles of insurance cover as a form of business in conformity with Shariah is in essence based on the Islamic principles of Al-Takaful and Al-Mudaraba. Al-Takaful briefly means the act of a group of people reciprocally granting each commercial profit sharing contract between the provider or providers of fund for a business venture and the entrepreneur who actually conducts the business. The Islamic Insurance or Takaful business conducted by the Company may thus be envisaged as the profit sharing business venture between the Company and the individual members of a group of participants who desires to reciprocally guarantee certain loss or damage that may be inflicted upon any one of them".

তাকাফুল ব্যবস্থা কুরআন এবং সুন্নাহ তথা মহানবী (সা.) এর বাণীর ভিত্তিতে পরিচালিত।

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা সৎকাজ ও পরহেজগারীতে পরস্পরের সহযোগীতা করো, তবে পাপ বা অন্যায় কাজে নয়।"

সূরা আল-মায়েদা, আয়াত-২

মহানবী (সা.) বলেন,

"ঈমানদাররা পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া ও সহানুভূতির কারণে একটি দেহের মতো, যদি তার কোন একটি অঙ্গ কষ্ট বা আঘাত পায়, তবে পুরো দেহই কেঁপে ও জেগে উঠে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।"

- মুসলিম শরীফ

"যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্র মানুষের তত্ত্বাবধান করে ও তাদের সাহায্যের জন্য কাজ করে সে যেন আল্লাহ্ পথে জিহাদকারী ব্যক্তির মতো কিংবা যে ব্যক্তি দিনের বেলায় রোজা রাখে এবং সারারাত নামাজ পড়ে তার মতো।"

- বুখারী শরীফ

ইসলামী বীমায় প্রচলিত বীমায় বিদ্যমান প্রধান তিনটি শরীয়াহ বিরুদ্ধ বিষয়কে দূর করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এ তিনটি হারাম উপাদান হ'লঃ রিবা (Interest), ঘারার (Ambiguity), মাইসির (Gamble)।

রিবা, ঘারার ও মাইসির সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ফলে এগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের আরও দলীল নিম্নরূপঃ

কুরআন ঃ

⊙ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। (বাকার-২৭৫)

⊙ আল্লাহ সুদকে নির্মুল করেন এবং দানকে বর্ধিতকার দেন (বাকারা-২৭৬)।

www.amarboi.org

⊙ মদ, জুয়া তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হলো। (আল ইমরান)

⊙ হে বিশ্বাসীগণ সুদ, জুয়া, মুর্তি পুজার বেদী ও ভাগ্য নির্নায়ক ঘৃন্য বস্তু ও শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (মায়েদা-৯০)

⊙ হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ পারস্পরিক বাতিল উপায়ে ভক্ষণ (হরন) করোনা। তবে তোমাদের পারস্পারিক সম্মতি সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যে ব্যবসা ও বেচা কেনা হয় তা নিষিদ্ধ নয়। (নিসা-২৯)

হাদীস ঃ

⊙ সুদ দাতা, গ্রহীতা, লেখক ও স্বাক্ষী দাতা সকলের প্রতি অভিশাপ। (বুখারী)

⊙ কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা পাপাচারী রূপে উঠানো হবে, তারা ছাড়া যারা আল্লাহকে ভয় করে সঠিক পন্থায় সততা অবলম্বন করে। (ইবনে মাজাহ)

⊙ যে ব্যক্তি প্রতারণা করল সে আমার দলভুক্ত নয়। (মেশকাত)

⊙ একবার রাসূল (সা.) কোন বাজার অতিক্রম করা কালে একটি গমের স্তুপ দেখে হাত ভিতরে প্রবেশ করে দেখলে ভেতরে ভেজা গম রয়েছে। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার কথা বলে রাসূল তাকে ভৎসনা করলেন সাথে সাথে ভাল এবং খারাপ পরিস্কারভাবে প্রদর্শন করার নির্দেশ দিলেন। (রিয়াদুস সালেহীন)

www.amarboi.org

ইসলামী বীমার মৌলিক নীতিমালা
(Basic Principles of Islamic Insurance)

উপরের বীমার নীতিমালাগুলো Conventional বীমার জন্য প্রযোজ্য। এগুলোকে Technical বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে ইসলামী বীমার জন্য অতিরিক্ত কিছু নীতিমালা (Principles of Islamic Insurance) ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো হলো ঃ

১. সততা (Honesty)
২. অংশীদারিত্ব (Participation)
৩. ভ্রাতৃত্ব(Brother hood)
৪. সহযোগিতা ও সমবায় নীতি (Co-Operation & Co-Asistance)
৫. শরী'আহ বাস্তবায়ন (Implementation of Shariah)
৬. ইনসাফ ও সহমর্মিতা (Adal & Ihsan)

এ বিষয়গুলোকে আমরা আরেকটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারি।

১. **সততা (Honesty)** : এটি ইসলামী বীমার জন্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এর দ্বারা ইসলামী বীমার তথা ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অর্থাৎ বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতার যাবতীয় বিষয়ে সততা এবং ন্যায় নীতির বাস্তবায়ন থাকা অপরিহার্য। সততা দ্বারাই ইসলামী ভাবধারায় জনগণের আমানতকে রক্ষা করা সম্ভব। প্রচলিত বীমায় শরী'আহ্ বিরুদ্ধ উপাদানগুলো দূর করার জন্য এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

২. **অংশীদারিত্ব (Participation)**: ইসলামী বীমায় পলিসি গ্রাহককে কোম্পানীর অংশীদার হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে সে মুদারাবা নীতির আলোকে কোম্পানীর লাভ-ক্ষতিতে অংশীদার হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী নিজের ও অন্যদের অধিকার লাভে সচেতন থাকে। নিজে লাভবান হয়, অন্যকেও লাভবান হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

www.amarboi.org

৩. **ভ্রাতৃত্ব (Brother hood):** এ নীতি ইসলামের মৌলিক নীতি। এর মাধ্যমে বীমাগ্রহীতা অপরাপর বীমা গ্রহীতাকে ভাইয়ের মর্যাদা প্রদান করেন। এ নীতি Operator বা কোম্পানীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলামের নীতি হচ্ছে, নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয় অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে। ফলে এ নীতির মাধ্যমে ইসলামী বীমায় কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বীমা গ্রহীতার মধ্যে ভাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হয়, যাতে তারা পরস্পরকে একই পরিবারের সদস্য মনে করার সুযোগ লাভ করে। এটা মূলত 'সকল মুমিন ভাই ভাই' নীতির বাস্তবায়ন।

৪. **সহযোগিতা ও সমবায় নীতি** (Co-Operation & Co Asistance): এ নীতি একে অন্যকে সহযোগিতা ও সকলের সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিপদ, আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি এবং মানবকল্যাণের অন্যতম হাতিয়ার। এটা ইসলামের সামাজিক নীতি। এর মাধ্যমে একটি সুশৃংখল সমাজ নির্মাণে সহায়তা করে। ইসলামী বীমার মাধ্যমে এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করা হয়। সকলে মিলে চাঁদা (Donation) বা প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহলকারী সকলের বিপদ আপদ, দুর্ঘটনা বা প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা ও মৃত্যু দাবী পূরণ করা হয়। ফলে কারো জন্য এটা বোঝা হয় না। আবার কারো জন্য এটা বিরাট মূল্যবার সহায়তায় পরিণত হয়। সে জন্য ইসলামী বীমায় এ নীতি অবলম্বন করা হয়। এটাই হচ্ছে, বর্তমানে বিশ্বে স্বীকৃত তাকাফুল পদ্ধতি বা ইসলামী বীমা।

৫. **শরী'আহ বাস্তবায়ন (Implementation of Shariah):** শরী'আহ্ বলতে ইসলামী শরী'আহকেই বুঝানো হয়। শরী'আহর মূল উৎস কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস। এ চারটির সিদ্ধান্তকেই শরী'আহর সিদ্ধান্ত হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইসলামী বীমায় যাবতীয় বিষয় শরীয়াহ কাঠামো অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়। সে কারণেই ইসলামী বীমাগুলো (Based on Islami Shariah) বা শরী'আহ'র নীতি বাস্ত বায়নে অংগীকারাবদ্ধ। কোনভাবেই শরীয়াহ লংঘন করা যায় না। শরী'আহ ৪টি মূলনীতির যে কোনটির প্রয়োগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন

www.amarboi.org

করা হয়। শরী'আহ বিশেষজ্ঞ বা শরী'আহ কাউন্সিল/ বোর্ড তা তদারকি করেন এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

৬. **ইনসাফ ও সহমর্মিতা (Adal & Ihsan) :** ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিই হচ্ছে, ইনসাফভিত্তিক অর্থ বন্টনের মাধ্যমে সহমর্মিতাপূর্ণ সমাজ গঠন করা। ইসলামী বীমায় এ বিষয়টি মূল নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনী-গরীবের বাস্তব ব্যবধানকে কমিয়ে আনা। বিপুল জনগোষ্ঠীকে ইসলামী বীমায় সম্পৃক্ত করে হৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরমুখাপেক্ষী না রেখে সাবলম্বী করে তোলা। মানবকল্যাণে অবদান রাখার জন সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করা। ইসলামী অর্থনীতির মাধ্যমে কোন জাতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যই কেবল ইসলামী বীমা কাজ করে না বরং সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনেও এ বীমা ব্যবস্থার কর্মসূচী থাকবে। এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইসলামী বীমায় ন্যায়পরায়নতা ও সহমর্মিতার নীতিকে গ্রহণ করা হয়।

www.amarboi.org

তাকাফুল বা ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা

পারস্পরিক সহযোগিতা কোরআনের নীতির সাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন আল্লাহ বলেন- "সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর"। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় পারস্পরিক সহযোগিতার অনুশীলনে আল্লাহ্‌র নির্দেশ শর্তহীন নয়। এতেও সীমারেখা দেওয়া আছে। কারণ পাপের সাথে সম্পৃক্ত কোন কাজে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করতে আল্লাহ্ মানবজাতিকে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ পাপ ও সীমা লংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বীমা ও ব্যবসা শুধুমাত্র তখনই পারস্পরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত ইসলামী মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে যদি তার লেনদেন আল্লাহ্ তায়ালার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মুদারাবার মূলনীতি অনুসারে পরিচালিত হয় এবং বীমা গ্রহীতাকে ভবিষ্যতে আর্থিক ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার মহৎ ও আন্তরিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়।

ইসলামী বীমা প্রশ্নে মুসলিম বিশ্বে অসংখ্য সম্মেলন হয়েছে এবং এতে মুসলিম আলেমগণ বীমা ব্যবস্থার ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন, যে সব সম্মেলনে এ ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ১৯৬১ সালের দামেস্কে অনুষ্ঠিত 'ইসলামিক ফিকহ সপ্তাহ।' ১৯৭২ সালের ৬ই মে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত সেমিনার; এতে জীবন বীমা ব্যবসা ছাড়া বীমার ব্যবসাকে জায়েজ হিসেবে রায় প্রদান। ১৯৬৫ সালে কায়রোয় অনুষ্ঠিত মুসলিম উলামাদের দ্বিতীয় সম্মেলন। ১৯৭২ সালের ৬-১১ই মে লিবিয়ায় ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্র প্রশ্নে অনুষ্ঠিত সিম্পোজিয়াম। ১৯৭৬ সালের ২১-২৬ ফেব্রুয়ারীতে মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতি প্রশ্নে

www.amarboi.org

অনুষ্ঠিত প্রথম ইসলামী আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মক্কায় ইসলামী সম্মেলন।

কখন থেকে ইসলামী বীমার অনুশীলন শুরু হয়েছে, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু জানা না গেলেও বর্তমানে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এটুকু বলা যায়, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সময়কালের আগে থেকেই কোন না কোন ধরনের বীমা জাতীয় লেনদেন চালু ছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ধীরে ধীরে এর পদ্ধতি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা বিকশিত হয়।

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার ধারণা, অর্থ এবং শরীয়ত সম্মত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রখ্যাত হানাফী মুফতী ইবনে আবেদীন (১৭৮৪-১৮৩৬) প্রথমবারের মতো তার "রাদ্দুল মুখতার"- কিতাবে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেন। আরেজন হানাফি মুফতি ইবনে আবেদীনের ধারণা গ্রহণ করেন, মুফতি মোহাম্মদ আব্দুহও সাধারণভাবে বীমা ব্যবস্থার বৈধতার ব্যাপারে সম্মত হন। ১৯০৬ সালে মিসরের মুফতি শেখ মোহাম্মদ বাকি ও ইবনে আবেদীনের প্রণীত বীমা ধারণাকে গ্রহণ করেন।

বীমা ব্যবস্থার বৈধতাকে সমুন্নত রাখা এবং অপরিহার্য কার্যপ্রণালী এবং তার সমাধান সংক্রান্ত মতামত দিয়েছেন, ১৯৮২ সালে আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল-মাহমুদ "আহকাম উকুদত তামীম ওয়া মাকানিহা মিন শারিয়াতি" নামে বীমার উপর একটি পুস্তক রচনা করেন। ১৯৮৯ সালে "তামীম মিনাল খাতর ওয়াল ইবাদাত" নামের গ্রন্থটি রচনা করেন মুস্তফা আহমেদ জারকা। ১৯৬৯ সারে ডঃ নেজাতুল্লাহ সিদ্দীকি ১৯৮৫ সালে "ইন্স্যুরেন্স ইন এন ইসলামকি ইকোনোমি" পুস্তক রচনা করেন। অধ্যাপক শামির ম্যানকাবাডি লেখেন "দি কনসেপ্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ইন্স্যুরেন্স ইন ইসলামিক কান্ট্রিস", ১৯৬৯ সালে "ইসলামিক কালচার" পুস্তকটি প্রকাশ করেন। এ সকল প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদের লেখা এসব রচনাবলী বীমা ব্যবস্থার বৈধতা এবং সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে তার বাস্ত বায়নের রাস্তা প্রশস্থ করেছে।

যারা বীমা ব্যবস্থার ধারণার বিরোধিতা করেননি, যেমন মোহাম্মদ মুসা, আহমেদ ইব্রাহিম, শেখ শওকত আলী, খান মোহাম্মদ ইউছুফ মুসা,

www.amarboi.org

আহমেদ তাহা সানুসি, আব্দুর রহমান ইসা, আলী খালিফ, মুস্তফা জারকা, ডঃ নেজাতুল্লাহ সিদ্দীকী। সমসাময়িক আরো কিছু আলেম বীমা ব্যবস্থার বৈধতার ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্যে পৌছেন। আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমী গত শতাব্দীতে এ ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণা করে তাকাফুল পদ্ধতির বৈধতার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করেছে।

এ সময় ফকিহ্ হানাফী ইবনে আবিদীন (১৭৮৪-১৮৩৬) প্রথম ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে বীমা ব্যবস্থার অর্থ, ধারণা এবং আইনগত বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান বিশ্বে অনেক বীমা কোম্পানী ইসলামী মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।[১]

ইসলামী বীমার ধারণাগত এ দিক ও সময়কালকে আমরা ৭টি ভাগে বিন্যস্ত করতে পারিঃ

১. গোত্রীয় প্রথা অনুসারে আল-আকিলা মতবাদের অনুশীলন ঃ বীমা ব্যবস্থার অনুশীলনের সূত্রপাত হয়েছে, প্রাচীন আরবের সামাজিক ও গোত্রীয় ঐতিহ্য থেকে। আরব গোত্রগুলোর মধ্যে প্রথা ছিল যে কোন গোত্রের কোন সদস্য, ভিন্ন কোন গোত্রের কোন সদস্যের হাতে নিহত হলে, হত্যাকারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিহতের উত্তরাধিকারীকে রক্ত-মূল্য পরিশোধ করতে হতো। আরব পরিভাষায় হত্যাকারীর যেসব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হত্যাকারীর পক্ষ থেকে রক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হতো, তাদের 'আকিলা' বলা হতো। ডঃ মোহাম্মদ মোহসিন খানের মতে 'আকিলা' অর্থ "আসাবা" যা দিয়ে হত্যাকারীর পৈত্রিক আত্মীয়দের বুঝায়, তাই প্রাচীন আরব গোত্রগুলোর মধ্যে প্রচলিত "আকিলা" মতবাদের মূল ধারণা হলো, সেসব গোত্রের প্রত্যেক সদস্যই নিহতের উত্তরাধিকারীকে ক্ষতিপূরণের জন্য হত্যাকারীর পক্ষ থেকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকা। এ ধরনের আর্থিক চাঁদার নাম 'রক্তমূল্য' (Blook wite বা Blood Money)। নিহতের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু বিপরীতে তার উত্তরাধিকারীকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়ার জন্য প্রাচীন আরবগণ ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত থাকতো।

---

১. ড. মাসুম বিল্লাহ (ওয়েব সাইট দ্র.) ২০০৫.

www.amarboi.org

২. মহানবীর (সঃ) অনুসৃত নীতি ঃ মহানবী (স.) -এর আমলে বীমা ব্যবস্থার উন্নয়নে দু'টি নজির পাওয়া যায়;

(ক) প্রাচীন আরবের 'আকিলা' প্রথাকে গ্রহণ। মহানবী (স.) নিজে প্রাচীন আরব গোত্রগুলোতে প্রচলিত 'আকিলা' মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। মহানবীর (স.) বেশ কিছু হাদীস থেকে এটা প্রমাণ করা যায়।

আবু হোরাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন- একবার এক ঘটনায় মহানবী (স.) নিম্নলিখিত রায় দেন, একবার হুজাইল গোত্রের দু'মহিলার ঝগড়ার সময় একজনের পাথরের আঘাতে অপর মহলিা এবং তার গর্ভের শিশুটি নিহত হয়। নিহতের উত্তরাধীকারীরা মহানবীর (স.) দরবারে বিচার প্রার্থী হয়। তিনি রায় দিলেন: গর্ভস্থ শিশুর জন্য একটি ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী এবং নিহত মহিলা ''রক্তমূল্য' ঘাতকের 'আকিলা' কে প্রদান করতে হবে।

(খ) ৬২২ সালে মদীনার প্রথম সংবিধানে প্রাসঙ্গিক আইন প্রণীত হয়। মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরতের পরপরই ৬২৪ সালে মহানবী (স.) প্রণীত মুসলিম বিশ্বের প্রথম সংবিধানে মদীনায় জনগণের (অর্থাৎ মুহাজিরীন, আনসার, ইহুদী ও খৃষ্টান) মাঝে তিনটি ধারায় এক ধরনের সামাজিক বীমার প্রবর্তন করেছিলেন, যা নিম্নরূপ ছিল:

প্রথমত ঃ দিয়াতের অনুশীলনের মাধ্যমে ঃ ঘাতককে বিশাল বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য নিহতদের উত্তরাধিকারকে "দিয়াত" যা রক্তমূল্য পরিশোধ করবে আকিলা (অর্থাৎ হত্যাকারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন)। মহানবী (স.) উল্লিখিত মদীনা সনদের মাধ্যমে বাতিল করে দিলেন, একইভাবে সেই সময় মদীনায় বসবাসকারী বনু আউফ, বনু হারিস এবং অন্যান্য গোত্রগুলো "আকিলা" প্রথা অনুসারে যৌথ সহযোগিতায় রক্তমূল্য পরিশোধে বাধ্য করেন।

দ্বিতীয় ঃ মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে ঃ মহানবী (স.) বন্দীদের মুক্ত করার জন্য প্রথম সংবিধানে একটি বিধান প্রণয়ন করেন। এতে বলা হয় যুদ্ধের সময় শত্রুর হাতে কেউ বন্দী হলে, বন্দীর 'আকিলা' তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণের জন্য চাঁদা দেবে। এ ধরনের চাঁদাকে এক ধরনের সামাজিক বীমা হিসেবে অভিহিত করা যায়। মহানবী (স.) নির্দেশ দেন, কুরাইশ মুহাজিররা দায়ী থাকবে মুক্তিপণ আদায়ের

www.amarboi.org

মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য, যাতে কল্যাণকর ও ন্যায়বিচারের নীতি অনুযায়ী ঈমানদারদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়তঃ যৌথ উদ্যোগ ঃ এছাড়া বিধানটি সেই সময় মদীনায় বসবাসরত বনু হারিস, বনু নাজ্জার, বনু জুলহাম এবং অন্যান্য গোত্রের মধ্যেও প্রযোজ্য হয়। এই প্রথম সংবিধানে উল্লেখ ছিল অভাবী, অসুস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য সমাজ পারস্পরিক সমঝোতামূলক একটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩. সাহাবায়ে কিরামের কর্মপন্থা ঃ দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রাঃ)-এর আমলে বীমাভিত্তিক লেনদেনের আরো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে 'আকিলা' ব্যবস্থা অনুসরণে হযরত ওমর (রাঃ) বিভিন্ন এলাকায় মুজাহিদদের 'দিওয়ান' প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 'দিওয়ানে' যাদের নাম রেকর্ড থাকতো তারা তাদের নিজ গোত্রের হত্যাকারীর রক্তমূল্য পরিশোধের জন্য একে অন্যকে সাহায্যের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করতো। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার আমলে 'আকিলা' মতবাদের প্রয়োগ আরো বিকশিত হয়েছিল।

৪. চতুর্দশ-সপ্তদশ শতাব্দীতে অগ্রগতি ঃ এ সময়কালে 'কাজিরুনিয়া' নামক পন্থা বিশেষ করে মালাবার ও চীনের বন্দর নগরীগুলোতে সামুদ্রিক ভ্রমনকালে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো, যা বীমা কোম্পানী হিসেবে কাজ করতো। তারা ছিল আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে শাহারিয়ার (৯৬৩-১০৩৫ খৃঃ আনুমানিক) মাজারের সাথে সম্পৃক্ত। তার দোয়ার বদৌলতে সমুদ্র যাত্রার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে ধারণা করতো।

৫. উনিশ শতাব্দীতে অগ্রগতিঃ উনবিংশ শতাব্দীতে মুফতিয়ে হানাফি ইবনে আবেদীন (১৭৮৪-১৮৩৬) সর্বপ্রথম বীমার ধারণা এবং এর বৈধতা নিয়া আলোচনা করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি বীমা কে প্রথাগত ঐতিহ্যে না রেখে একে আইনগত কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করেন। বীমা ব্যবস্থাকে বৈধ বিধানে রূপ দেয়া সংক্রান্ত ইবনে আবেদীনের বক্তব্য দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে এত দিন যারা বীমা ব্যবস্থার বৈধতা স্বীকার করতো না, তারা এখন নতুন করে ভাবতে শুরু করলো, অনেক মুসলমানই বীমা

www.amarboi.org

ব্যবসায় অন্তর্ভুক্তির ধারণা গ্রহণে সক্রিয় হলেন। দার্শনিক মূলার ধারণা করেন, মুসলমানরা শুধুমাত্র বিদেশী কোম্পানীগুলো থেকে ক্রয়ের মাধ্যমেই বীমা ব্যসায় জড়িত হয়নি, বরং নিজেরাও বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের বীমাকারকে পরিণত করেছে।

৬. বিংশ শতাব্দীতে অগ্রগতি ঃ বিংশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত মুফতি মোহাম্মদ আবদুহ দু'টি ফতোয়া জারী করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, বীমা লেনদেন "আল-মুদারাক" আর্থিক পদ্ধতির লেনদেনের অনুরূপ। অন্যদিকে বৃত্তিদান বা জীবন বীমার মতো লেনদেনও বৈধ। বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোতে শরীয়াহভিত্তিক বীমা ব্যবস্থার ক্রমাগত বিকাশ ও অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক। অবশ্য বর্তমানে সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ সংক্রান্ত আরো অনেক ক্ষেত্রে বিকশিত করতে হবে। বলা যেতে পারে, শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায় কিছু উপাদান বিদ্যমান থাকায় প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুসলমানরা অংশ নিতে পারছে না, তাই এখন বর্তমানে ইসলামী চিন্তাবিদদের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে নতুন কিছু প্রবর্তন করা এবং যাতে মুসলিম উম্মাহ যে কোন ধরনের ফুঁকি ও দুর্যোগ থেকে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

৭. ইসলামী বীমা ও বর্তমান অবস্থা ঃ একথা আজকে সচেতন মহলের জানা যে, একবিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষ গ্রহণ করছে। পশ্চিমা বিশ্ব এর জন্য রীতিমত দৌড়ঝাপ শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেতো বটেই অমুসলিম দেশগুলোতেও ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেখানে আগ্রহ সহকারে অমুসলিমগণ তাতে অংশ নিচ্ছে। অবস্থা পর্যালোচনা করে বিশ্বের নামী দামী ইসলামী স্কলারগণ গবেষণার মাধ্যমে নতুন পন্থা বের করে সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধিতে তৎপর রয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তা আরও গতিশীল হবে।

www.amarboi.org

আদী কোনটি?
প্রচলিত বীমা না ইসলামী বীমা

অনেকেই ধারণা করেন যে, প্রচলিত বীমা পুরাতন আর ইসলামী বীমার ধারণা নতুন। আমরা যে, আলোচনা ইতোপূর্বে করলাম তাতে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে, ইসলামী বীমা প্রাচীন না প্রচলিত বীমা প্রাচীন। প্রচলিত বীমা শুরু হয় ১৪০০ শতাব্দীর দিকে আর ইসলামী বীমার ধারনা পাওয়া যায় রাসূল (স.) এর সময়কাল থেকে। অনেকে আবার বলতে চান যে, রাসূলের সময়কালে আধুনিক বীমার মত কার্যক্রম চালু ছিল না। এর জবাবে বলা যায় যে, প্রচলিত বীমায়ও -১৪০০-১৭০০ শতাব্দীর যে সব তথ্য উপাত্ত পেশ করা হয় সেগুলোও আধুনিক বীমার মত ছিল না। সেগুলো আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচার এক প্রকার ব্যবস্থা ছিল। আমরা যদি মুসলিম শাসনামলগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করি, খৃস্টীয় অষ্টম নবম ও দশম শতাব্দীর মুসলিম সভ্যতা ও ঐতিহ্যের যে ধারণা ইতিহাসে পাওয়া যায় তা গবেষণা করার জন্য উপাত্ত যোগাড় করে দেয়। স্পেন সভ্যতায় কর্ভোভা মসজিদে সন্ধায় নামাজের সময় একত্রে ২০০০ তেলের বাতি জালানো হতো। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা যায়, সেখানে মুসল্লীর সংখ্যা কত হতে পারে? যে সভ্যতায় মসজিদের অবস্থা এমন ছিল, সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কত জোরদার ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুসলিম শাসনের পতনের ইতিহাসে এর প্রমাণ রয়েছে যে, মুসলমানদের আর্থিক লেন দেনের জন্য, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, রাজস্ব ও উন্নয়নের জন্য, আর্থিক ক্ষতি লাঘবের জন্য, বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। বিজাতীয় ইসলামের বিবোধীরা মুসলিম সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য মুসলিম মণীষীদের হত্যা করে তাদের দলীল দস্তাবেজ ধ্বংস করে ফেলে। মুসলমানদের বিপরীতে সুদ ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটানো হয়। সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এই কাজটি করা হয়। সেজন্য বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রচলিত বীমার চাইতে অনেক পুরাতন।

www.amarboi.org

ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী বীমা

ইসলামী বীমা অবশ্যই প্রচলিত বীমা থেকে ভিন্নতর। কারণ ইসলামী বীমা পলিসি লভ্যাংশ বণ্টনের "আল মুদারাবা" স্কীমভিত্তিক পরিচালিত এবং তা অবশ্যই শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ উপাদানসমূহ থেকে মুক্ত থাকবে।

যেমন :

১. বীমা চুক্তি একতরফাভাবে বীমাকারকের বাধ্যবাধকতা থাকে, পলিসিতে উল্লিখিত ক্ষতির বিপরীতে বীমাকারক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধা থাকবে, অন্যদিকে বীমাগ্রহীতা যদি প্রিমিয়াম প্রদান অব্যাহত না রাখতে চান, তবে তাকে তা না করা থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করা যায় না। পলিসি অনুযায়ী সুবিধা দাবী করতে হলে প্রিমিয়াম প্রদান অব্যাহত রাখা জরুরী। এটা শরীয়াতের সূত্র 'যখন শর্ত ভঙ্গ হবে তখন শর্তাধীনে লিখিত কার্যাদীও বাতিল বলে গণ্য হবে' দ্বারা সাব্যস্ত।

২. বীমা নীতির ইসলামী মডেল আল্লাহ্ পাক ঘোষিত পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে হবে ঃ 'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যকে সাহায্য কর'। (বাকারা)

৩. শরীয়াহভিত্তিক বীমানীতিতে সুদের (বিরা) কোন অনৈতিক উপাদান থাকবে না। তবে তা 'আল-মুদারাবা'র লাভ-লোকসান বণ্টন অর্থনৈতিক পদ্ধতির ভিত্তিতে হবে, অন্যদিকে বীমাগ্রাহক তার প্রিমিয়াম প্রদান করবে বীমাকারক (বীমা কোম্পানী), যিনি জমাকৃত অর্থ দিয়ে কোন ব্যবসা পরিচালনা করবেন।

৪. জীবন বীমা পলিসির ইসলামী মডেলে, নমিনীগণ নিরঙ্কুশভাবে উপকৃত হয়। তবে একটি ট্রাস্ট্রির দায়িত্ব থাকবে পলিসির সুবিধাসমূহ গ্রহণ করা এবং মিরাস ও ওয়াসিয়াতের ভিত্তিতে মৃতের বৈধ উত্তরাধিকারীদের মাঝে তা বণ্টন করে দেয়া।

www.amarboi.org

৫. বীমা লেনদেনে কোম্পানীর পক্ষে একজন এজেন্ট কাজ করে। কোম্পানী পরিচালিত ব্যবসায় লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ এজেন্টকে বেতন হিসেবে দিতে হবে। এজেন্টকে বীমা গ্রাহকের প্রিমিয়াম থেকে বেতন দেয়া যাবে না।

৬. জীবন বীমা পলিসির ম্যাচুরিটির আগেই যদি বীমা গ্রাহক ইন্তেকাল করে তবে বেনিফিশিয়ারীগণ পলিসির মোট দেয় প্রিমিয়াম, লাভের অংশ এবং দেয় প্রিমিয়ামের উপর ডিভিডেন্ট (সব কিছুই হবে আল-মুদারাবা আর্থিক পদ্ধতির ভিত্তিতে) পাওয়ার দাবী করতে পারে। সেই সাথে বেনিফিশিয়ারী দেয় আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় কোম্পানীর দাতব্য তহবিল থেকেও সুবিধা পেতে পারেন। কিন্তু বীমা গ্রাহক যদি পলিসি ম্যাচুরিটি পর্যন্ত জীবিত থাকেন, তবে তিনি চুক্তি অনুযায়ী মোট দেয় প্রিমিয়াম, লাভের অংশ এবং সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

৭. সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে, বীমাকারক ও বীমা গ্রহীতা উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা হতে হবে যে, বীমা গ্রহীতা প্রিমিয়ামের যে অর্থ দেবে তা তাবাররু (দান বা চাঁদা) নীতির ভিত্তিতে দান হিসেবে গৃহীত হবে, ফলে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষতি না হলে বীমা গ্রহীতা প্রিমিয়াম ফেরতের দাবী করতে পারবে না। কারো কারো মতে, লভ্যাংশ অংশীদারীত্ব নীতিতে বণ্টন করতে হবে। অবশ্য যদি পলিসির মেয়াদকালে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়, তবে বীমা গ্রাহক অবশ্যই চুক্তি অনুযায়ী উল্লিখিত ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে।

৮. যে ব্যক্তি পলিসির উপর বেনিফিট দাবী করবে এখানে তার আইনগত (শরীয়াহ) অধিকার থাকতে হবে।

৯. বীমা পলিসিতে সম্পৃক্ত পক্ষগুলোকে চুক্তি করার মতো আইনগত ক্ষমতা (শরীয়াহসম্মত) অবশ্যই থাকতে হবে।

ইসলামী বীমা চুক্তি

সাধারণভাবে ইসলামী বীমা পলিসির পরিসীমা ব্যাপক এবং নমনীয়। এ ধরনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও নমনীয়তা অন্যান্য অনেক কিছুর মতো সমাজে সাবলীল জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য, যা নিম্নলিখিত আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল কুরআনের ভাষায় "হে পরওয়ারদেগার!

www.amarboi.org

আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর" (আল ইমরান) আল্লাহ্ পাক অবৈধ পন্থায় সম্পদ ও লাভ বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না কেবল মাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। (আল ইমরান)

বীমা পলিসিতে শরীয়াহ কর্তৃক আরোপিত সীমাবদ্ধগুলো হচ্ছে-

ক. একটি বীমা চুক্তিতে বীমা কোম্পানীর সংগঠনে তার বিনিয়োগ তৎপরতা বা অন্য কোন ধরনের তৎপরতায় 'সুদের' বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না। ইসলামে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এই কারণ ছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছুর মতো, এটা ব্যক্তি পর্যায়ে স্বার্থপরতা, কৃপনতা, লোভ ও পরশ্রীকাতরতার সৃষ্টি করে এবং 'সুদী' প্রতিষ্ঠান দুর্দশাগ্রস্ত ও অস্থিতিশীল সমাজের সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ পাক ঈমানদারকে তাদের লেনদেনে 'সুদের' সম্পৃক্ততার বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না"। (বাকারা)

খ. বীমা ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হারের লাভের নীতির বিকল্প হিসেবে আল-মুদারাবা আর্থিক পদ্ধতির মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

গ. জীবন বীমা পলিসির ক্ষেত্রে নমিনি প্রচলিত ব্যবস্থার মতো নিরঙ্কুশ বেনিফিশিয়ারী হবে না। নমিনিগণ শুধুমাত্র ট্রাস্টি হবেন, তারা পলিসির বেনিফিটসমূহ গ্রহণ করবেন এবং 'আল মিরাস' ও 'আল ওয়াসিয়াত' মূলনীতি অনুযায়ী মৃতের (বীমা গ্রাহক) বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে বাধ্য ওয়াসিয়াত' মূলনীতি অনুযায়ী মৃতের (বীমাগ্রাহক) বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিতে বাধ্য থাকবেন।

ঘ. কোন বীমা চুক্তি শুধুমাত্র তখনই প্রয়োগযোগ্য থাকবে যদি তা শরীয়াতের কোন মূলনীতির সাথে কোন ধরনের সংঘর্ষিক না হয়। মালয়েশিয়ান তাকাফুল এ্যাক্ট ১৯৮৪-তে এটি পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে ঃ 'তাকাফুল ব্যবসা মানে এম একটি ব্যবসা, যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমে শরীয়তের অনুমোদনহীন কোন উপাদান থাকতে পারবে না।'[১]

১. মালয়েশিয়ান ইসলামী বীমা এ্যাক্ট, ১৯৮৪,

www.amarboi.org

ঙ. সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন বীমা পলিসি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে। এই সাধারণ নীতির বাইরে শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকতে পারে।

১. ১৮ বছরের কম বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি। ১৮ বছর বয়সের কোন ব্যক্তি কোন তাকাফুল চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম নয়।

২. যে ব্যক্তি পাগল বা অসুস্থ (Physical Unfit), সেও বীমা চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না।

৩. বীমাযোগ্য স্বার্থ বলবৎ থাকতে হবে।

৪. চুক্তিটি পরিস্কার ভাষায় লিখিত ও স্বাক্ষরিত থাকতে হবে যাতে কোন পক্ষই কোনরূপ প্রতারণার আশ্রয় নিতে পা পারে।

চ. কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামী বীমা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের একটি পারস্পরিক লেনদেনের চুক্তি, তাই কোন বীমা পলিসির উভয় পক্ষের মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগতিা, যেখানে বীমা গ্রাহক পুরো মেয়াদকালে প্রিমিয়াম দিতে থাকে, এর মাধ্যমে বীমা গ্রহীতার অপ্রত্যাশিত কোন বস্তুগত ঝুঁকি, বিপদ কিংবা ক্ষতি থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেবে।

ছ. বীমার চুক্তির কোন পক্ষ যদি পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে লাভ করার মতলব আঁটে তবে লেনদেনটি নৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে বেআইনী হযে যাবে। তাই উভয়পক্ষকেই তাদের অন্তরে পবিত্র কোরআনের বর্ণিত পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি অনুসরণের লক্ষ্যে তাকওয়া ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করতে হবে।

জ. বীমার মৌলিক বিষয়গুলো শরীয়তের আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করবে এবং কোন কিছুই পরীক্ষাহীনভাবে রাখা যাবে না। আইনসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত হয় তা নিশ্চিত করার জন্যই এই বিজ্ঞচিত পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ বীমা ব্যবসাকে আমানত বা ট্রাস্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে বীমাকারী বীমা গ্রাহককে ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি, ঝুঁকি কিংবা বিপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেন। এ প্রসঙ্গে নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী বলেনঃ

www.amarboi.org

"জীবন, অঙ্গহানি বা স্বাস্থ্য ঝুঁকিগ্রস্ত সকল বীমার ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে হতে হবে অর্থ ও সম্পত্তির ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত বীমার রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত। সকল ধরনের বীমা অনুশীলন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত।[১]

ইসলামী বীমার বৈশিষ্ট এবং সাধারণ উপাত্ত সমূহ :

ইসলামী মূল্যবোধের আওতায় বীমা ব্যবস্থা কিছু সুনির্দিষ্ট মৌলিক বৈশিষ্টপূর্ণ হয়। এসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রধানত ঃ ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

১. সততা (ইখলাস)

প্রতিটি লেনদেন এবং চুক্তি আল্লাহ্ পাকের কাছে থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশায় সততা ও পবিত্রতার মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে"। (কুরআন)

ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সঃ) বলেন, নিয়তের উপর কর্মফল নির্ভর করে এবং তাই যে ব্যক্তি যে রকম নিয়ত করে সে সেরকম ফল পায়। (বুখারী)

অধিকন্তু, বীমা চুক্তির পক্ষগুলোকে অবশ্যই সততার উপর থাকতে হবে, যাতে লাভ নয় বরং একজনকে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি ও লোকসান থেকে উদ্ধারের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা, সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মূলনীতির ভিত্তিতে লেনদেন করতে বাধ্য থাকতে হবে।

বীমাকারক ক্ষতি বা লোকসান থেকে বীমা গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দেয়ার দায়িত্বগ্রহণ করে যদিও সে (বীমাকারক) চুড়ান্ত নিরাপত্তা দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কারণ আল্লাহ'ই একমাত্র সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্বে নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বলেন ঃ নভোমণ্ডল ও ভূমলণ্ডলের রাজত্ব তারই। তিনি জীবন দান করনে ও মৃত্যু ঘটান- তিনি সব কিছু করতে সক্ষম। (আল কুরআন)

১. ইসলামী বীমা, ডঃ নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ইফা বাংলাদেশ ২০০২

www.amarboi.org

২. শরীয়াহ'র নীতিমালা

ইসলামী বিধান অনুযায়ী কোন বীমা ব্যবসা বৈধ হবে না, যদি তার কোন কাজ শরীয়তের কোন নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাই কোন বীমা চুক্তির বৈধতার পূর্ব শর্ত হবে, তার কোন বিষয়ই শরীয়তের কোন ধারার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। আল্লাহ পাক বলেন, "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (আল ইমরান)

৩. নৈতিক গুণাবলী

কোন বীমা চুক্তি ও ব্যবস্থায় অবশ্য নৈতিক দায়-দায়িত্ব থাকবে। এ ধরনের নৈতিক দায়-দায়িত্ব ও মূল্যবোধ নিম্নেবর্ণিত হয়েছেঃ

ক. ইসলামী বীমা চুক্তি অনযায়ী পক্ষগুলো সর্বাত্মকভাবে আন্তরিক বিশ্বাস, সততা, অকপটতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার নীতিমালার অনুসরণ করবে। পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টি উল্লেখ আছে ঃ "তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না"। (আল ইমরান)

খ. বীম চুক্তির সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো কিছু পাওয়ার জন্য লোভী না হয়ে বরং অপ্রত্যাশিত কোন দুর্যোগ বা ক্ষতি থেকে কাউকে রক্ষার লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতির ভিত্তিতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে।

৪. সুবিধা, স্বার্থ ও উপাদানসমূহ

লেনদেনে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো থাকতে হবে; যেমন।

ক. চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর আইনগত সামর্থ্য;

খ. বীমারকণ ব্যবস্থার আইনগত গ্রহণযোগ্যতা;

গ. ক্ষতিপূরণ ধারা ঃ চুক্তিবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষতির জন্য বীমা গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ দিতে বীমাকারীকে অবশ্যই বাধ্য থাকবে;

ঘ. চুক্তি অনুযায়ী বীমা গ্রাহককে প্রিমিয়ামের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে;

ঙ. উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি উপস্থিতি থাকতে হবে।

চ. প্রস্তাব ও গ্রহণযোগ্যতা বীমাকারক ও বীমাগ্রহীতার আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করবেন।

www.amarboi.org

ছ. চুক্তিবদ্ধ পলিসির মেয়াদের সময়সীমার কথাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

৫. অনুসরণীয় নীতি

সুদ (রিবা) ভিত্তিক নীতিমালায় পরিচালিত হবে না বরং তা হবে আল-মুদারাবা আর্থিক পদ্ধতি অনুসারে, যেখানে উভয় পক্ষ দেয় প্রিমিয়াম ও কোম্পানীর পলিসির লাভ ও ডিভিডেন্ট ভাগ করে নেয়।

৬. জ্ঞান ও বিবেকসিদ্ধ উপাদান

ইসলামী জীবন বীমা পলিসি বস্তুগত লাভের কোন ইঙ্গিতবাহী নয় কিংবা কারো জীবন, মৃত্যু অথবা ভাগ্যের ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা বুঝায় না। বরং এর লক্ষ্য হলো অপ্রত্যাশিত ক্ষতি, লোকসান কিংবা দুর্দশার বিপরীতে বস্তুগত সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন। তাই তাকাফুলের উদ্দেশ্য আমরা এভাবে বলতে পারি ঃ একটি বীমা পলিসি নির্দিষ্ট কিছু অসহায় লোককে ভবিষ্যতের বস্তুগত ঝুঁকি থেকে উদ্ধার করবে, যা সেই সব লোককে কঠিন অবস্থায় নিয়ে যেতে পারতো। মহানবী (সঃ) মানুষের কষ্ট দূর করতে এগিয়ে আসার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সঃ) বলেন, যে কোন ব্যক্তি ঈমানদারের জাগতিক কষ্ট দূর করতে এগিয়ে আসার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সঃ) বলেন, যে কোন ব্যক্তি ঈমানদারের জাগতিক কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহপাক তাকে আখেরাতের একটি কষ্ট দূর করে দেবেন, যে কোন অভাবী লোকের অভাব মোচন করে দেবে। আল্লাহপাক এই দুনিয়া এবং আখেরাতে তাকে নাজাত দেবেন।

বীমা পলিসির মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্ব বোধের চেতনা সেই সাথে সংগতির প্রকাশের মাধ্যমে অগ্রগতি নিশ্চিত করা যায়। এ ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে অবশ্যই ভ্রাতৃত্ববোধ মজবুত করে এবং অর্থনেতিক অগ্রগতি ও স্বনির্ভরতা এনে দেয়। এখানে আল্লাহপাক পারস্পরিক সাহায্যের অনুশীলনের কথা বলেছেন।

www.amarboi.org

বীমা পলিসি আত্মনির্ভরশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। এ ধরনের একটি বীমাপলিসি বীমা গ্রাহককে অপ্রত্যাশিত বিপদ, ক্ষতি বা লোকসান থেকে বস্তুগতভাবে রক্ষা করে। বস্তুগত নিরাপত্তার ফলে বীমা গ্রাহককে কঠিন পরিস্থিতিতে অন্যদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্পাক সব সময়ই জীবনকে সহজ ও স্বস্তিদায়ক করতে চান। বীমা পলিসি হবে আল-মুদারাবা অর্থনৈতিক পদ্ধতির মূলনীতিভিত্তিক যেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ পাবে।

জীবন বীমা পলিসির ক্ষেত্রে অনেক আলেমগণ প্রায়ই ভুল বুঝে বলে থাকেন, এই লেনদেনের মাধ্যমে কারো জীবন ও ভাগ্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। এ ধরনের ভুল ধারণা অবশ্যই ভিত্তিহীন। কারণ জীবন বীমা পলিসি এমন একটি ব্যবস্থা যার লক্ষ্য থাকে, কারো মৃত্যু (পলিসি হোল্ডার বা বীমা গ্রাহক) হলে তার অসহায় পোষ্যদের বস্তুগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের মঙ্গল করা। আমির বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণিত, মহানবী (সঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাও, যাতে তারা অন্যের সাহায্য প্রার্থনা না করে।

জীবন বীমা পলিসি মৃতের (বীমা গ্রাহক) বিধবা স্ত্রী এবং অন্য পোষ্যদের ভবিষ্যতের বস্তুগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। মহানবী (সঃ) বাস্তব প্রয়োজনেই সমাজের বিধবা ও দরিদ্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে-

"সাফওয়ান বিন সালিম (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী (সঃ) বলেছেন; যে ব্যক্তি বিধবা এবং দরিদ্র ব্যক্তির জন্য কাজ করে ও দেখাশুনা করে, সে আল্লাহ'র পথে জিহাদকারী মুজাহিদ। কিংবা যে ব্যক্তি দিনে রোজা রাখে এবং সারা রাত ইবাদত করে তার মতো।"

জীবন বীমা পলিসি অন্যদের মতো এতিমদের ও ভবিষ্যতের বস্তুগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় এবং এটা মহানবী (সঃ) -এর একটি হাদীসের দ্বারাও প্রমাণিত। তিনি মানুষদের আখেরাতে আরো বড় পুরস্কারের জন্য এতিমদের নিরাপত্তা দেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। "সহল বিন সা'দ (রাঃ)

www.amarboi.org

হতে বর্ণিত, মহানবী (সঃ) বলেন- আমি এবং সেই ব্যক্তি যে এতিমদের দেখাশুনা করে এবং তাদের নিরাপত্তা দেয়, সে বেহেশতে এইভাবে থাকবো (দুই আংগুল প্রদর্শন করে দেখিয়েছেন)।

বীমা পলিসিতে তার নিজস্ব বাস্তবতা আছে, এই অর্থে যে, বীমা গ্রহীতা অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি থেকে সাধারণভাবে নিরাপদ থাকে এবং এর ফলে সামজের অনেক ব্যক্তি ভবিষ্যতের যে কোন ক্ষতি বা লোকসানের ভয় থেকে মুক্ত থেকে আইনসম্মত যে কোন লেনদেনে সম্পৃক্ত হতে বিব্রত করে না। আল্লাহপাক সব সময়ই যে কোন বৈধ ব্যবসায় সম্পৃক্ত হতে মানুষদের উৎসাহিত করে, তিনি বলেন, আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন *(আল কুরআন)*।

ইসলামী বীমার উৎসসমূহ

একটি বীমা পলিসি বৈধ থাকবে তার কোন অংশই শরীয়তের নীতিমালা লংঘন না করে। তাই ইসলামী বীমা পলিসির প্রতিটি উৎসই পুরোপুরি শরীয়া'র বিধানের ভিত্তিতে হতে হবে। এই অংশে ইসলামী বীমার উৎসসমুহ আলোকপাত করা হবে।

১. সাধারণ উৎস

ইসলামী আইনের সাধারণ উৎসসমূহ কোরআন ও হাদীস বা মহানবীর (সঃ) সুন্নাহ'র মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। এদু'টি ইসলামী আইনের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত। ইসলামী আইনের অন্যান্য গৌণ উৎস বস্তুত এ দু'টি মৌল উৎসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

ইসলামী আইনের আওতায় বীমার মৌলিক উৎসসমূহ পবিত্র কোরআন এবং হাদীস বা মহানবীর (সঃ) সুন্নাহ'র উপর বহাল থাকবে এবং সেই সাথে অন্যান্য গৌণ উৎস উপরোক্ত দু'টি প্রাথমিক উৎসের সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যশীল হবে। অধ্যাপক আব্দুর রাহমান আদ্-দোহ বলেন, কোরআনের আদেশসমূহ প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আচরণ বিধি। সুন্নাহ হচ্ছে পবিত্র কোরআনের পরিপূরক ও ব্যাখ্যামূলক উৎস। সাধারণভাবে, বীমা চুক্তির উৎসসমূহকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়-

www.amarboi.org

ওহী ভিত্তিক বিধান

পবিত্র কোরআনে বৈধতার বিধান সংক্রান্ত ৫ শত আয়াত রয়েছে, অনেক আয়াত আছে, যা বীমা চুক্তির বৈধতা প্রতিপন্ন করে। মানব জাতির সাফল্যের জন্য পরিষ্কার বর্ণনা এবং দিক নির্দেশনা থাকায় বলা যায়, বীমা চুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনই প্রধান দিক-নির্দেশনার ভূমিকা পালন করছে।

উপরোক্ত নির্দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লংঘন না করা পর্যন্ত বীমা ব্যবস্থা অনুশীলনের জন্য মানব জাতিকে সুযোগ করে দেয়।

সুন্নাহ বা আল হাদীস

পবিত্র কোরআনের পরপরই হাদীস বা মহানবী (সঃ)-এর সুন্নাহ দ্বিতীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত। বীমা ব্যবসা সম্পাদন ও অনুশীলনের যৌক্তিকতা প্রশ্নে বাস্তবিকই এমন অনেক হাদীস বা সুন্নাহ আছে, যা এই ধারণা ও অনুশীলনের বৈধতা ও অনুমোদন করে।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সঃ) এক বেদুইন যে তার উট না বেঁধে আল্লাহ'র উপর ভরসা করেছিল, তাকে বলেন : প্রথমে উট বাঁধো তারপর আল্লাহর উপর ভরসা কর। একটি বীমা পলিসি কোন নির্দিষ্ট ভবিষ্যতে ঝুঁকির সময়ে বস্তুগত সাহায্য দেয়ার লক্ষ্যে প্রণীত।

বীমাব্যবস্থার অন্য অপরিহার্য বিষয়গুলোও সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত হয় যেমন, "আল-আকিলা" নামক প্রাচীন আরব ঐতিহ্য থেকে বীমা ব্যবস্থার সূত্রপাত যা' মহানবী (সঃ) তাঁর সময়কালে অনুমোদন করেছিলেন। অধিকন্তু, মৃতের (বীমা গ্রাহক) সন্তান- সন্ততিদের বস্তুগত নিরাপত্তার লক্ষ্যে আগে ভাগেই ব্যবস্থা করার জন্য প্রণীত জীবন বীমা ব্যবস্থাও উক্ত ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

সাহাবায়ে কিরামের অনুশীলন

'আল-আকিলা' মতবাদ থেকে বীমা ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) আমলের শেষ দিকে তিনি তা পালন করছেন এবং তা পালন করার জন্য নাগরিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

www.amarboi.org

২. সাদৃশ্যমূলক উৎস

বীমা ব্যবস্থার ধারণা ও অনুশীলনের আরো যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার জন্য কিয়াস, ইসতিহসান ও ইজতিসহাবের মতো সাদৃশ্যমূলক উৎস ব্যবহার করা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা পবিত্র কোরআন ও মহানবীর (সঃ) সুন্নাহর পরিপন্থী হয়। তাছাড়া মহানবী (সঃ) নিজেও পরামর্শ দিয়েছেন, পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী না হলে প্রয়োজন বোধে সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার, আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে চক্ষুস্মান ব্যক্তি, শিক্ষা গ্রহণ করো।'

আধুনিক বীমা ব্যবস্থা ও ইসলাম

বীমা ব্যবস্থার আধুনিক রূপটি ঠিক একইভাবে মহানবী (সঃ)-এর সময়ে বিদ্যমান ছিল না। অবশ্য, মানুষের প্রয়োজন এবং মানব জাতির অবস্থান সময় ও যুগের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয়ে আসছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বীমা ব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়োজন হয়, যাতে করে সমাজের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি, লোকসান বা দুর্দশার শিকার লোকদের বস্তুগত নিরাপত্তা দেয়ার একটি পথ বের করা যায় জরুরী ভিত্তিতে। তাই বীমা ব্যবস্থা জনস্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয়, যা ক্ষতিগ্রস্তকে অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি থেকে উদ্ধার করে। মানুষের জন্য বীমা ব্যবস্থার তাৎপর্য হলো অন্য অনেক কিছুর মধ্যে জীবনকে সাবলীল করা, যা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না। *(আল কুরআন)*

ফিকহ্ শাস্ত্র ও ইসলামী বীমা

ফিকহ শাস্ত্রে বীমা ব্যবস্থার পক্ষে রায় রয়েছে। 'ফিকহ আল- সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে বীমা ব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বীমা ব্যবস্থার সাধারণ মূলনীতির ভিত্তি হচ্ছে "আল- আকদ", 'আল- মুদারাবা' "আল-ওয়াকালা, আল-শিরকাহ ইত্যাদি, যা তার পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লামা মুরগিনানির "হেদায়া" গ্রন্থেও অংশীদারীত্ব, "ওয়াকালা" এবং বীমার সাথে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ফিকহ শাস্ত্রের অন্যান্য পুস্তকেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আংশিক বা

www.amarboi.org

পূর্ণভাবে, বীমা ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ) এর আল মাবসুত নামক গ্রন্থেও ইসলামী বীমার আলোচনা রয়েছে।

দেশ-বিদেশের আইন ও বিধান এবং ইসলামী বীমা

সমসাময়িক বিশ্বে এখন শরীয়াহভিত্তিক অনেক বীমা কোম্পানী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মালয়েশিয়া, সূদান, ব্রুনেই, কাতার, সৌদি আরব এবং আরো কিছু দেশ। এসব ইসলামী বীমা কোম্পানী শরীয়ার বিধান অনুযায়ী কাজ করেছে এবং নিজ নিজ দেশের পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়মকানুন দ্বারা অনুমোদিত। এ ব্যাপারে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হলো দি তাকাফুল অ্যাক্ট (মালয়েশিয়া) ১৯৮৪ (অ্যাক্ট নং ৩১২)। মালয়েশিয়ায় ইসলাম ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্লামেন্ট এই বিধান প্রণয়ন করেছে।

শরীয়াহ বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ

শরীয়াহভিত্তিক বীমা কোম্পানীতে "শরীয়াহ উপদেষ্টা বোর্ড" নামে একটি পরিষদ বা বোর্ড থাকে। এই বোর্ড কোন নির্দিষ্ট কোম্পানীর ইসলামী বীমা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে, শরীয়াহর বিধানের সাথে কোম্পানীর সমস্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করে, এবং কিছু কিছু প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে ইসলামী বীমা কোম্পানীকে বিধি বিধানের মধ্যে চলতে বাধ্য করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'মালয়েশিয়ান তাকাফুল অপারেশনকে 'দি তাকাফুল অ্যাক্ট', এর ৮(৫) 'অধ্যায় মতে, একটি 'শরীয়াহ সুপারভাইজরি কাউন্সিল' তত্ত্বাবধান করে ১৯৯৪ সালের ১লা জুলাই প্রণীত সাধারণ তাকাফুল (বীমা) অ্যাক্ট এ ব্যাপার লিখিত নির্দেশনা এবং কার্যপ্রণালী রয়েছে। অধিকন্তু সুদানে একটি 'শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড' আছে, যা অন্য অনেক কিছুর সাথে সে দেশের বীমা ব্যবসা তত্ত্বাবধান করে এবং 'রুলস অব দি শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ড' অনুমোদন করেছে।[১]

১. ড. মাসুম বিল্লাহ, ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা শীর্ষক প্রবন্ধ ২০০১

www.amarboi.org

উপমা ও দৃষ্টান্ত

বীমার আইন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নজিরও অন্যতম উৎস। অনেক সময়, ইসলামী বীমা ব্যবস্থার পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্য থেকে অনেক আলেম অনেক বিষয়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। যেমন, ইবনে আবেদীন যে মতামত দিয়েছেন, তাই পরবর্তীকালে উচ্চ পর্যায়ের মুফতিদের বীমা সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে সরকারী বিভাগ ও বিভিন্ন সংস্থার পরামর্শ দিতে উচ্চ পর্যায়ের মুফতিদের প্রভাবিত করেছে। মুফতি মোহাম্মদ আব্দুহ অনেকবার বলেছেন, বীমা পলিসি ও ব্যবস্থা জায়েজ। নিরপেক্ষ ইসলামী ব্যক্তিদের এসব নজির ছাড়াও বীমা ব্যবস্থা সংক্রান্ত আদালতসমূহের রায় রয়েছে। বীমা আইনের বৈধ উৎস হিসেবে এসব নজিরও বিবেচনা করা যেতে পারে।

ইসলামী বীমা নিয়ে নিরন্তর গবেষণা ও পর্যালোচনা হচ্ছে শুধু তা নয়। ইসলামী বীমার তৎকালীন আরব ধারণা মুহাম্মদ (সঃ) পূর্বেকার নবীদের সময়কালে পাওয়া যায়। সমাজ ব্যবস্থায় কতিপয় রীতিনীতির মধ্যে এর ধারণা পাওয়া যায়। রাসূলের যুগে এবং সাহাবায়ে কিরামের সময়কালে অসংখ্য ঘটনা এই ধারণাকে সমর্থন করে। ফলে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার ইতিহাস থেকে ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় ইতিহাস অনেক প্রাচীন বলে ধারণা করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.amarboi.org

তাকাফুল এর সংজ্ঞা

'তাকাফুল' শব্দের মূল বা আরবী ক্রিয়ামূল শব্দ হলো- 'কাফলুন' যার অর্থ নিরাপত্তা, সিকিউরিটি, গ্যারান্টি, জামিন, জিম্মাদারী ইত্যাদি। ক্রিয়াবাচক কাফফালা-তাকাফফালা- কাফালা অর্থ জিম্মাদার হয়েছিল। কাফিল অর্থ গ্যারান্টার, তাকাফালা অর্থ পরস্পরের গ্যারান্টার হয়েছিল ইত্যাদি।

একটি গ্রুপ বা দলের সদস্যরা একে অপরকে সাহায্য করার অথবা পারস্পরিক জিম্মাদারী নেয়ার কাজকে আরবিতে তাকাফুল বলা হয়। একাধিক ব্যক্তি বা গোত্রের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ও সাহায্য চুক্তিকেও তাকাফুল বলা হয়। পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে হতে পারে তেমনি দৈব দুর্বিপাক, দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও হতে পারে। ইসলামী পরিভাষাগত সাদৃশ্য বজায় রাখার জন্য একে তাকাফুল হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। বাংলায় একেই ইসলামী বীমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ইসলামী বীমা বা তাকাফুলের মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী বা দলের সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং জিম্মাদারী ইসলাম বিরোধী নয় বরং এটা ইহসান বা আমলে সালেহ্ এবং নেক কাজের মধ্যে গণ্য। অকস্মাৎ মৃত্যু, অগ্নিকাণ্ড, চুরি-ডাকাতি, ঝড়, প্লাবন ইত্যাদির মতো দুর্বিপাকে পড়ে মানুষ যখন অসহায় অবস্থা সম্মুখীন হয় তখনই বীমাশিল্পের ন্যায় ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ বীমাকারীর পাশে এসে দাঁড়ায়। ভাল কাজে পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার যে নির্দেশ কুরআনে দেয়া হয়েছে, সে নির্দেশের আলোকেই বীমা ব্যবস্থা 'তাকাফুল' বা ইসলামী বীমার যাত্রা শুরু হয়। যদি একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে অর্থাৎ সম্মানিত গ্রাহকদের মধ্যে কেউ সুনির্দিষ্ট কিছু বিপত্তির (Perils) কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন গোষ্ঠীর সকল সদস্য অনুদান বা চাঁদার ভিত্তিতে গঠিত

www.amarboi.org

তহবিল (Tabarru Fund) হতে ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের যৌথ নিশ্চয়তার ব্যবস্থাকেই 'তাকাফুল' বা ইসলামী বীমা বলে।

মালেশিয়ান তাকাফুল Act 1984 তে তাকাফুলের সংজ্ঞায় হয়েছে-

Takaful means a scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance, which provides for mutual financial aid and assisttance to the participants in case of need whereby the participants mutually agree to contribute for that purpose. 'তাকাফুল মানে হচ্ছে, এটা এমন একটি প্রকল্প ব্যবস্থা যা ভ্রাতৃত্ব সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিচালিত, যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের আর্থিক সহায়তার জন্য সম্মত থাকে।'[১]

ইসলামী অর্থনীতিবিদগণের সংজ্ঞাগুলোও প্রায় এর কাছাকাছি। যেমন বলা হয়েছে Takaful means to take care of ones needs under takaful scheme the Member or the participants in a group agree to jointly guarantee themselves against loss or damage counsel by specified perils.[২]

তাকাফুল মানে হচ্ছে, একজনের প্রয়োজনে অন্যজন শরীক হওয়া। তাকাফুল স্কীমের অধীনে এর সদস্যগণ কিংবা অংশগ্রহণকারীগণ দলবদ্ধভাবে এ কথায় সম্মত হন যে, তাদের নিজেদের যে কোন নির্দিষ্ট দুর্বিপাকে বা দুর্ঘটনায় লোকসান বা ক্ষতির বিপরীতে বিপদ লাঘবের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।

১. তাকাফুল এ্যান্ড মালয়েশিয়া ১৯৮৪

২. কে, এম মুরতাজা আলী, প্রবন্ধ ২০০২

www.amarboi.org

ইসলামী বীমার (Takaful) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইসলামী বীমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেক এবং ব্যাপক। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ।

১. একটি মেয়াদের মধ্যে জমাকৃত অর্থের ফেরত পাওয়াসহ মুনাফা পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা।

২. ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো এবং সঞ্চয়ের ইসলামী বিধান অনুসরণ করা।

৩. পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ঝুঁকির বিপরীতে সহযোগিতা করা এবং লভ্যাংশ বণ্টন নিশ্চিত করা।

৪. দারিদ্র্য দূর করে সাবলম্বীতা অর্জনে সহায়তা করা।

৫. বিপদাপদ, দুর্ঘটনা ও দু:স্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসা।

৬. অংশ গ্রহণকারীদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুন্দর সমাজ গঠন করা।

৭. সমবায় চিন্তা চেতনায় ইসলাহে মোয়াশয়াত বা সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করা।

ইসলামী বীমার এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পর্যালোচনা করে এক কথায় বলা চলে যে, ইসলামী শরী'আহ্ অনুসৃত নীতির আলোকে মানুষের বিপদাপদে সহায়তা করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালে নাজাত পাওয়ার চেষ্টা করা।

www.amarboi.org

ইসলামী বীমা সম্পর্কে কুরআন- হাদীসের নির্দেশনা

সঞ্চয় তথা ইসলামী জীবন বীমার ধারণা কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। সূরায়ে ইউসুফের একটি ঘটনায় আমরা তা জানতে পারি। এরশাদ হচ্ছে,

وقالت الملائكة إني أري سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات . يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.

"বাদশা বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটা-তাজা গাভী-এদের সাতটি নীল গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পরিষদ বর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল। যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক? (সূরা ইউসুফ-৪৩)"

قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

'বলল ঃ তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে, তাছাড়া অবশিষ্ট শস্য রেখে দিবে। এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা তুলে রাখবে। (সূরা ইউসুফ ঃ ৪৭-৪৮)

"শীষ সমেত রেখে দিবে" এ কথাটির অর্থ নিশ্চয়ই পরিষ্কার। তখনকার দিনে আজকের মতো সুন্দর সুন্দর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গোডাউন ছিল না। তাই শীষ সমেত সঞ্চয় করে রেখে দেয়ার পরামর্শ দেয়া

www.amarboi.org

হয়েছে। ফসলগুলো নিশ্চয়ই ধান, যব জাতীয় ফসল যেগুলো সঞ্চয় করে বছর বছর রেখে দিলে কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে না।

সাত বছর ফসল ভালো, হলো প্রচুর সঞ্চয় করে রাখা হলো এবং ঠিক পরবর্তীতে সাত বছর দুর্ভিক্ষ শুরু হলো। শুধু মিশর নয় আশেপাশের অনেক দেশের মানুষকে সাহায্য করা হলো সঞ্চিত ফসল থেকে।

একবার হযরত আলী (রাঃ) কে দিয়াত বা রক্তমূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো- তিনি বললেন,

যে আল্লাহ্ বীজ অংকুরোদগম করে দেন এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আমার কাছে কুরআন ও এ লিপিকায় যা কিছু আছে তাছাড়া আর কিছু নেই।

'ওতে কি লিখিত আছে? জবাবে তিনি বললেন-

রক্তমূল্য ও বন্দীমুক্ত এবং এই কথা যে, কোন কাফিরের হত্যাকারী মুসলমান হলে দণ্ডরূপে তাকে হত্যা করা যাবে না।

রক্তমূল্য এমন একটি দিক নিদের্শনা যা সামাজিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রক্তমূল্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মজিদে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير ورقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن تصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.

এটা কোনো ঈমানদার ব্যক্তির কাজ নয় যে, সে আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, অবশ্য ভুল বশত হলে তা (সম্পূর্ণ) ভিন্ন কথা, যদি কোনো (ঈমানদার) ব্যক্তি আরেকজন ঈমানদার ব্যক্তিকে ভুল করে হত্যা করে, তাহলে (তার বিনিময় হচ্ছে) সে একজন দাসকে মুক্ত করে দেবে এবং (তার সাথে) নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে (প্রদত্ত তার) রক্তের ন্যায়সংঘত মূল্য পরিশোধ করে দেবে, তবে (নিহত ব্যক্তির পরিবারের) লোকেরা যদি (রক্তমূল্য) মাফ করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র (কথা)। এই (নিহত) ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রুদের মধ্যকার কেউ একজন হয়ে থাকে

www.amarboi.org

এবং সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে (তার বিনিময় হবে) একজন মুমিন দাসের মুক্তি, যার সাথে তোমাদের কোনো সন্ধি চুক্তি বলবৎ আছে- তবে তার রক্তের মূল্য আদায় করা ও একজন ঈমানদার দাসের মুক্তিও (অপরিহার্য)। যে ব্যক্তি (মুক্ত করার জন্যে কোনো দাস) পাবে না, (তার বিধান হচ্ছে ক্রমাগত দুই মাসের রোযা রাখা, এ হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (মানুষের তাওবা (কবুল করানোর ব্যবস্থা মাত্র, বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ কুশলী।

এখানে 'দিয়াতুন' বলতে রক্তমূল্য বোঝানো হয়েছে। ভুলক্রমে কোন মুসলমান ব্যক্তিকে হত্যা করা হলে শাস্তিস্বরূপ তাকে দুটি কাজ করতে হবে। একটি হচ্ছে একজন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের কাছে 'দিয়াত' পৌঁছে দেয়া।

এ 'দিয়াত' আদায় করে দেয়ার দায়িত্ব ইসলামী আইন অনুযায়ী আকিলার (নিকট আত্মীয়) উপর অর্পিত। 'আকিলা' ইসলামী আইনে গৃহীত একটি পরিভাষা।

এ রীতি আরবের প্রাচীন গোত্রভিত্তিক সমাজের রীতি হলেও পরবর্তীতে নবী করিম (সঃ) এ অপারধের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের আমলেও এ আইনই চালু করেছেন।

www.amarboi.org

তাকাফুল শব্দের প্রয়োগ

তাকাফুল শব্দটি আরবী শব্দ। কুরআনুল কারীমে এর ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وكفلها زكريا المحراب

আর তাকে যাকারিয়া (আঃ) মেহরাবে লালন-পালন করেছে। (সুরাহ আল ইমরান) এখানে লালন-পালন অর্থে কাফফালা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই, যেমন মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেন,

أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين

অর্থাৎ আমি এবং এতিমের লালন পালনকারী জান্নাতে পাশাপাশি বাস করব।

এ হাদীসে এ শব্দটির ব্যবহার লালন-পালন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এ শব্দটির মূল অক্ষর كفل তাকাফুল تكافل শব্দটি একটি ক্রিয়ামূল। আরবী ব্যাকরণবিধি অনুযায়ী এ শ্রেণীভুক্ত শব্দের অর্থের মধ্যে পারস্পরিক অর্থ পাওয়া যায়। সেজন্য পরস্পরকে লালন-পালন করা, দেখাশুনা করা, তত্ত্বাবধান করা, জামিনদার হওয়া, অভিভাকত্ব করা ইত্যাদি অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। আরব দেশগুলোতে এখনও কোন প্রবাসী কারও জিম্মাদারীতে অবস্থান করলে তাকে 'কাফীল' বলে। অধুনা ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মতামত অনুযায়ী এ শব্দটি Insurence শব্দের বিকল্প ইসলামী পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেজন্য বাংলাদেশেও তাকাফুল বা ইসলামী বীমা কথাটি এখন বহুল আলোচিত হচ্ছে।

তাকাফুল ব্যবস্থা পৃথিবীর মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বিশেষ করে সুদান, মালয়েশিয়া, বাহরাইনসহ কতিপয় মুসলিম দেশে প্রচলিত হয়। সেসব দেশের মুসলিম স্কলারগণ অনেক গবেষণা করে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী বীমা ব্যবস্থা চালু করার স্বপ্ন দেখেন। লক্ষ্য করার

www.amarboi.org

বিষয় হচ্ছে Islami Insureaince দিয়েও শুরু করা যেত, তা না করে Takaful শব্দটি দ্বারা নামকরণের পেছনে যুক্তি ও সার্থকতা হচ্ছে, এটা মুসলমানদের পৃথক পরিভাষা। আর Insurence এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কার্যক্রম যা, তাকাফুল-এর জন্য অনেকটাই একই, পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। সেজন্যই স্কলারগণ এর নাম তাকাফুল হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তবে তাকাফুল কথাটি আরবী শব্দ বিধায় বাংলাদেশী এবং বাংলা ভাষাভাষীগণ 'ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বা ইসলামী বীমা' কথাটির ব্যবহার দ্বারা তাকাফুলের বিকল্প অর্থ গ্রহণ করেন। প্রয়োজনে ব্রাকেটে তাকাফুল ব্যবহার করার রীতি দেখা যায়। ইসলাম যেহেতু শাশ্বত, 'দ্বীন হানিফ'-এর নাম। সেজন্য ইসলামী স্কলারগণ যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, তা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক করা হয়েছে, সেটাকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং সেটা প্রতিপালন করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইসলামী স্কলারগণ তাকাফুলের সংজ্ঞা করতে গিয়ে বলেছেন-

"Takaful is a social scheme based on the principles of Brother hood, Solidarity and mutual assistance".[১]

"তাকাফুল হচ্ছে একটি সামাজিক পদ্ধতি যা ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার আদর্শে গঠিত।"

" This has its origin from the concept of collection sharing of individual's loss. Takaful is being practised now as an alternate of conventional Insurance system and is bounded by Islami Principles rules and the Laws of Islam (This is means to Islami shariah)."[২]

'এটা মূলতঃ পরস্পরের লোকসানকে ভাগাভাগি করার ধারণাপ্রসূত একটি ব্যবস্থা। বর্তমানে তাকাফুল মূলত প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার বিকল্প ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত পদ্ধতিকেই বুঝায়। এতে ইসলামী শরী'আহ প্রতিপালনে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।'

1. Takaful Malaysia, 10, Septeber- 2002 Article (E-mail)
2. Orgine & Practice Article, Abdul Awal Sarker-2002

www.amarboi.org

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী বীমা (তাকাফুল) দু'ধরনের কোম্পানীর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ১. General Islami Insurance ২. Family Takaful বা Islami Life Insurance. প্রথমটি সাধারণ বীমা ব্যবসায় পরিচালিত, দ্বিতীয়টি জীবন বীমা ব্যবসায় পরিচালিত। এখানে আমরা আলোচনা করে দেখতে পারি যে, এ দুটোর কর্মক্ষেত্র ও কর্মপদ্ধতি কি?

এ ক্ষেত্রে মালেশিয়ার প্রচলিত পদ্ধতি উদ্ধৃত করা যায়।

Takaful business shall be divided in to two classes

(i) Family solidarity business which, in addition to all takaful business concerned with solidarity certificates shall include in the care of any takaful operator, any type of takaful business carried on as incidental only to the operator's other solidarity business and.

(ii) General business, that is to say, all takaful business which is not family solidarity business, and the re-takaful of liabilities under takaful certificates shall be treated as takaful business of the class and type to which the certificates would have be longed if they have been issued by the re-takaful operator.[১]

এ দুটো ব্যবসার বিস্তারিত বিবরণ ও কর্মপদ্ধতি সামনে আলোচিত হলো।

১. Islamic Insruaance the case of Malaysia. Abdul Awal Sarker- (Article)-2002

www.amarboi.org

জেনারেল তাকাফুল বা সাধারণ ইসলামী বীমা
(General Takaful)

সাধারণ তাকাফুলের কর্মপদ্ধতি প্রচলিত সাধারণ বীমা ব্যবস্থার অনুরূপ। সাধারণ তাকাফুলে অংশগ্রহণকারীগণ যে প্রিমিয়াম দেয় তার সম্পূর্ণটাই তাবাররু হিসেবে প্রদান করে এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী সুদমুক্তভাবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী এই অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। বিনিয়োগের সাকুল্য মুনাফা তাকাফুল তহবিলে জমা হয় এবং অংশগ্রহণকারীর সম্পত্তি বা দায় দায়িত্বের ক্ষতি কিংবা লোকসানের ক্ষেত্রে এই তহবিল থেকে তা পূরন করা হয়। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের উদ্বৃত্ত পৃথকভাবে সংরক্ষিত শেয়ারহোল্ডারের তহবিলে জমা হবে না। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের লভ্যাংশের একটি নির্ধারিত অংশ (ধরা যাক ৫০%) জমা হবে শেয়ার হোল্ডারের তহবিল এবং শেয়ারহোল্ডারের তহবিলের হিসাব বিবরণ পৃথকভাবে প্রস্তুত হবে।

পারিবারিক তাকাফুল স্কীমের মত সাধারণ তাকাফুল স্কীমগুলো সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেনা। অবশ্য, অংশগ্রহণকারীগণ তাকাফুলের মেয়াদ শেষে লাভের নির্দিষ্ট অংশ পেয়ে থাকেন। সকল ধরনের পরিচালনা ব্যয়ের পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তবে উদ্বৃত্ত অর্থ অংশগ্রহণকারী ও সাধারণ তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বন্টন করে নেয়। চুক্তি করার সময়েই উদ্বৃত্ত বন্টনের ক্ষেত্রে সমঝোতার ভিত্তিতে সম্মতি থাকতে হবে। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমান পুনঃতাকাফুল (Reinsurance) ব্যয় মেটানো, তাকাফুল অর্থ সংরক্ষণ (Technical Reserve) আনুমানিক সম্ভাব্য দাবি বিবেচনা সাপেক্ষে নিরূপিত হয়ে থাকে।

এই বীমা ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত একটি পদ্ধতি, যা Non Life অর্থাৎ সম্পদের জন্য এই বীমা করা হয়ে থাকে। গাড়ী, বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, গুদাম এককথায় নৌ, অগ্নি ও

www.amarboi.org

গাড়ী দুর্ঘটনা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ দানের জন্য এ ধরনের বীমা করা হয়ে থাকে। (Coventional)-এর বিকল্প হলেও ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে কোম্পানীর যাবতীয় খরচ, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি মেটানোর পর যে অর্থ সঞ্চয়কৃত তা মেয়াদান্তে লাভের অংশসহ বীমাকারীকে ফেরত দানের বিধান রয়েছে। প্রচলিত ইন্স্যুরেন্সে এটা করার বিধান নেই। তাছাড়া প্রচলিত বীমার মতই ইসলামী সাধারণ বীমার সকল দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা আছে। উল্লেখ, Family Takaful বা ইসলামী জীবন বীমার বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক বিষয়াদী নিয়ে সম-সাময়িক ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ কিছুটা হলেও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সাধারণ বীমার পদ্ধতির ব্যাপারে দ্বিমত নগণ্য, যদি সেখানে ইসলামী শরী'আহ প্রতিপালিত হয় এবং পলিসি গ্রহণকারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

পৃথিবীতে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর অধিকাংশই সাধারণ বীমা কোম্পানী (General Takaful)। সে জন্য ইসলামী সাধারণ বীমায় একটি Standard শরীয়াহ সমর্থিত নীতিমালা ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নজরদারী করার কথা বলা হয়। যেমনঃ[১]

১. ইসলামী সাধারণ বীমায় পলিসি গ্রহীতাদের টাকা (Premium) চাঁদা বা Donation হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

২. সকল প্রিমিয়ামের টাকা একটি মাত্র তহবিলে হিসাব করা হয়, যা PA বা Participants Account নামে অভিহিত হয়।

৩. যেহেতু ইসলামী সাধারণ বীমায় এক বছরের জন্য বীমা করা হয়। ঐ বছরের আয়-ব্যয় হিসাব করার পর টাকা উদ্ধৃত্ত থাকে তাহলে সে টাকার একটি অংশ শরীয়াহ ও পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মতে শেয়ারহোল্ডার ও পলিসি গ্রহীতার মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. প্রচলিত সাধারণ বীমায় বীমা বর্ষ শেষ হওয়ার পর এর কোন হিসাব পলিসি গ্রহীতার জানার অধিকার থাকে না। কিন্তু ইসলামী সাধারণ বীমায় বীমা বর্ষ শেষ হওয়ার পর তারা লাভ-লোকসানের ব্যালেন্সসীট পাওয়ার বা হিসাব জানার অধিকারী হন।

www.amarboi.org

৫. ইসলামী সাধারণ বীমার সংগৃহীত চাঁদা (Premium) শরীয়াহ অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা হয়। এর লভ্যাংশ আনুপাতিক হারে শেয়ার হোল্ডার ও পলিসি গ্রহীতাগণ প্রাপ্ত হন।

---

১. মুসলিম বিশ্বের কতিপয় দেশে এসব ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট নানা কারণে কিছুটা ভিন্ন।

৬. ইসলামী সাধারণ বীমায় শরীয়াহ অনুমোদিত ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর বীমা করার বিধান থাকে। সেজন্য প্রচলিত বীমার সকল ক্ষেত্রসমূহ থেকে শরীয়াহ অনুমোদিত সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইসলামী সাধারণ বীমার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ কোন হারাম সম্পদ বা ব্যবসা ইসলামী বীমার জন্য প্রযোজ্য নয়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে একটি হিসাব পরিচালনা করা হয়। যা PA বা Participants ফান্ড নামে অভিহিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রহণকৃত প্রিমিয়ামকে চাঁদা (Donation) হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আর যেহেতু সাধারণ বীমায় Claim বা দাবী হলেই কেবল দাবী পরিশোধের প্রশ্ন জড়িত, তাছাড়া অন্য কোনভাবে টাকা পরিশোধের বিষয় জড়িত নয়। সেজন্য একটি মাত্র Account পরিচালনাই যথেষ্ট। তবে মালয়েশিয়ায় ইসলামী সাধারণ বীমার জন্য একটি অতিরিক্ত সুবিধা থাকে। সেটি হচ্ছে বার্ষিক ব্যালেন্সসীট তৈরী করার (আয় ব্যয় হিসাব) পর যদি দেখা যায় টাকা উদ্ধৃত্ত আছে, তাহলে এর একটি অংশ আনুপাতিক হারে পলিসি গ্রহীতাদের মাঝে বিতরণ করে। আর বাকী অংশ কোম্পানী উদ্যোক্তাগণ লভ্যাংশ হিসেবে নিয়ে থাকে। আমাদের দেশে এ বিষয়টি এখনও চালু করা হয়নি। আশা করা যায়, শরীয়াহ্ কাউন্সিল বা বোর্ড ভবিষ্যতে তা দেখবে। তা না হলে শরীয়াহ্ প্রতিপালন কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকবে।

www.amarboi.org

ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স বা ইসলামী জীবন বীমা

(Islamic Life Insurance of Famialy Takaful)

ইসলামী জীবন বীমা সম্পর্কে মালয়েশিয়া তাকাফুল আইনে বলা হয়েছে, "Family Solidarity" which means takaful for the benefit of the individual and his family" ইসলামী জীবন বীমা হচ্ছে ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্যদের উপকারার্থে স্কীম বা পরিকল্প, যেখানে স্কীমের সদস্যগণ পারস্পরিক সাহায্যের জন্য একটি সমঝোতায় উপনীত হন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তহবিল গঠন করেন। ইসলামী জীবন বীমা ব্যবস্থায় বীমা কোম্পানী কোন বীমাকারী নয় বরং তারা স্কীমের অধীনে গঠিত তহবিল বা ফান্ড এর ব্যবস্থাপক ও জিম্মাদার। স্কীমের সদস্যগণ পরস্পরের বীমাকারী। পারিবারিক তাকাফুল আসলে এক ধরণের বাধ্যতালুলক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কর্মসূচী যা একই সাথে অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। কেউ এতে অংশ গ্রহণ করতে চাইলে তাকে নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ চাঁদা (Premium/Contribution) হিসেবে প্রদান করতে সম্মত হয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে। এভাবে প্রদেয় মোট কিস্তির চাঁদার বড় অংশটি হবে (ধরা যাক ৯৫%),[১] আর তাবাররু অংশটি হবে অতি ক্ষুদ্র (ধরা যাক ৫%), চাঁদা হিসেবে প্রদত্ত অংশ দেয়া হবে মুদারাবাহ চুক্তির ভিত্তিতে যা অংশগ্রহনকারীর সঞ্চয় এবং মুদারাবাহ বিনিয়োগ হিসেবে তার নিজস্ব হিসাবে (Participants Account) জমা হবে। আর দ্বিতীয় অংশ জমা হবে (Partcipants Special Accounts) বা তাবাররু তহবিলে।

১. এখানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এ হার কম বেশী হতে পারে। তবে এখানে Actuary ও শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

www.amarboi.org

তাকাফুল কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান মুদারাবাহ হিসেবে অংশগ্রহণকারীর তহবিল। উক্ত তহবিল হালাল ব্যবসায় বৈধ পন্থায় বিনিয়োগ করা হয় এবং এ থেকে অর্জিত মুনাফা মুদারাবাহ চুক্তিতে উল্লেখিত শর্ত অনুসারে অংশ গ্রহণকারী ও তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগাভাগি করে অংশ গ্রহণকারীর প্রাপ্য অংশ তার হিসাবে জমা করা হয়। অংশ গ্রহণকারীদের অনুদানের দ্বারা গঠিত তাবাররু তহবিলের উদ্দেশ্য হলো, কোন অংশ গ্রহণকারী যদি নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ইন্তেকাল করে তাহলে প্রতিষ্ঠান এই তহবিল থেকে মৃতের উত্তরাধিকারীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ (পলিসি অংক) অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ পারিবারিক তাকাফুল স্কীমে অংশগ্রহণকারী যদি পলিসি পরিপক্কতার তারিখের পূর্বেই (Before Maturity Date) ইন্তেকাল করেন, তাহলে প্রতিষ্ঠান তার উত্তরাধীকারীগণকে মৃত ব্যক্তি, পলিসি গ্রহণ করার পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত যে অর্থ মুদারাবাহ বিনিয়োগ হিসেবে কিস্তির মাধ্যমে জমা করেছেন সেই সাকুল্য অর্থ (অর্থাৎ তাবাররু অংশ ছাড়া) ফেরত দিয়ে থাকেন।

এ অর্থের বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফার প্রাপ্য অংশ এবং তিনি জীবিত থাকলে সর্বশেষ কিস্তি পর্যন্ত আরও যে কয়টি কিস্তি প্রদান করতেন (মরে যাওয়ার জন্য প্রদান করতে পারেননি) এমন সকল কিস্তির অর্থ এই তাবাররু তহবিল থেকে প্রদান করবে। যদি অংশগ্রহণকারী শেষ কিস্তি জমা দেওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকেন এবং সকল নির্ধারিত কিস্তি যথাযথভাবে জমা দেন, তাহলে তিনি নিজে যে তাকাফুল সুবিধাসমূহ লাভ করবেন, তা হচ্ছে, তার জমাকৃত আসল মুদারাবাহ কিস্তি সমূহের মোট অর্থ এবং এ অর্থ খাটিয়ে অর্জিত মুনাফার অংশ এবং বিশেষ বা তাবাররু তহবিলের গাণিতিক (Actuarial) মুল্যায়িত নীট উদ্বৃত্তের অংশ।

প্রচলিত জীবনবীমার ক্ষেত্রে চুক্তির একবছরের মধ্যে পলিসি হোল্ডার আত্মহত্যা করলে তার উত্তরাধিকারীকে তার প্রদত্ত অর্থ ফেরৎ দেয়া হয় না- বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু তাকাফুল স্কীমের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী আত্মহত্যা করলেও তার উত্তরাধিকারীগণ তাকাফুল প্রদেয় সুবিধাসমূহ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ফেরত পাওয়ার অধিকারী হয়।

www.amarboi.org

তাকাফুল স্কীমের আওতায় অংশগ্রহণকারী পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার নীতির বরখেলাপ করলেও তার পলিসি বাজেয়াপ্ত হয় না। বরং তার পি এ তহবিলের জমাকৃত অর্থ সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত বিনিয়োগের মুনাফাসহ ফেরত পায়। তবে কোম্পানী স্কীম থেকে প্রত্যাহারের জন্য সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারে।

তাকাফুলের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারের তহবিলের একাউন্ট সংশিষ্ট তাকাফুল তহবিল থেকে পৃথক রাখা হয়। তাকাফুল কোম্পানীর আয়ের উৎস শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগ হতে লাভ এবং তাকাফুল তহবিলের লভ্যাংশ থেকে। পরিচালনা ব্যয়, যেমনঃ স্টাফ খরচ, প্রাতিষ্ঠানিক খরচ এবং প্রশাসনিক খরচ ইত্যাদি শেয়ারহোল্ডরদের তহবিল থেকে মেটানো হয়।

ইসলামী বীমা সহযোগিতার নীতিমালা এবং পারস্পরিক সহমর্মিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এতে যৌথ দায়দায়িত্ব, যৌথ সহায়তা এব সংহতির উপাদান আছে। পলিসিহোল্ডারগণ তাদের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে থাকে। প্রতিটি পলিসিহোল্ডারই অভাবীদের প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করে। এটা অন্যের মূল্যে নিজের স্বার্থ হাসিল নয় তবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এতে রয়েছে। এই ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো লাভ নয়, বরং "অন্যের বোঝা বহন" করার নীতি সমুন্নত রাখা। এ ব্যবস্থায় এটি আবারো প্রতীয়মান হয় যে, তাকাফুল প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবে পলিসিহোল্ডারদের তহবিলের ব্যবস্থাপক ও জিম্মাদার মাত্র।

বর্তমানে তাকাফুল ব্যবস্থায় সহযোগিতার ধারণা ছাড়াও বিভিন্ন বাণিজ্যিক মডেল বিকশিত হচ্ছে এবং তা প্রয়োগও হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে মুদারাবা মডেলটি বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মডেলের আওতায় উদ্বৃত্ত অর্থ পলিসিহোল্ডার এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠান ভাগাভাগী করে নেয়। এই মডেলের আওতায়, তাকাফুল পরিচালকরা বিনিয়োগকৃত প্রিমিয়ামের লাভ ছাড়াও কিছু পরিকল্পের আন্ডাররাইটিং এর উদ্বৃত্ত অংশও পেয়ে থাকে। অন্যদিকে ওয়াকালা পদ্ধতিতে, তাকাফুল প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সার্ভিসের ফি গ্রহণ করে থাকে, লভ্যাংশ নয়। কার্যক্রমের

www.amarboi.org

যে মডেলটিই গ্রহণ করা হোক না কেন, তাকাফুল ব্যবস্থা জনগণের কল্যাণের জন্য এবং উম্মাহ'র উন্নতির জন্য তাকাফুলকে একটি সহযোগিতামূলক ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তাকাফুলে অংশগ্রহণকারী একইসাথে বীমাগ্রহীতা এবং বীমাকারক। অংশগ্রহণকারীরা তাদের চাঁদা থেকে যৌথভাবে তাদের একজনের সমস্যা হতে তাকে রক্ষায় ক্ষতিপূরণ নিয়ে এগিয়ে আসে। তাকাফুলে সহযোগতিার উপাদান অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। কোম্পানী এবং অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সম্পর্ক তাকাফুল চুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। তাকাফুল ব্যবস্থায় মুদারাবা প্রাসঙ্গিক, কারণ এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ মূলধনের যোগানদাতা এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তা হিসেবে চুক্তিবদ্ধ। অংশগ্রহণকারীর প্রধান লক্ষ্য মুদারাবা নয়, এটা চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য। তাই, পারিবারিক তাকাফুল কোম্পানী চাঁদা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করে- একটি অংশগ্রহীকারীর বিশেষ হিসাব (তাবাররু) এবং অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব হিসাব (মুদারাবা)।

মুদারাবা ব্যবস্থার একটি বিকল্প হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ওয়াকালা ব্যবস্থা প্রচলিত। এই ব্যবস্থার মৌলিক ধারণা হলো, তাকাফুল প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণকারীর ওয়াকিল (এজেন্ট) হিসেবে কাজ করবে। অংশ গ্রহণকারীর প্রদত্ত অর্থ হতে ওয়াকালা ফি (২০% থেকে ৩০%) শেয়ারহোল্ডারের হিসেবে হস্তান্তরিত হয়। এই মডেল পরিচালনাগত উদ্বৃত্তের ১০০% অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয়। লোকসানের ক্ষেত্রে, ঘাটতি পূরণের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের কর্জে হাসানা হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের তহবিলে অর্থ প্রদান করতে হবে যা ভবিষ্যতে উদ্বৃত্তের সময়ে ফেরত দেয়া হয়। দাবি পূরণের জন্য তাবাররু শর্তাধীনে দেয়া হয়। যদি তাবাররু তহবিলে উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তা অংশগ্রহণকারীদের ফিরিয়ে দেয়া হয়।

এ ধরনের কোম্পানী বা সংস্থা মূলতঃ অংশগ্রহণকারীদের (Policy Holder) প্রদেয় প্রিমিয়াম বা চাঁদা দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কতকগুলো লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট মেয়াদের বীমা

www.amarboi.org

করা হয়, যা শরীয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত। এরূপ বীমার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও ঝুঁকি নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিপূরণ দানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, প্রচলিত বীমা কোম্পানীগুলো যে পরিমাণে সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করে ঠিক সমপরিমান বা তার চাইতে বেশী সুযোগ-সবিধা প্রদানের জন্য বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রাহকদের আমানতের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, যাতে নিম্নোক্ত তিনটি উপাদান মোটেই থাকে নাঃ

১. আল বিরা (الربي Interest) সুদ

২. আল মাইসির (الميسر gambling) জুয়া

৩. আল ঘারার (الغرر Ambiguity) প্রতারণা, ধোকা বা অনিশ্চয়তা।

প্রথমত ঃ ইসলামী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো সুদ থেকে বাঁচার জন্য সুদমুক্ত ব্যাংকে লেনদেন থেকে বিরত থাকে। ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখা হয় এবং ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়। সঞ্চয় ও আমানতকে মুদারাবা মডেলে করার জন্য চুক্তি করার সময় লাভ-ক্ষতির কথা উল্লেখ রাখা হয়। লাভ নির্দিষ্ট করা হয় না বরং অনির্ধারিত লাভের কথা বলা হয়। ফলে এসব কারণে সুদের উপাদান থাকে না। এ ধরনের বীমা ইসলামী শরীয়াহ অনুমোদন করার এটা একটা কারণ।

দ্বিতীয়তঃ জুয়া ইসলামে হারাম। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে-

حرمت عليكم الخمر والميسر

তোমাদের জন্য মদ ও জুয়া হারাম করা হলো, (সূরাহ বাকারা)

কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জুয়ার উপাদান থাকলে তা শরীয়াহ্ অনুমোদন করে না। প্রচলিত বীমায় জুয়ার উপাদান আছে বলে তা শরীয়াহ সম্মত নয়। সেজন্য ইসলামী জীবন বীমার ক্ষেত্রে জুয়ার উপাদান দূর করার জন্য বীমা চুক্তিতে জুয়ার উপাদানমুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

প্রতারণা বা প্রলোভন দেখিয়ে অল্প টাকায় অনেক লাভ করার কথা এখানে বলা হয় না। বরং বলা হয় জনকল্যাণ ও সহযোগিতা এবং

www.amarboi.org

সহমর্মিতার আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বীমা গ্রাহক এতে অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর বীমা কোম্পানী (Operator) তার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যথাযথ শরীয়াহ প্রতিপালন করে তার জমাকৃত টাকা অর্জিত মুনাফাসহ ফেরত দেবেন। তাতে লাভ কমও হতে পারে বেশীও হতে পারে। তার নির্দিষ্ট অংশ প্রাপককে বুঝিয়ে দেয়া হবে। ফলে এটা হয়ে যায় জুয়ার উপাদানমুক্ত। অপর দিকে সুদ ও জুয়া মুক্ত হওয়ার এটা লাভজনক বেশী হয়। কারণ এখানে অপচয় ও অসততা না থাকার ফলে বেশী লাভজনক হয়। আর আল্লাহ্‌র রহমতও লাভ করা যায়। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন

يمحق الله الربي ويربي الصدقات

আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে আর সাদাকাত বা কল্যাণমূলক ও সুদমুক্ত লেনদের বৃদ্ধি করে দেন। (সূরাহ বাকারা)

সেজন্য সুদ ও মাইসির মুক্ত, ইসলামী জীবন বীমা প্রগতিশীল, কল্যাণমুখী ও বেশী লাভজনক এবং নিরাপত্তামূলক।

তৃতীয়তঃ ইসলামী জীবন বীমায় সাধারণত ঃ দুটি হিসাব পরিচালনা করা হয়। একটি হিসাব PA (Participants Account বা Policy Hodlders Account) হিসাব নামে অভিহিত করা হয়। এ হিসাব অংশগ্রহণকারী বা পলিসি গ্রাহকগণের জমাকৃত টাকা জমা করার মাধ্যমে তাদের আমানতের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। অর্থাৎ এটাকে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বিনিয়োগ করার মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। পলিসি গ্রাহকগণকে মাঝে মাঝে বা চুক্তি অনুযায়ী চাহিবা মাত্র তাদের জমাকৃত টাকা মুনাফাসহ কোম্পানী কর্তৃপক্ষ (Operator) হিসাব জানাতে বাধ্য থাকে। ফলে গ্রাহকের জমাকৃত টাকা কি হচ্ছে, কি ধরনের বিনিয়োগ হচ্ছে সবই তার কাছে স্পষ্ট ও পরিস্কার থাকে বা অনিশ্চয়তার উপাদান তিরোহিত থাকে। তাছাড়া ইসলামী জীবন বীমার জন্য অন্য আরেকটি ফান্ড বা হিসাব পরিচালনা করা হয় যা PSA (Participants Special Account বা Policy Holders Special Account) বা তাবাররু। (Tabarru) ফান্ড নামে অভিহিত হয়, এ ফান্ড থেকে গ্রাহকের ইন্তেকাল বা দুর্ঘটনায় দাবীকৃত টাকা প্রদান করার জন্য এই তহবিল থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়। এটি কল্যাণ ফান্ড নামেও

www.amarboi.org

পরিচিত। কেননা একটি লোক কিস্তি জমা দেয়ার পর মৃত্যুবরণ করলেন, তার Sum Assured হচ্ছে ২,০০,০০০ টাকা। এ দু'লাখ টাকা তাকে প্রদান করার বিষয়ে কোম্পানীর (Operator) সঙ্গে তার চুক্তি আছে, এ টাকা সে কিভাবে পাবে, কোন গোঁজামিল ইসলামী বীমায় নেই। অর্থাৎ এ বীমা দাবীর টাকা তাকে দেয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট নীতিমালা এখানে রয়েছে। ধরা যাক তার জমাকৃত টাকা ২০,০০০/- হাজার তাকে ২,০০,০০০/- টাকা দেয়ার জন্য আরও ১,৮০,০০০/- হাজার টাকা দরকার, এ টাকা তাবাররু ফান্ড থেকে নিয়ে তাকে পুরোপুরি দু'লাখ টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাবাররু ফান্ডটি গঠিতই হয় এ ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য। ফলে এখানেও বিষয়টি পরিষ্কার। এ দিক থেকেও কোন অনিশ্চয়তা বা ঘারার এর উপাদানে বিদ্যমান থাকে না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, PA ফান্ডে জমাকৃত টাকার (যে সময় কোম্পানীর কাছে জমা ছিল) মুনাফাসহ ফেরত পাওয়ার বিষয়টি ইসলামী শরীয়াহর দাবী। আমাদের দেশে এখনও এ বিষয়টি কার্যকরী হয়নি। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মুনাফাসহ গ্রাহকগণ তাদের মৃত্যু দাবীর টাকা ফেরত পাবেন। মৃত্যুজনিত কারণে বিভিন্ন ইসলামী দেশে বীমাকৃত টাকা লাভসহ জমাকৃত টাকা এবং সে সাথে বাকী কিস্তির টাকাও পাওয়ার বিধান রয়েছে। আমাদের দেশে এটা এখনও করা হয়নি। তাই বলা যায়, এ নিয়ম অনুযায়ী ইসলামী বীমার সুযোগ-সুবিধা প্রচলিত বীমার চেয়ে অনেক বেশী হবে। মোট কথা ইসলামী জীবন বীমায় মুদারাবা তহবিলের মাধ্যমে সুদ, তাবাররু তহবিলের মাধ্যমে ঘারার বা অস্বচ্চতাকে এবং মাইসির বা জুয়াকে দূর করার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া আইনী কারণে প্রশ্নবিদ্ধ কোন সুদ বা অন্য কোন শরী'আহ্ অননোমোদিত অর্থ জমা হলে তা মুদারাবা বা তাবাররু তহবিলে জমা না করে পৃথক সাদাকাহ তহবিলে জমা করে শরীয়াহ্ সম্মত পন্থায় খরচ করা হয়।

www.amarboi.org

ইসলামী বীমার সেকাল-একাল

কারো বিপদ, দুঃখ এবং দৈন্যতায় দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া অন্য মুসলমানের কর্তব্য। এটা ইসলামের একটি মৌলিকনীতি। "আক্বিলা" বা আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক ভূলক্রমে হত্যাকারীর দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং নিহত ব্যক্তিকে সাহায্য করার নীতি ইসলামী শরীয়াহ সম্মত এবং কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

প্রাক ইসলামী যুগের 'আক্বিলা' পদ্ধতিকে তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ সময়ে কোন ব্যক্তি অন্য কোন গোত্রীয় ব্যক্তিকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের রক্তপণের (Blood money) অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হতো এবং ঐ দায়িত্ব পালনে হত্যাকারী অপারগ হলে তার কাছে আত্মীয়স্বজনরা সম্মিলিতভাবে তা বহন করতো। যে সকল নিকট আত্মীয়রা রক্তপণের এ অর্থ বা দিয়াত পরিশোধ করতেন- তাদের "আকিলা" বলা হতো।

এছাড়াও মক্কার ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন প্রথা প্রচলিত ছিল, যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ব্যবসায়ী কাফেলার একজন ক্ষতিগ্রস্ত হলে ঐ কাফেলার সকল সদস্যের অনুদানে গঠিত তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যকে সাহায্য করা হতো। বর্তমানের এ ইসলামী জীবন বীমার ব্যবস্থা যে প্রাক ইসলামী যুগের ঐ "পারস্পরিক সহযোগিতা" (Mutual & co-Assistance) নীতির ভিত্তিতে বিকল্প হিসেবে ইসলামী বীমা গড়ে উঠেছে এ কথা বললে অযৌক্তিক হবে না।

ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের একটি ক্ষুদ্র অংশ ইসলামের দৃষ্টিতে বীমা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য মনে করেন। কেউ কেউ আবার বীমাকে

www.amarboi.org

ইসলামী করণের পক্ষে মত দেন। আবার কেউ কেউ জীবন বীমাকে আর অধিকাংশ স্কলারদের মতে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতির ভিত্তিতে সুদমুক্ত বিনিয়োগ ও মুদারাবা (অংশীদারিত্বের) চুক্তির মাধ্যমে জীবন ও সাধারণ (Life & General) এ উভয় বীমার শরীয়াহ ভিত্তিক বিকল্প ব্যবস্থায় প্রচলন করা সম্ভব। বলাই বাহুল্য, এ মতের অনুসারীদের চিন্তা, গবেষণা ও মতামতের ভিত্তিতে আজকের এ ইসলামী বীমা বা তাকাফুল ব্যবস্থার উদ্ভব। বিলম্বে হলেও পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম প্রধান দেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশেও ইসলামী জীবন ও সাধারণ বীমার প্রচলন ও দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে এক নতুন আশা ও ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

www.amarboi.org

ইসলামী বীমা দেশে দেশে

গত চার দশক ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামী বহু বীমা কোম্পানী ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম দেশ, মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহ এবং অমুসলিম দেশসমূহে ইসলামী বীমা রয়েছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মুসলিম দেশেও যেমন ইসলামী বীমা সমাদৃত হয়েছে, অমুসলিম দেশেও তা হচ্ছে।

বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী বীমা কোম্পানীর তালিকা

ক্র.নং.	কোম্পানীর নাম	প্রতিষ্ঠার সাল	দেশের নাম
১.	আল-সালাম ইসলামী তাকাফুল কোম্পানী	১৯৯২	বাহরাইন
২.	বাহরাইন ইসলামিক ইন্স্যুরেন্সকোম্পানী	ঐ	ঐ
৩.	ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স এন্ড রি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৫	ঐ
৪.	শরীকাত তাকাফুল আল ইসলামিয়াহ	১৯৮৩	ঐ
৫.	তাকাফুল ইন্টারন্যাশনাল	১৯৮৯	ঐ
৬.	ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৯	জর্ডান
৭.	ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানী ফর কো-অপারেটিভ ইন্স্যুঃ	১৯৮৯	কুয়েত
৮.	কাতার ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৯৪	কাতার
৯.	আল-আমানাহ কো-অপারেটিভ	১৯৮৫	সৌদি আরব

www.amarboi.org

	ইন্স্যুরেন্স		
১০.	গ্লোবাল ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৫	সৌদি আরব/বাহরাইন
১১.	ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৫	সৌদি/ সংযুক্ত আরব আমিরাত
১২.	ইসলামিক আরব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৭৯	সৌদি আরব
১৩.	ইসলামিক কর্পোরেশন ফর ইন্স্যুরেন্স অব ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড ক্রেডিট	১৯৯৫	সৌদি আরব
১৪.	ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স বি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৫	সৌদি আরব/ বাহরাইন
১৫.	ইসলামিক ইন্টাঃ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৫	সৌদি/সংযুক্ত আরব আমিরাত
১৬.	ইসলামিক তাকাফুল এন্ড তাকাফুল কোম্পানী	১৯৮৬	সৌদি আরব
১৭.	ইসলামিক তাকাফুল এন্ড রি তাকাফুল কোম্পানী	১৯৮৩	বাহাসাম
১৮.	ইসলামিক ইউনিভার্সাল ইন্স্যুরেন্স	১৯৮৩	সৌদি আরব/ বাহরাইন
১৯.	ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৬	সৌদি আরব
২০.	তাকাফুল ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোং বাহরাইন	১৯৮৬	সৌদি আরব/ বাহরাইন
২১.	আল-বারাকাহ ইন্স্যুরেন্স	১৯৮৪	সুদান
২২.	ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৭৯	সুদান

www.amarboi.org

২৩.	শাইখান ইন্স্যুরেন্স	ঐ	ঐ
২৪.	দি ন্যাশনাল রি- ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	ঐ	ঐ
২৫.	দি ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৬৮	ঐ
২৬.	ওয়াতানিয়াহ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৯	ঐ
২৭.	বিইআইটি লাদাত ইটামিন টুনসি	১৯৮৫	তিউনেশিয়া
২৮.	এলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স	ঐ	সংযুক্ত আরব আমিরাত
২৯.	ওমান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	ঐ	ঐ
৩০.	দি ইসলামিক আরব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮০	ঐ
৩১.	ইন্স্যুরেন্স ইসলাম টি এ আইবি বারহাদ (আই আই টি এস বি)	১৯৯৩	ব্রুনাই
৩২.	তাবুং আবানাহ ইসলাম	ঐ	ঐ
৩৩.	তাকাফুল এন্ড রি তাকাফুল কোম্পানী	ঐ	ঐ
৩৪.	তাকাফুল আল বারহাদ	ঐ	ঐ
৩৫.	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিঃ	২০০১	বাংলাদেশ
৩৬.	ইসলামী কর্মাশিয়াল ইন্স্যুরেন্স লিঃ	২০০০	ঐ
৩৭.	ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ	ঐ	ঐ
৩৮.	তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ	ঐ	ঐ
৩৯.	প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ	২০০১	ঐ
৪০.	মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ (ইসলামী তাকাফুল প্রকল্প)	ঐ	ঐ

www.amarboi.org

৪১.	পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ	ঐ	ঐ
৪২.	রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ (তাকাফুল প্রকল্প)	ঐ	ঐ
৪৩.	সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ (তাকাফুল প্রকল্প)	ঐ	ঐ
৪৪	হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ (তাকাফুল প্রকল্প)	১৯৯৮	ঐ
৪৫.	সারিকাত তাকাফুল ইন্দোনেশিয়া	২০০০	ইন্দোনেশিয়া
৪৬.	পিটি আশুরানশি তাকাফুল কেলোয়ারগা	ঐ	ঐ
৪৭.	পিটি আশুরানশি তাকাফুল উলুম	ঐ	ঐ
৪৮.	পিটি শারিকাত তাকাফুল	ঐ	ঐ
৪৯.	তাকাফুল আশুরানশি	ঐ	ঐ
৫০.	এশিয়ান রিতাকাফুল ইন্টারন্যাশনাল	১৯৯৭	মালয়েশিয়া
৫১.	আশিয়ান তাকাফুল গ্রুপ	১৯৯৬	ঐ
৫২.	শরিকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া বারহাদ	১৯৯৪	ঐ
৫৩.	তাকাফুল ন্যাশনাল বারহাদ	১৯৯৩	ঐ
৫৪.	ইখলাস মিশুরটা (এ এস)	ঐ	ঐ

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে বাংলাদেশে ৫টি ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানী অনুমোদন লাভ করে। সেগুলোর তালিকা বাংলাদেশ অংশে দেয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

অমুসলিম দেশসমূহের
ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর তালিকা

১.	তাকাফুল অস্ট্রোলিয়া	–	অস্ট্রেলিয়া
২.	মেট্রোপলিটন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	–	গানা
৩.	ইন্টারন্যাশনাল তাকাফুল কোম্পানী	–	লুক্সেমবার্গ
৪.	তাকাফুল এস এ	১৯৮২	ঐ
৫.	সোসাল আল আমানি	–	সেনেগাল
৬.	এগ্রোহোল্ডিং সিংগাপুর সিটি লিঃ	–	সিংগাপুর
৭.	কেপেল ইন্স্যুরেন্স	–	ঐ
৮.	সেরিকাত তাকাফুল সিংগাপুর	১৯৯৫	ঐ
৯.	আমানাহ শ্রীলংকা	১৯৯৯	শ্রীলংকা
১০.	তাকাফুল টি এন্ডটি	১৯৮২	ত্রিনিদাদ
১১.	তাকাফুল ইউ কে লিঃ	১৯৮২	যুক্তরাজ্য
১২.	ইউ কে বি	১৯৯৮	ঐ
১৩.	ফায়লাকা ইনভেষ্টমেন্ট ইন্স্যুরেন্স	১৯৯৬	ঐ
১৪.	তাকাফুল ইউ এস এ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস	১৯৯৬	ঐ
১৫.	তাকাফুল টি এন্ড টি ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি	১৯৯৯	ত্রিনিদাদ/ টোবাগু

উপরের এ তালিকার বাইরে আরও অনেক কোম্পানী তাকাফুল বা ইসলামী বীমা প্রকল্প খোলার মাধ্যমে কাজ শুরু করেছে, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের অভাবে সেগুলোর তালিকা এখানে সন্নিবেশেন করা গেল না।

www.amarboi.org

প্রচলিত বীমার ও ইসলামী বীমার (তাকাফুল) মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

Deference Between Islami Insurance and Conventional Insurance

প্রচলিত বীমার মধ্যে এবং ইসলামী বীমার মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিচে এক নজরে এগুলো পেশ করা হলো। ইসলামী জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।

ক্র. নং	বিষয়	ইসলামী বীমা	প্রচলিত বীমা
১.	মৌলিক ধারণা	বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে পরিচালিত শরীয়াহ নীতিমালা অনুযায়ী চলবে।	ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মত প্রিমিয়াম আদায় চুক্তির অধিকার ও পাওনা প্রচলিত আইন অনুযায়ী চলবে।
২.	পরিচালনার নীতিমালা	সততা ও চরম বিশ্বস্ততার মাধ্যমে পরিচালিত (যাকে শরীয়াহর পরিভাষায় আল ইখলাস বলে) চুক্তিনামা (আল আকদ) লাভ-লোকসানে অংশীদার (মুদারাবা) তাবাররু (চাঁদা) এজেন্সী বা ওয়াকালাহ (সার্ভিস চার্জ) আল উজরাহ) ভিত্তিতে পরিচালিত।	সন্দীহান অনিশ্চয়তাপূর্ণ অবস্থা, নির্দিষ্ট চুক্তি এবং সুদ, এজেন্সী ও কমিশন ভিত্তিক।
৩.	সূত্র ও উৎস	কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, গবেষণা, ইসলামী শরীয়াহর উদাহরণ, সম-	প্রচলিত আইন যা মানুষের তৈরী, ক্ষেত্র চিহ্নিত ও

www.amarboi.org

		সমর্থন, ফতওয়া (মুফতীগণের সিদ্ধান্ত) শরীয়াহ কাউন্সিলের ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত।	সীমিত, পরিধি ও শরীয়াহ বিপরীত সিদ্ধান্ত।
৪.	বয়স প্রসঙ্গ	বয়স নির্ধারণ বিষয়টি শরীয়াহ অনুযায়ী ১৫ বছর	প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৮ বছর তবে ১৬ বছরে বীমা করা যায়।
৫.	ঝুঁকি	অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত (Defined Risk)	নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট ঝুঁকি (Rure Risk)
৬.	আদর্শ	নীতি ও আর্দশের এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র সম্পর্ক	প্রণীত আইনের সম্পর্ক, যা প্রচলিত রয়েছে।
৭.	প্রাসঙ্গিক সুবিধা (Insurable Interest)	বীমার সুবিধা অনির্ধারিত, যে কোন পলিসি গ্রাহক বীমা করার পর ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক ফারায়েজ, হেবা, ওয়াকফ ও কারজে হাসানা নীতিতে তা পরিচালিত।	এখানে বীমা গ্রহীতার নির্ধারিত নমিনী কেবল মাত্র সুবিধাভোগী হয়, অন্য কেউ নয়।
৮.	প্রিমিয়াম প্রদান	এখানে প্রিমিয়ামকে চাঁদা হিসেবে প্রদান করা হয়, যা তার তাবাররু ফান্ড ও সেভিং ফান্ডে মুদারাবা নীতিতে জমা হয়।	ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসায়িক চুক্তির অধিকারের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম জমা নেয়া হয়।
৯.	বাতিল হওয়া (Lapsation)	কোন প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পর বাতিল হয়ে যায় না। যে কোন সময় বীমা পুনঃ চালু করা যায়।	নির্দিষ্ট মেয়াদের পর প্রিমিয়াম বাতিল হয়ে যায়।

www.amarboi.org

১০.	সমর্পণ মূল্য (Surrender Valenc)	PA ফান্ডে জমাকৃত টাকা সার্ভিস চার্জ কর্তণের মাধ্যমে ফেরত দানের ভিত্তিতে মুদারাবা নিয়মে সমর্পণ মূল্য নির্ধারিত হয়।	মেয়াদ পুর্তির পূর্বে চালানোর অপারগতায় জমাকৃত টাকার উপর কোন বাড়তি সুবিধা প্রদান করা হয় না।
১১.	এজেন্সী কমিশন (Agency Comission)	সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী Operator বা বীমা কোম্পানীর বেতন দ্বারা পরিচালিত হবে। আদায়কৃত প্রিমিয়াম থেকে কোন প্রকার কমিশন প্রদান করা যাবে না।[১]	আদায়কৃত প্রিমিয়াম থেকে কর্মকর্তাদের কমিশন প্রদান করা হয়।
১২.	হিসাব পদ্ধতি A/C Regula-tion	সাধারণ বীমার প্রিমিয়াম চাঁদা হিসেবে গণ্য হয়। জীবন বীমার দুটি হিসাব দ্বারা মুদারাবা (লাভ/ ক্ষতি) ভিত্তিতে তা পরিচালনা করা হয়। আল ঘারার বা (Al-gharar) অনিশ্চয়তা বা কোনরূপ গোঁজামিল হিসেবে করা যায় না।	সাধারণ বীমা তহবিলে সাধারণ বীমার টাকা হিসেবে গণ্য করা হয়। জীবন বীমার টাকা জীবন বীমা তহবিলে জমা করা হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে হিসাবে পরিচালনা করা হয়, যাতে সুদ বা Interest একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে গণ্য হয়।

১. বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বীমা আইন ও যোগ্যতাসম্পূন্ন লোকের অভাব এখানে বাধা হিসেবে রয়েছে। এছাড়া ভিন্নমত ও এ ব্যাপারে রয়েছে যে, পরিচালনা খরচ এখান থেকেই প্রদান করেই লাভ ক্ষতি নির্ধারণ করা হবে।

www.amarboi.org

১৩.	বিনিয়োগ	শরীয়াহসম্মত লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা যায়। সকল কর্মকান্ড শরীয়াহ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কোন অনৈতিক ও শরীয়াহ অসমর্থিত খাতে বিনিয়োগ করা যায় না।	যে কোন সুদভিত্তিক খাতে বিনিয়োগ করা হয়। শরীয়াহ নীতিমালা বিরোধী খাতেও বিনিয়োগ করা হয়। সুদকে লাভ হিসেবে গণ্য করা হয়।

www.amarboi.org

দার্শনিক ও আদর্শ ভিত্তিক প্রচলিত বীমা ও ইসলামী জীবন বীমার মধ্যে পার্থক্য

ক. ধারণাগত (Conceptual)

১. **নিয়ত :** এটি মুমিনের জন্য জরুরী। নিয়তকে বিশুদ্ধ করে ইসলামী বীমায় কাজ করা জরুরী আর এটা আমলে সালেহ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

২. **কল্যাণ :** ইসলামের পুরোটাই কল্যাণ। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে আদ্বীনু নাছিহাতুন। দ্বীনের পুরোটাই কল্যাণ। সুতরাং ইসলামী বীমায় কাজ শরী'আহ্ মোতাবেক হওয়ায় তা কল্যাণকর।

৩. **সাওয়াব ও গুনাহ :** ইসলামী কাজ সাওয়াব ও গুনাহ বিবেচনা করে করা হয়। সুতরাং নেক কাজ হলে তা গ্রহনীয় আর গুনাহ হলে তা বর্জনীয়।

৪. **ইবাদাত :** ইসলামী বীমায় কাজ ইবাদাত হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য, যদি তা ইসলামী মূল্যবোধ ও শরী'আহ্ কাঠামো অনুযায়ী হয়।

৫. **পারস্পরিক সহযোগিতা :** ইসলামী বীমার মূল কথাই হচ্ছে একে অন্যকে সহযোগিতা করা। মুদারাবা ও তাবাররু ফাণ্ড গঠন পূর্বক এটি পরিচালিত হয় বিধায় তা পারস্পরিক সহযোগিতার সুন্দর বাস্তবায়ন।

৬. **জবাবদিহিতা :** মুমিন জীবনে পরকালীন জীবনে আল্লাহর নিকট মূল জবাবদিহিতার বিষয়। সেজন্য এখানে সকল কাজ পরকালীন জীবনে জবাবদিহিতার নিরীখে করা হয়। ইসলামী বীমায় তাই পরিপালনের চেষ্টা করা হয়।

খ. পদ্ধতিগত (Systematic)

১. **সুদবিহীন (Interest Free) :** আয় ব্যয়ের সকল স্তরে সুদকে পরিহার করার ব্যবস্থা থাকে।

www.amarboi.org

২. **তাবাররু ফান্ড (Tabarru Fund) :** ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক সহায়তা করার জন্য তাবাররু ফান্ড পরিচালিত।

৩. **শরীয়াহ্ কাউন্সিল (Shariah Council/ Board) :** শরী'আহ্ সম্মত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে শরী'আহ্ কাউন্সিল/ বোর্ড গঠন করা হয়।

৪. **লাভ/লোকসান পদ্ধতির অনুসরণ (Profit & Loss Sharing) :** মুদারাবা তহবিল যা Participants Accounts হিসেবে পরিচিত। এটি লাভ/লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

৫.**অংশীদারীত্ব (Participatory):** ইসলামী বীমায় পলিসি গ্রহীতাদের কোম্পানীর ব্যবসায়ের অংশীদার মনে করা হয়। মুদারাবা তহবিলের ব্যবসায় কোম্পানী মুদাবির (পরিচালনাকারী) আয় বীমা গ্রহীতাদের সাহিবুল মাল হিসেবে গণ্য করা হয়।

৬. **ন্যায় পরায়নতা ও সহমর্মীতা (Adal & Ihsan):** ইসলামী বীমার হিসেবে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে কোম্পানীর আয়-ব্যয় পরিচালিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩৮ ইং বীমা আইন অনুযায়ী ২টি পূর্ণাঙ্গ প্রিমিয়াম কিস্তি জমা দেয়া ছাড়া কোন টাকা ফেরত হয় না। অথচ ইসলামী বীমায় সংগত ব্যয় বাদে বাকী টাকা ফেরত দেয়া হয়। এটা আদল ও ইহসান এর বাস্তবায়ন।

৭. **গারার (অস্বচ্ছতা) না থাকা:** গারার ইসলামে নিষিদ্ধ। সেজন্য তাবাররু তহবিল পরিচালনার মাধ্যমে সরাসরি গারার দূর করা হয়।

৮. **মাইসির (জুয়া) না থাকা :** মাইসির ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলামী বীমায় লেন দেন এবং Operation weing গুলো শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালনা করা হয়। যাতে মাইসির বা জুয়ার উপাদান দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

গ. **পরিবেশগত (Environmental) :**

১. **অফিসের কার্যক্রম :** অফিসের কার্যক্রমে ইসলামী মূল্যবোধ বজায় রাখা হয়।

www.amarboi.org

২. **আচার আচরণঃ** আচার আচরণে ইসলামী ভাবধারা বজায় রাখা হয়।

৩. অফিসে সালাত কায়েম করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪.ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা As per expectation of 'Islam is the complete code of life'.

৫. আলোচনা সভা/ অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় ইসলামী পদ্ধতি মেনে চলা।

৬. কুরআন ও হাদীসের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা।

৭. রিবা, ঘারার ও মাইসির সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো অর্থসহ মুখস্থ করা ও হাদীস সমূহ অর্থসহ মুখস্থ করা।

৮. পর্দা প্রচলন করা এবং মহিলাদের জন্য পৃথক সাংগঠনিক ও অফিসিয়াল ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

ঘ. বাস্তবায়ন বা প্রায়োগিক (Operational) :

১. প্রস্তাব পত্রের ঘোষণা (As per participatory) : প্রস্তাব পত্র ও বীমা চুক্তির মাধ্যমে শরী'আহ্ বিরোধী উপাদান দূর করার কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২. Mudaraba & Tabarru Fund পৃথক করাঃ এই দু'টি তহবিল পৃথক করার মাধ্যমে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করা হয়।

৩. Investmentঃ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

৪. নমিনী : ইসলামী শরীয়াহ্ তোমাবেক মীরাসী আইন দ্বারা সকল ওয়ারিশের মধ্যে বীমা দাবীর অর্থ বন্টন করা হয়, ওয়ারিশগণের পক্ষে কেবল মাত্র নমিনী অর্থ গ্রহণ করবেন, প্রচলিত বীমায় এর কোন বিধান নেই।

৫. এছাড়া বীমায় অন্যান্য টেকনিক্যাল বিষয়ে শরী'আহ্ পরিপালনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত বীমার সাথে পার্থক্যগুলো নিরূপিত হয়ে যায়। সেজন্য পৃথকভাবে প্রচলিত বীমার বিষয়গুলো এখানে আলোচনা হলোনা।

www.amarboi.org

ব্যাংক ও বীমার মধ্যে পার্থক্য

(Difference between Bank and Insurance)

সাধারণের মধ্যে বলতে গেলে আমাদের দেশের জনগণের বড় একটি অংশ ব্যাংক ও বীমাকে একই দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। অথচ ব্যাংক ও বীমা দুটোই আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলেও ব্যাংক এবং বীমার মধ্যে মৌলিক কতগুলো পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যগুলো না জানার কারণে বীমা সম্পর্কে একটি বিরূপ ধারণা জনমনে অনেক সময় কাজ করে। ব্যাংক ও বীমায় কি কি ধরনের সেবা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, তা জানা থাকলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে মানুষের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংকের চেয়ে বীমা বেশী সহায়ক ভূমিকা পালন করে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক বেশী ভূমিকা পালন করে। আধুনিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যাংক এবং বীমার ভূমিকা সমান্তরাল বিবেচনা করা হয়। ব্যাংক ছাড়া বীমা ব্যবস্থা চলতে পারে না, আবার বীমা ছাড়াও ব্যাংক চলতে পারে না। সেজন্য একটিকে অন্যটির সম্পূরক মনে করা হয়। কোন কোন অর্থনীতিবিদ ব্যাংক ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেন। বীমায় ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ খোঁজ করলে দেখা যায়, ব্যাংকের চেয়ে বীমায় ইতিহাস প্রাচীন। তাছাড়া এটাও সর্বজন স্বীকৃত যে, পৃথিবীব্যাপী আজ পর্যন্ত যতগুলো বীমা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে, কোনটিই বন্ধ বা দেওলিয়া হয়ে যায়নি। হয়তো সময়ের বিবর্তনে ভিন্ন নামে Converted হয়েছে, একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। ব্যাংকের বেলায় এ ধরণের ঘটনা অনেক রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলেও দেখা যায়, ব্যাংকের বেলায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ব্যাংকের আমানতের জন্য আমানতকারীরা রাজপথে মিছিল-সমাবেশ করেছে এবং আদালতে মামলা দায়েরের ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু বীমার বেলায় এরূপ ঘটনা একটিও পাওয়া যায় না।

www.amarboi.org

নিম্নে ব্যাংক ও বীমার মৌলিক পার্থক্যগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	ব্যাংক	বীমা
১.	তফসিলী ব্যাংকগুলো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে থেকে পরিচালিত হয় এবং এর জন্য পৃথক আইন রয়েছে।	বীমা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনের পরিচালিত হয় না এবং এর জন্য পৃথক অধিদপ্তর ও আইন রয়েছে।
২.	ব্যাংকগুলো টাকার আমানতদার ও দেশের বা দেশের বাইরে যে কোন স্থানে স্থানান্তরের দায়িত্ব পালন করে।	বীমা প্রতিষ্ঠান টাকার শুধুমাত্র আমানত দারের দায়িত্ব পালন করে না এবং এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরের দায়িত্বও পালন করে না।
৩.	লাভ/সুদ বিহীনভাবে ব্যাংকে টাকা জমা রাখা যায়। ব্যাংকে চলতি আমানতের ব্যবস্থা রয়েছে।	লাভ/ বোনাসবিহীনভাবে বা সুবিধাবিহীন বীমায় কোন টাকা গ্রহণ করা হয় নাই। বীমায় চলতি আমানতের ব্যবস্থা নেই।
৪.	ব্যাংকে টাকা জমা নেয়া হয় বাধ্যবাধকতাপূর্ণ কতগুলো শর্তাধীনে।	বীমায় টাকা জমা নেয়া হয় দুটি পক্ষের চুক্তির মাধ্যমে।
৫.	ব্যাংকে অর্থ জমা নেয়া হয় সঞ্চয় ও লাভ বিবেচনা করে।	বীমায় অর্থ জমা নেয়া হয় ঝুঁকির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ দানের শর্তে।
৬.	ব্যাংক টাকা জমা নেয় অনির্ধারিত সময়ের জন্য।	বীমায় টাকা জমা নেয়া হয় নির্ধারিত সময়ের জন্য
৭.	ব্যাংক হচ্ছে অর্থ আমানত ও বিনিয়োগকারী	বীমা হচ্ছে টাকার যোগানদানকারী এবং

www.amarboi.org

	প্রতিষ্ঠান।	বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।
৮.	ব্যাংকে জমা নেয়ার পর জীবন বা সম্পদের ক্ষতির কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে।	বীমা গ্রহণ করার পর ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পদ বা জীবনের ঝুঁকির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
৯.	ব্যাংকের সম্পদ রক্ষার জন্যও বীমা প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে।	বীমা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ রক্ষায় অন্য আরেকটি বীমা প্রতিষ্ঠান (Reinsurance) দায়িত্ব গ্রহণ করে, ব্যাংক সেখানে কোন দায়িত্ব নেয় না।
১০.	ব্যাংক আমানতকারীর মৃত্যুতে নমিনীকে জমা টাকাই ফেরত দেয়।	বীমা প্রতিষ্ঠান বীমাবৃত্তের নমিনীকে পুরো বীমাংক প্রদান করতে সম্মত থাকে। এক্ষেত্রে জমার পরিমাণ যাই হোক পুরো বীমাংক প্রদানের জন্য বীমা প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকে।
১১.	ব্যাংকের লাভ-লোকসান হিসেবে দিন/মাস ও বছরের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।	বীমার প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য কোন পলিসি গ্রহণ করা যায়। পলিসির মেয়াদকালীন কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে মেয়াদপূর্তির পর লভ্যাংশ ও বীমাংক ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে।
১২.	ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে তা যে কোন সময় ফেরত নেয়া যা।	বীমার টাকা যে কোন সময় ফেরত নেয়া যায় না। চুক্তির শর্ত মেনে টাকা ফেরত নিতে হয়।
১৩.	ব্যাংকে সময়ের নিয়ম অনুসরণ না করাতে টাকা বাজেয়াপ্ত হয় না।	বীমায় গ্রাহক কর্তৃক সময়ের নিয়ম অনুসরণ না করার কারণে টাকা বাজেয়াপ্ত হতে পারে।

www.amarboi.org

		যেমন: ১ বছরের কিস্তি দেয়ার পর ১৯৩৮ সালের বীমা আইন অনুযায়ী টাকা ফেরত দেয়ার বিধান নেই। এক্ষেত্রে অবস্থাভেদে তার টাকা বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হয়। অবশ্য ইসলামী বীমায় জীবন বীমার ক্ষেত্রে গ্রাহকের যে কোন অবস্থায় টাকা ফেরত দেয়ার বিধান রয়েছে। কোম্পানী এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ কর্তনের মাধ্যমে টাকা ফেরত দিয়ে থাকে। আবার বিরতির পর বিনা জরিমানায় গ্রাহক তার মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে যে কোন সময় বীমাটি চালু করতে পারেন।

পৃথিবীর কোন কোন দেশে অর্থ মন্ত্রণালয় বীমা সেক্টরকে নিয়ন্ত্রণ করে। পর্যালোচনায় ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণও অনেকে এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছেন। ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশের বীমা সেক্টর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়েছে। এর আগে এটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল।

www.amarboi.org

তাকাফুল মডেল (Takaful Models)[১]

বর্তমান বিশ্বে তাকাফুল ব্যবসায় মূলতঃ দুটি মডেল প্রচলিত রয়েছে- যথাঃ

ক) আল মুদারাবাহ (লাভ-ক্ষতির অংশীদার ভিত্তিক) মডেল

খ) আল-ওয়াকালা মডেল

ক) আল মুদারাবাহ (লাভ-ক্ষতির অংশীদার ভিত্তিক) মডেল এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- মুদারাবাহ তহবিল ও তাবাররু তহবিল পৃথক থাকবে
- মুদারাবাহ তহবিল থেকে বিনিয়োগের মুনাফা পলিসিহোল্ডার ও শেয়ারহোল্ডাগণের মধ্যে নির্ধারিত হারে বন্টন করা হবে।
- তাবাররু ফান্ডোর হার এ্যাকচুয়ারী কর্তৃক নির্ধারণ এবং শরীয়াহ্ কাউন্সিল অনুমোদিত হতে হবে।
- অংশগ্রহণকারীর মৃত্যুতে তার নমিনীকে তাবাররু ফান্ড হতে কেবল মৃত্যুদাবী পরিশোধ করা হবে। এর কোন অংশই জীবিত অংশগ্রহণকারী (বীমাগ্রহীতা) পাবেন না।
- মেয়াদ পূর্তির অংশগ্রহণকারী (বীমাগ্রহীতা) কেবল তার বিনিয়োগকৃত তহবিলের মুনাফার নির্ধারিত অংশসহ মুদারাবাহ ফান্ডে জমাকৃত অর্থ ফেরত পাবেন।
- মুদারাবা মডেলে ব্যবসায়িক খরচ শেয়ারহোল্ডারগণের তহবিল থেকে পরিশোধ করা হবে।
- যাবতীয় বিনিয়োগ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পদ্ধতিতে সম্পাদিত হবে।

---

১. এ দুটো মডেলের বাইরে আরও কিছু মডেল বিশেষজ্ঞগণ পেশ করেছেন যেমন : তিজারাহ মডেল, আওকাফ মডেল ইত্যাদি, সেগুলো এখনও প্রচলনের তথ্য পাওয়া যায় না।

www.amarboi.org

মুদারাবা মডেলে চাঁদা অর্জন থেকে লাভ বন্টন পর্যন্ত হিসাব প্রণালী

প্রিমিয়াম/চাঁদা		×××
(+) বিনিয়োগের মুনাফা		×××
মোট আয় (ক)		×××
(−) পি.এ এবং পি.এস এ থেকে প্রদান	×××	
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	×××	
মোট ব্যয় (খ)		×××
তাকাফুল ফান্ড (ক-খ)		×××
এ্যাকচুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশনে দায়		×××
কর পূর্ববর্তী মুনাফা/ সার্প্লাস		×××
শেয়ারহোল্ডারগনের অংশ		১০%
বীমাগ্রহীতারগণের অংশ		৯০%

(খ) আল-ওয়াকালা[১] মডেল এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

- ব্যবসা সংগ্রহ এবং অন্যান্য খরচের জন্য অংশগ্রহণকারী (বীমাগ্রহীতা) এর জমাকৃত প্রিমিয়াম থেকে নির্ধারিত হারে কর্তন করা হবে।
- মুদারাবাহ তহবিল ও তাবাররু তহবিল পৃথক থাকবে।
- রিস্ক প্রিমিয়াম অর্থাৎ তাবাররু-এর হার এ্যাকচুয়ারী কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে।
- অংশগ্রহণকারী (বীমাগ্রহীতা) এর মৃত্যুতে তার নমিনীকে তাবাররু তহবিল হতে মৃত্যুদাবী পরিশোধ করা হবে। সাথে বাণিজ্যিক তহবিলে জমাকৃত অংশ মুনাফাসহ ফেরত দেয়া হবে।
- মেয়াদ পূর্তিতে অংশগ্রহণকারী (বীমাগ্রহীতা) কেবল তার বিনিয়োগকৃত তহবিলের মুনাফার নির্ধারিত অংশসহ মুদারাবা ফান্ডে জমাকৃত অর্থ ফেরত পাবেন।

১. ওয়াকালা আরবী শব্দ। এ শব্দ আরবী 'উকিল' শব্দ থেকে পরিবর্তিত। এর অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা, দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি।

www.amarboi.org

- পলিসির বিপরীতে অংশগ্রহণকারী (বীমাগ্রহীতা) তাদের মুদারাবা তহবিল থেকে নির্ধারিত অংশ কর্জে হাসানাহ অথবা বিনিয়োগ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন।
- সকল বিনিয়োগ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পদ্ধতিতে সম্পাদিত হবে।
- ওয়াকালা মডেলে Wing Business বা তাকাফুল প্রকল্প ব্যবসার কোন বিধান নেই।

আল ওয়াকালা মডেলে চাঁদা অর্জন থেকে লাভ বন্টন প্রণালী

প্রিমিয়াম/চাঁদা		×××
(+) বিনিয়োগের মুনাফা		×××
মোট আয় (ক)		×××
(−) পি.এ এবং পি.এস এ থেকে প্রদান	×××	
ওয়াকিলের ফিস	×××	
মোট ব্যয় (খ)		×××
তাকাফুল ফান্ড (ক-খ)		×××
এ্যাকচুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশনে দায়		×××
কর পূর্ববর্তী মুনাফা/ সার্প্লাস		×××
বীমাগ্রহীতারগণের অংশ		১০০%

www.amarboi.org

তাকাফুল ও তাওয়াক্কুল

আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন-

وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان

এবং তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করো কল্যাণময় ও আল্লহর প্রতি ভয় রক্ষার কাজে এবং পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা কখনই করবে না পাপ ও আল্লাহ দ্রোহিতামূলক কাজে।" (মায়েদা-২)

পরস্পর সদোপদেশ দেয়া ও উৎসাহিত করা কুরআনের দৃষ্টিতে এ কাজ অত্যন্ত মহৎ এ কাজ যারা করবে ইহকাল ও পরকালে তারাই ভাগ্যবান। এ প্রসঙ্গে রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেন,

الساعي علي الأرملة والمسكين كالساعي في سبيل الله (بخاري و مسلم)

"বিধবা ও মিসকীনের সাহায্য কাজে চেষ্টাকারী ও উদ্যোগ গ্রহণকারী এবং ব্যবস্থাকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারী ব্যক্তি সমমর্যাদাসম্পন্ন।" (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সঃ) আরো বলেনঃ

"তোমরা যদি আল্লাহর উপর ভরসা রাখো যেমন তার উপর ভরসা রাখা বাঞ্ছনীয় তাহলে তোমাদের তেমনভাবে রিযিক দেয়া হবে যেমন রিযিক দেয়া হয় পাখীকুলকে। ওরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় আর সন্ধ্যা বেলা ভরা পেট নিয়ে ফিরে আসে।" (হাদীস)

আল্লাহপাক কুরআন মজীদে বলেন ঃ

وما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين .

www.amarboi.org

"পৃথিবীতে চলনশক্তিসম্পন্ন কোন জীবনই এমন নেই যার রিযিক পরিবেশনের ব্যবস্থা করা আল্লাহর দায়িত্বভুক্ত নয়। তিনিই জানেন প্রাণীকুলের অবস্থান এবং চূড়ান্ত পরিণতি লাভের স্থান। সব কিছুই স্পষ্ট বর্ণনাকারী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ"। (হুদ ঃ ৬)

এখানে এটা পরিষ্কার যে, সমস্ত প্রাণীকুলের জন্য রিযিক বরাদ্দ রয়েছে। তবে সেটিকে আহরণ করতে হবে। অনেকের ধারণা অনায়াশেই রিযিক চলে আসবে। সারাদিন ঘরে বসে আল্লাহ আল্লাহ করলে কারো ধারণা অটোমেটিক আসবে না, আনতে হবে। জমিতে ফসল বুনে চুপচাপ বসে থাকলে বিঘায় ৫০ মণ ধান চলে আসবে না। নিড়ানি, সার, পানি ও কীটনাশক দিতে হবে। তারপর ৫০ মণ ধান আসতে পারে। এটা যেমনি ঠিক তেমনি এটাও ঠিক যে, একটানা বছরের পর বছর আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে মান্না-ছালোয়া নাজিল করেছেন। মানুষ বছরের পর বছর তা খেয়েছে। চাষাবাদ করতে হয়নি। তাওক্কালের এ দু' অবস্থার ইসলামী সমাধান অত্যন্ত চকৎকার। যেমন ধরুন, দেশে জরুরী আইনের সময় বা সামরিক আইনের সময় অন্য আইন বা সংবিধান কার্যকর থাকে না। তেমনি আল্লাহ কখন মানুষকে অটোমেটিক খাবার দিবেন আর কখন মানুষ তার রিযিক আহরণ করবে সেটা পরিস্থিতিই বলে দেবে।

হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জামরী (রাঃ) রাসূল করিম (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন- আমি যে উটে সওয়ার হয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি সেটাকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো, না রশি দিয়ে বেঁধে রেখে তারপর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবো? জবাবে রাসূল (সঃ) বললেনঃ

بل قيد وتوكل

" না, আগে উটটিকে রশি দিয়ে বাঁধ ও সেই সাথে তাওয়াক্কুল কর।"

তাওয়াক্কুল এর ব্যাপারে সমাজে দুটি মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে বৈষয়িক উপায়- উপকরণের উপর পূর্ণ মাত্রায় নির্ভর করা। আর অন্যটি হলো, আল্লাহর উপর ভরসা করে আধুনিক উপায়-উপকরণ পরিহার করা।

www.amarboi.org

ইসলাম এই দুই খামখেয়ালী মানসিকতার কোনটিকেই গ্রহণ করেনি বরং ইসলামের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আল্লাহর ওপর পূর্ণ মাত্রায় আস্থা রেখেই বাস্তব উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে হবে।

রাসূলে করিম (স.) যখন শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধে যেতেন, তখন তৎকালীন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যেতেন। হেরা গুহায় ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে ধ্যান করার সময় নিজে খাদ্য-পানীয় নিয়ে যেতেন না, মা খাদিজা (রাঃ) দিয়ে আসতেন। এতে কি বোঝা যায় যে, তার তাওয়াক্কুলের অভাব ছিল? তা নয়, বরং রাসূল (সঃ) বাস্তব উপায়-উপরকণ গ্রহণ করেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছেন।

বীমার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা রহিত হয়ে যায় না। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ক্ষতি ও বিপদের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে বীমা করার সাথে সাথে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা, এতেই মানুষের কল্যাণ। মানুষের বিপদ ও আপদ আসে কোন না কোন অসিলার মাধ্যমে। আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ) কে বলেন ঃ "লাঠি দিয়ে পানিতে আঘাত কর" তারপর পানি দিয়ে রাস্তা তৈরী হল। আল্লাহ বললেন, "লাঠি ছেড়ে দাও"- লাঠি সাপ হয়ে গেল।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে এমনিতেও পানির ভেতর রাস্তা তৈরী করতে পারতেন বা সাপ বানাতে পারতেন। লাঠির দরকার হলো কেন? কিন্তু আল্লাহ তাঁর নেজাম বা শৃংখলার ব্যতিক্রম করেন না। একটা অসিলা দাঁড় করানোর মাধ্যমে কোন কাজ করার বা হওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞায় বলেন,

إن التوكل علي الله ليس في ترك الأسباب التي وضعها الله بل التوكل هو تفويض الأمر إلي الله في إنجاح هذه الأسباب .

অর্থ 'আল্লাহর নিয়মিত বাস্তব উপকরণ পরিহার করাই তাওয়াক্কুল নয়। সেগুলো গ্রহণ করে সেগুলোর সাফল্যের ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে তাওয়াক্কুল' [১]।

---

১. আল মুখতারু মিন কানজি সুন্নাতুন নুবুয়াতি পৃঃ ১৬।

www.amarboi.org

আফগানীরা আমেরিকানদের কাছে হেরে গেল এর অর্থ কি আফগানীদের ঈমানের জোর কম ছিল? কম ছিল না। এই আফগানরাই দীর্ঘ ৯ বছর পরাশক্তি রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিল এবং রাশিয়ার অবস্থান ছিল আমেরিকানদের চাইতে কাছে। সকল আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী দেশ রাশিয়া। তারপরও রাশিয়াকে হারতে বাধ্য হতে হয়েছিল। রাশিয়া মন্তব্য করেছিল, আফগান- আমেরিকা যুদ্ধ চলবে যুগের পর যুগ, তবুও শেষ হবে না।

"কারণ আফগান যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের।" বাস্তবে আমরা কি দেখলাম? যুদ্ধ চলল মাত্র আড়াই মাস। যুদ্ধ বলবো না, কারণ যুদ্ধ বলতে বোঝায় দু'পক্ষের প্রচণ্ড মারামারি। এটা মারামারি হয়নি, হয়েছে একপক্ষের মারধর। আমেরিকান উন্নত প্রযুক্তির কাছে আফগানীদের রাইফেলগুলো ছিল অসহায়। অথচ আমেরিকানরা হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে এসে যুদ্ধ করেছে। এতে একপরাশক্তি সীমান্তবর্তী দেশ হয়েও ৯ বৎসর যুদ্ধ করে হেরে গেল। আর এক পরাশক্তি আড়াই মাস যুদ্ধ করে জিতে গেল। প্রকৃত কারণ আল্লাহ ভাল জানেন। তবুও এর কারণ হিসেবে বলা যায় এক হল ইস্যু, দ্বিতীয় হল রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল সমান। রাশিয়া যা ব্যবহার করেছে আফগানীরাও তা করতো, তবে সংখ্যায় কম ছিল। এক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য নিশ্চয়ই ছিল।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يا أيها النبي حرض المؤمنين علي القتال إن يكن منكم عش-رون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون .

হে নবী! মুসলমানগণকে কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দান কর তোমাদের কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলেই তারা দুশত জনের উপর বিজয়ী হবে আর যদি তোমাদের একশ জন থাকে তবে এক সহস্র কাফেরের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা বোধহীন জাতি। *(সূরা আনফাল-৬৫)*

আল্লাহর রাসূল নিজে যুদ্ধে গেছেন মাথায় লোহার হেলমেট, ঢাল, তলোয়ার, তীর, ধনুক (তৎকালীন আধুনিক অস্ত্র) হাতে নিয়ে যুদ্ধ

www.amarboi.org

করেছেন। বদরে ৩শ' জন এক হাজার জনের উপর বিজয় পেয়েছেন, উহুদে তিন হাজার জনের উপর এক হাজার জনে বিজয় পেয়েছেন। প্রযুক্তি ছিল সমান, শুধু সংখ্যায় ছিল কম, আল্লাহ মদদ করেছেন।

ভাবনার বিষয় হচ্ছে, রাসূলের যুদ্ধে যাবার দরকার কি? ঈমানের জোরে হাতের ইশারায় সব কাবু করে দিতে পারতেন না? এটা আল্লাহর নেজাম নয়, আল্লাহ সচরাচর কোন নিয়ম ভঙ্গ করে করেন না। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে কোন কারণ ছাড়া করতে পারেন এটাও ঠিক। আল্লাহ সচরাচর বেশীর ভাগ মানুষের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেন। ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ইচ্ছটা কি আল্লাহ সে দিকেই ফায়সালা দেন। আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্প আরও ভাল করতে পারতো, কারণ হচ্ছে ইহুদিরা আমাদের কোটা দিচ্ছে না। আমরা কি পরিমাণ ব্যবসা করতে পারি বা করার সুযোগ রয়েছে আমাদের দেশের জনগণ জানে না। বিদেশীরা শুধু ইন্স্যুরেন্স খাত থেকে প্রতি বছর প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা নিয়ে যায়। অন্যান্য ব্যবসার কথা বাদই দিলাম। আমাদের দেশের জনগণের কি সাবলম্বী হবার কোন প্রয়োজন নেই? আমাদের টাকা দিয়েই তারা আমাদেরকে গায়েল করে। এ চেতনাবোধ বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে আজ জাগ্রত হয়েছে। সুতরাং আমাদের আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল ঠিক রেখেই চলমান বিশ্বের সবকিছ কে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বীমা সেক্টরকে সে নিরীখেই মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ আমাদের বিপরীতে অবস্থান কারীদের মোকাবেলা করতে হবে সাবলম্বীতার দ্বারা।

আমরা যদি আল্লাহত্ম ওপর ভরসা করে নেমে পড়ি, আল্লাহর সাহায্য আসবেই - এমন ধারনা দৃঢ়ভাবে পোষণ করাই মুসলমানদের দায়িত্ব।

www.amarboi.org

ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে 'আল-আকিলা' এবং 'কিফলুন' ধারণা

'আল আকিলা' এবং 'কিফলুন' দুটো শব্দই আরবী। আকিলা অর্থ হলো অন্যায়ভাবে হত্যার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। এটি প্রাচীন আরবের একটি ফৌজদারী আইন। তৎকালীন প্রচলিত প্রথার কারণে হুজুর পাক (সঃ) ঐ আকিলা প্রথার দ্বারাই হত্যার ক্ষতিপূরণের রায় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ইসলামের পরিপূর্ণতার পরে মদিনার রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনে যখন সূরা বাকারার ১৭৮-১৭৯ এবং সূরা নিসার ৯২ নং আয়াতে কেসাসের নির্দেশ এসে গেল তখনও আকিলা প্রথায় বিচার করেছেন, ক্ষতিপূরণ আদায় করেছেন-এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া আকিলা অবস্থার কোন প্রিমিয়াম ছিল না। আর হত্যাকারীর আত্মীয়রা মৃত ব্যক্তির অথবা হুজুর (সঃ) এর সাথে ক্ষতিপূরণের জন্য আগাম কোন চুক্তিও করেনি। এটি ছিল রাষ্ট্রীয় বা সমাজবদ্ধ ফৌজদারী দণ্ডবিধির একটি ধারা। তবে এর থেকে ক্ষতিপূরণের একটি সাদৃশ্যপূর্ণ ধারণা লাভ করা গেলেও পদ্ধতিগত কোন সূত্র এখান থেকে লাভ করা সম্ভব নয় বলে অনেকে মনে করেন। তবুও আকিলা শব্দটি দিয়ে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ বীমার উৎস দলীল হিসেবে একে উপস্থাপন করেছেন।

বীমার ক্ষেত্রে আকিলা ও কিফলুন শব্দদ্বয়ের প্রয়োগসূত্রকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। রক্তপণ বা দিয়াত আশা করার জন্য সেভাবে সকলের নিকট থেকে অর্থ দেয়া হতো তেমনিভাবে বীমা ব্যবস্থায়ও সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একে অন্যের সহযোগিতা করা যায়। সে জন্য আকিলা শব্দের সূত্র গ্রহণযোগ্য। 'কিফলুন' শব্দের দর্শন থেকে বীমার পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে। 'কিফলুন' শব্দ থেকে 'তাকাফুল', কাফালাহ্ শব্দদ্বয়ের উৎপত্তি, যার অর্থ হলো অন্যের প্রয়োজনে সাহায্য

www.amarboi.org

করা বা জামিনদার হয়ে যাওয়া। এসব কারণে ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ দু'টি শব্দকেই উৎস দলীল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

'কিফলুন' শব্দের ব্যাখ্যার প্রয়োগ উল্লিখিত দু'টি বিষয় কেন্দ্রিক প্রয়োগ করার জন্য আমাদের নীতিবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বীমার ব্যাপারে আমরা 'কিফলুনের' সোজাসুজি (Lateral) অর্থই গ্রহণ করতে পারি। 'আল-কুরআনের' একাধিক আয়াতে 'কিফলুন' শব্দের ব্যবহার আল্লাহ পাক করেছেন। সূরা ত্বাহার ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর বোনের মুখ দিয়ে বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির খোঁজ দিব যে এই শিশুর লালন-পালন ভালভাবেই করবে? সূরা নিসার ৮৫ নম্বর আয়াতে যে 'কিফলুনের' (শব্দের) ব্যবহার হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ "যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তার থেকে অংশ পাবে আর যে খারাপ কাজের সুপারিশ করবে সেও তা থেকে অংশ পাবে"। সূরা আম্বিয়া ৮৫ নং আয়াতে কাজের সুপারিশ করবে সেও তা থেকে অংশ পাবে"। সূরা আম্বিয়া ৮৫ নং আয়াতে যে 'কিফলুন' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে " আর এ নেয়ামত ইসমাইল, ইদরীস, ও যুলকিফলকে দিয়েছি"। সূরা কাসারের ১২ নম্বর আয়াতে যে "কিফলুন' শব্দের ব্যবহার এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে " "আমি কি তোমাদের এমন গৃহের সন্ধান করে দেব যার লোকেরা এর (শিশু মুসার) লালন- পালনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং কল্যাণ কামনা সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে"? অবশ্য এই সব অর্থের ব্যবহার বিভিন্ন প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে করা হয়েছে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালে হুবহু আজকের বীমা ব্যবস্থার আদলে না হলেও বিপদে, সম্পদের ক্ষতিসাধনে, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ততায়, যুদ্ধে নিহত হওয়ার কারণে রাষ্ট্র বা সম্মিলিত তহবিল (বায়তুল মাল) থেকে সাহায্য-সহানুভূতি করার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ইসলামের এ শিক্ষা থেকে ইহুদীরা প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় উদ্ভব করে পৃথিবীর বিশাল অংকের সম্পদ তাদের কাছে পুঁজিভূত করে। মুসলমানেরা সেখানে নির্বিকার থেকে যায়।

www.amarboi.org

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এ নিয়ে অনেক চিন্তা, গবেষণা হয়েছে। ইসলামী বীমা জায়েজ, এ বিষয়ে আল্লাহা ইকবাল (র.) মাওলানা মওদূদী (র.), মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), মুফতী মোঃ শফি (রহ.) মাওলানা আব্দুর শব্দের পরোক্ষ উৎস দ্বারা জীবন বীমাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ ধরনের কাজ মোমেনদের নেক কাজের মধ্যে হবে, যদি উদ্যোক্তারা শরীয়াতের বিধির মধ্যে থেকে বিবেচনা করেন।

গত শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসে অমুলসমানদের জীবন বীমার বিষয়টিকে Islamisation করার উদ্দেশ্যে 'কিফলুন' শব্দের প্রয়োগ ও আকীলা শব্দের পরোক্ষ উৎস দ্বারা জীবন বীমাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ ধরনের কাজ মোমেনদের নেক কাজের মধ্যে গণ্য হবে, যদি উদ্যোক্তারা শরীয়াতের বিধির মধ্যে থেকে বিবেচনা করেন।

আল্লাহ পাক সূরা লোকমানের ৮ নম্বর আয়াতে মোমেনদের উদ্দেশ্য করে বলেন "অবশ্য যারা ঈমান 'আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য নেয়ামতের পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহ নির্দিষ্ট রয়েছে।" (৩১.৮) ঐ আলোকে বীমা ব্যবসাকে যদি শরীয়াতের আদলে সাজানো যায়, তাহলে তা নেক কাজ ও ইবাদতের মধ্যে গন্য হতে পারে।

তাকাফুল শব্দটির মৌলিক প্রয়োগের প্রয়োজনে একটি আর্থ-সামাজিক দিকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় অথবা মৃত্যুর পরে রেখে যাওয়া ওয়ারিশদের অর্থনৈতিক সুবিধাদির জীম্মাদারী কাকে দেয়া যায়, এই বিবেচনা থেকেই বীমার প্রশ্নটি উঠেছে। সেক্ষেত্রে ঐ জীম্মাদারীটিকে নিশ্চিতকরণের (Insure) বিষয়টি বীমাকারীর মুখ্য হয়ে উঠে। তবে শরীয়তের দর্শনের মধ্যে থেকে বীমাবৃতকে প্রদেয় অর্থ "ক্ষতিপূরণের" মানবিকতায় নয়; বরং সাহায্য ও সহযোগিতার আদলেই অর্থ প্রদান করতে হবে। কারণ ক্ষতিপূরণ শব্দটি কিফলুনের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার না করে পরোক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন হবে।

www.amarboi.org

আর এ জন্য বীমাপত্রের শর্তাদী শরিয়তের অনুকূলে এমন হতে হবে, যাতে ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত হয়ে না যায়। সালাতের দাওয়াত যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দিতে হয়, বীমার বিষয়টিও ঐ দর্শন বিবেচনা করলে রেজেকের মালিক যে আল্লাহ ঐ বুঝটি খোদাভীরুতার আওতায় এসে যাবে। সে ক্ষেত্রে বীমাবৃতও পাওনার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে। আর সেখানে বীমাপত্রের শর্তে নিচের বাক্যগুলো ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন।

১. আমি এবং আমার ভাইয়ের (অন্য যারা অংশগ্রহণকারী) সাহায্যার্থে প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিচ্ছি।
২. বীমা পত্রের প্রদেয় অর্থের পূর্ণকালেপ্রাপ্ত হবার পরে আমি শুধু মূল টাকার এবং এর মুনাফাই পাবার অধিকারী হবো।
৩. আমি প্রিমিয়ামের আংশিক টাকা জমা দেয়ার পরে যদি মারা যাই তবে আমার ওয়ারিশ বীমাপত্রে প্রদেয় টাকা মুনাফা এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যাদী আমার ওয়ারিশগণ শরিয়াহ্ সম্মত অংশে পাবে।

তাছাড়া এ দুটো শব্দই নয়, কুরআন- হাদীস, ইজমাহ ও কিয়াসের শর্ত পালন করে ইসলামী বীমা চালু করা সম্ভব। এজন্য গবেষণা প্রয়োজন। এত বড় একটি বিষয়কে দুটি শব্দ দিয়ে মূল্যায়ন করার যথেষ্ট নয়। আরও ব্যাপক ভিত্তিতে একে মূল্যায়ন করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'বীমা পলিসি গ্রহণকারীর মৃত্যুর পর তার জমাকৃত সমস্ত টাকা উত্তরাধীকারীদের দেয়া হবে এবং শরিয়াতের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক ঐ টাকা কেবল মাত্র উত্তরাধিকারদের মধ্যেই বণ্টন করা হবে। ঐ দুটো কথা যারা মেনে নেবেন কেবল তাদের জীবন বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে।

সূরা লোকমান জান্নাতপ্রাপ্তির শর্তে যে সৎকাজের উল্লেখ আছে বীমাকরণের ব্যাপারে ঐ দৃষ্টিভংগীর দৃঢ়বিশ্বাস থাকতে হবে। কারণ বীমা ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে এবং সাংগঠনিক পদ্ধতিতে একটি আন্দোলনে রূপ

www.amarboi.org

নিয়ে সাহায্যের জীম্মাদারীতে সাধারণ মানুষের আস্থা সৃষ্টি হতে পারে। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিকোণে বীমার বিবেচনা করা হলে তাতে শিরক, জুয়া, সুদ এবং অনিশ্চয়তা ইত্যাদির কারণে বিষয়টিকে Islamization করণ কঠিন হয়ে পড়বে। সেজন্য আমাদের প্রচলিত বীমার বিকল্প হিসেবে পরিভাষা, পদ্ধতি, মুনাফা ও সেবা সকল দিক থেকেই ইসলামী শরীয়াহর অনুসরণ করতে হবে। আর এ কাজটি করা সম্ভব। তার জন্য একদল প্রশিক্ষিত জনশক্তির প্রয়োজন। প্রচলিত বীমার উপাদান দিয়ে শুধু মাত্র নামসর্বস্ব ইসলামীকরণে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করা যাবে না। যেহেতু দেশে প্রচলিত আইন-কানুনের জটিলতা রয়েছে। সেজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আইনের সংস্কার করে ইসলামী বীমাকে শরীয়াহ মোতাবেক চালানোর উপযোগী আইন তৈরী করতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানী সর্বত্র ইসলামী পদ্ধতি চালুর জন্য আইনের সংস্কার প্রয়োজন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখনও তা করা হয়নি। ইসলামী অর্থনীতি যেহেতু কল্যাণমূলক যতদ্রুত সম্ভব ইসলামী অর্থনীতির ধারক বাহক কোম্পানী ও সংস্থাগুলোতে এর প্রচলনে মুসলিম উম্মাহকে বিশেষ করে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

www.amarboi.org

গারার অবশ্যই পরিত্যাজ্য

"গারার" الغرر একটি আরবী পরিভাষা। অনিশ্চিত বিষয়কে গারার বলা হয়ে থাকে। যে সকল লেনদেনে অনিশ্চয়তার উপাদান থাকে সে সমস্ত লেনদেন ইসলামে নিষিদ্ধ। বীমার ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে বিষয়বস্তুর অনিশ্চয়তা থেকেই গারার-এর উদ্ভব ঘটে। এ জাতীয় চুক্তিপত্রে বীমাকারী একটি নির্ধারিত অংকে প্রিমিয়াম দিতে সম্মতি প্রদান করেন এবং বীমা কোম্পানী এর বিপরীতে এরূপ আশ্বাস প্রদান করে যে, আকস্মিক বিপত্তি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির কারণ ঘটলে নির্দিষ্ট অংকের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। কিন্তু বীমাবৃতকে জানানো হয় না যে, বীমা কোম্পানী কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ক্ষতিপূরণের আর্থিক পরিমাণ যা তাকে দেয়া হবে এবং তা কিভাবে অর্জিত হবে। ইসলামী ফিকহ একাডেমীর মতে, প্রচলিত বাণিজ্যিক বীমা চুক্তির অধীনে বীমা কোম্পানীসমূহ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম গ্রহণ করে বীমা চুক্তি করে, যা অত্যাধুনিক এবং আর গারার ঐ চুক্তিকে বাতিলযোগ্য করে যা ইসলামী শরীয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ। ফিকহ একাডেমীর বক্তব্য নিম্নরূপ-

'The commercial insurance contract with the fixed premium offered by commercial insurance companies is a contract that contains excessive and hence contract invalidating gharar, it is forbidden by the shariah.[১]

ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক কোন চুক্তিতে আল ঘারার থাকলে তা বাতিল হয়ে যাবে, যদি প্রথমতঃ তা কোন আর্থিক চুক্তিতে থেকে থাকে, দ্বিতীয়তঃ চুক্তির কোন প্রভাব যদি খুব বড় ও ব্যাপক হয়, তৃতীয়তঃ চুক্তির কোন পক্ষের স্বার্থে আঘাত করে; এবং চতুর্থতঃ এ ধরনের চুক্তির তেমন কোন যৌক্তিক প্রয়োজন না থাকে।

---

১. প্রবন্ধ, ডঃ মাহমুদ আহমদ, ঢাকা- ২০০৩।

www.amarboi.org

পক্ষান্তরে, কয়েকটি অবস্থায় 'আল গারার' উপাদান বীমা চুক্তি বাতিল না হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে। প্রথমতঃ যদি সমাজের একটি অংশ সমাজের সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য যৌক্তিকভাবে এবং বাস্তবতার নিরিখে বীমা চুক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ যদি বীমা চুক্তি ছাড়া অন্য কোনভাবেই কারো স্বার্থ ঠিকমত রক্ষা করা না যায়; এবং তৃতীয়তঃ যদি বীমা লেনদেনগুলো সমবায় বা পরস্পরের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে হয়।

সাধারণ অর্থে গারার বলতে বুঝায় যার চেহারা সুন্দর, দেখতে ভাল কিন্তু ভেতরে নোংরা বা ঘৃণ্য করার মত কিছু রয়েছে। সুন্দর কথা বলে বা সুন্দর চুক্তির মাধ্যমে অন্যকে ঠকানোই হচ্ছে গারার। ব্যবসায়িক প্রতারণা এবং জালিয়াতি গারার-এর আওতায় পড়ে। যে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না সে বিষয়ে গারার রয়েছে। যেমন পানিতে মাছ কিংবা আকাশে পাখি। যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে তবে বৈশিষ্ট বা গুণাগুণ ভালভাবে জানা নেই সে জিনিসে গারার আছে। যেমন ঃ যখন বিক্রেতা কোন জিনিস প্যাকেট না খুলে বিক্রি করে। এভাবে গারার এবং অজ্ঞতা কোন ক্ষেত্রে সাধারণভাবে থাকে আর কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে থাকে। এ কারণে গারার নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইমাম ও ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়, যেমন ঃ

১. হানাফী মাযহাব মতে যার ফলাফল গোপন তা-ই গারার।
২. শাফেয়ী মাযহাব মতে যার প্রকৃতি এবং ফলাফল উভয় গোপন তা-ই গারার। শাফী মতবাদের বিশেষজ্ঞদের আরও একটি ভিন্ন মত রয়েছে। যেমন ঃ যে বিষয়ে দু'টি সম্ভাবনা থাকে যার একটি কম কাংখিত এবং অন্যটি বেশী কাংখিত।
৩. হাম্বলী মাযহাব মতে-গারার হচ্ছে যার ফলাফল অজানা এবং যার অস্তিত্ব আছে কি নেই বলা মুশকিল, তাই তা সরবরাহের অযোগ্য।
৪. ইবনে হাজাম (রঃ)-এর মতে- গারার হচ্ছে তা যা একজন ক্রেতা নিশ্চিতভাবে না জেনে ক্রয় করে এবং একজন বিক্রেতাও অনিশ্চিতভাবে না জেনে বিক্রি করে।

www.amarboi.org

৫. অন্যান্য আলেমের মতে, সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- গারার বিক্রয় চুক্তি হলো এমন একটি ব্যাপার যেখানে ঝুঁকি আছে এবং সে ঝুঁকি চুক্তির এক বা একাধিক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সম্পদের লোকসান ঘটায়।

৬. প্রফেসর মুস্তফা আল যারকা আরও সুন্দর করে বলেছেন- "গারার হচ্ছে সম্ভাব্য বস্তুর বিক্রয়, যার অস্তিত্ব এবং গুণাবলী নিশ্চিতভাবে জানা নেই। কারণ সেখানে এমন ঝুঁকি বিদ্যমান যা ব্যবসায়কে জুয়া খেলার শামিল করে তোলে"। প্রফেসর যারকার সংজ্ঞাটি গারার-এর ব্যাপারে আমাদের ধারণাকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলে। ইসলামী বীমার বাস্তবায়নের জন্য তাঁর এই সংজ্ঞা প্রনিধানযোগ্য।

গারারকে ভালভাবে বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমনঃ দুজন ব্যবসায়ী একটি জাহাজে করে মাদ্রাজ থেকে চট্টগ্রাম রওনা হলো। তাদের একজন কাপড় এবং অন্যজন খাদ্য নিয়ে যাচ্ছে বিক্রি করার জন্য। চট্টগ্রামে এসব কাপড় ও খাদ্য বিক্রি করে তারা খেজুর ক্রয় করবে এবং ঐ খেজুর নিয়ে বিক্রি করে তারা লাভবান হবে। পথিমধ্যে জাহাজে তারা একে অন্যের পণ্য সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলো এবং একজনের মনে হলো, তার নিজের পণ্যের চেয়ে অপর জনের পণ্যের মূল্য বাজারে বেশী পাওয়া যাবে। ঠিক অপরজনেরও একই কথা মনে হলো। তাদের উভয়ের এ মনোভাবের কারণে তারা আলাপ-আলোচনা করে পণ্য বিনিময় করতে সম্মত হলো। পরস্পরের সম্মতিতে তারা জাহাজে বসেই পণ্য বিনিময় করে ফেললো। এরূপ পণ্য বিনিময় বৈধ।

এখানে লক্ষণীয় যে, বাজারে তাদের নিজ নিজ পণ্যের মূল্য সম্পর্কে ধারণা তাদেরকে জাহাজে বসেই পণ্য বিনিময় করতে উৎসাহিত করেছে। তাদের ধারণা ছিল বাজারে তারা উভয়েই বেশী লাভবান হবে। তারা চট্টগ্রাম পৌছাবে তখন সর্বোচ্চ দামে পণ্য বিক্রয়ের চেষ্টা করবে এবং ঐ অর্থ দ্বারা খেজুর ক্রয় করবে। জাহাজে তাদের পণ্য বিনিময় তাদের নগদে লাভবান করেনি। কিন্তু খেজুর ক্রয়ের প্রেক্ষিতে ঐ পন্য বিনিময় তাদের নগদে লাভবান করেনি। কিন্তু খেজুর ক্রয়ের প্রেক্ষিতে ঐ পণ্য বিনিময়

www.amarboi.org

থেকে তাদের একজন জিতেছে এবং অপর জন ঠকেছে। জাহাজে তারা পণ্য বিনিময় না করলে নিজ নিজ পণ্যের বিক্রয়ের মূল্য দিয়ে যে পরিমাণ খেজুর ক্রয় করতে পারতো এখন পণ্য বিনিময়ের ফলে তা পারছে না। তারা চট্টগ্রামের বাজারে পণ্য বিক্রয়ের অগ্রিম ঝুঁকি জাহাজে বসেই গ্রহণ করেছে এবং পণ্য বিনিময়ের ফলে ঐ ঝুঁকিরও বিনিময় হয়ে গেছে। এরূপ অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণের ফলে এ ক্ষেত্রে গারার-এর উদ্ভব ঘটেনি। কেননা উভয় পক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে নির্দিষ্ট অংকের নগদ অর্থ লোকসান দেয়া বা লাভ না হওয়ার ঝুঁকি নেয়নি। যদিও লাভ-লোকসানের ঝুঁকি চট্টগ্রামের বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

আমরা জানি, ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক বীমা কোম্পানী পরিচালনার জন্য তিনটি বিষয় ঃ গারার (অনিশ্চয়তা), মাইসির (জুয়া) ও রিবা (সুদ) দূর করার নিশ্চয়তা বিধান করতে হয়। বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে গারার উপাদানটি দূর করার জন্য আমরা বাধ্য, যদি আমরা মনেপ্রাণে ইসলামী বীমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তা ছাড়া বীমা চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে গারার-এর কোন উপাদান থাকার সুযোগ নেই। সেজন্য প্রিমিয়াম আদায়কালে গ্রাহক বা অংশগ্রহণকারীর কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ গ্রাহকের জমাকৃত টাকার নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামী বীমা কোম্পানীর দায়িত্ব। তৃতীয়তঃ বিনিয়োগ করার পর লভ্যাংশ অংশগ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা বিধান করা। এসব দিক বলতে-শুনতে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়। এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। এ কথাগুলো ইসলামী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের ব্যাপারে দায়িত্বশীল মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী, "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করো না, জেনে-শুনে আর সত্য গোপন করো না"। (বাকারা) এর মর্মানুয়ায়ী মনে রাখা উচিত কোন অবস্থাতেই যেন গারার, মাইসির ও রিবার জঘন্য গুনাহ আমাদের পেয়ে না বসে। এ কাজের দায়িত্ব কারও উপর বর্তালে ভূল হবে। এটা সকলের দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট সকলে চেষ্টা করলে এসব শরী'আহ বিরুদ্ধ উপাদান দূর করা সম্ভব।

www.amarboi.org

সুদ ও ইসলামী অর্থনীতির বিধান

সুদ প্রচলিত বাংলা শব্দ। আরবীতে একে রিবা (الربي) বলা হয়। ইংরেজীতে Interest, Usary, Access ইত্যাদি বলা হয়। সুদের লেনদেন করা এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াবলী ইসলামী অর্থনীতিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে সুদকে (الربي) নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ বেশী, বৃদ্ধি, বিকাশ, চড়া প্রভৃতি অর্থ ও ভাবার্থ করা যেতে পারে। তবে কুরআনুল কারীমে বৃদ্ধি, বিকাশ ও বেশী অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা সুদকে হারাম করার কঠোর আদেশ সম্বলিত আয়াত নাজিল করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে।

يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربي إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم .

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো আর লোকদের কাছে তোমাদের যা কিছু সুদ অবশিষ্ট পাওনা রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও। আর যদি তোমরা তওবা করে নাও, তাহলে তোমাদের মূলধন ফেরত পাওয়ার অধিকার তোমাদের আছে। (বাকারা-২৭৮)

وما أتيتم من ربي ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله

যে সুদ তোমরা দিয়েছ এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে আল্লাহ্র কাছে তার সাহায্যে ধন বৃদ্ধি হয় না। (আর রুম-৩৮)

الذين يأكلوا الربي لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربي , وأحل الله البيع وحرم الربي .

www.amarboi.org

যারা সুদ খায় তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এটা এ কারণে- যেহেতু এরা বললো, ব্যবসা বাণিজ্য তো সুদের মতোই (একটা কারবারের নাম অথচ) আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম, তাই তোমাদের যার যার কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (সুদ সংক্রান্ত) এ বাণী পৌঁছেছে সে অবশ্যই সূদের কারবার থেকে বিরত থাকবে, এই আদেশ আসার আগ পর্যন্ত আগে যে সুদ সে খেয়েছে তা হবে তার জন্যে পেছনের ঘটনা। তার ফায়সালা আল্লাহ তায়ালার ওপরই থাকবে, কিন্তু (এরপর) যে ব্যক্তি (আবার সুদী কারবারে) ফিরে আসবে তারা অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (বাকারা-২৭৫)

কুরআনুল কারীমের এসব আয়াত সম বৈশিষ্ট্যের ও সমজাতের মুদ্রা, বস্তু বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে সুদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলে মকবুল (সঃ) জাহেলী যুগে সুদ প্রথার মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তৈরী হয়েছিল, তা রহিত করার জন্য কুরআনুল কারীমের আয়াতের মর্মানুযায়ী কঠোরভাবে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেন। আর সাহারায়ে কেরামের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে দুনিয়াবাসীর কাছে সুদবিহীন অর্থনীতির সফল আদর্শ পেশ করেন। আমরা আলোচনা করে দেখি এ বিষয়ে রাসূলে মাকবুল (সঃ) -এর বাণী সম্ভার কি?

হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেন,

إنما الربي في الناسية أو في بعض الألفاظ لا ربي إلا في الناسية

"কেবল মাত্র ঋণের সাথে সুদ সম্পৃক্ত।"

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, ঋণের বেলার সুদই হারাম অন্যগুলো নয়। পরবর্তী কালে রাসূল (সঃ) অন্য মাধ্যমে সুদ গ্রহণ করাকেও হারাম বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত জাবের তার উপর আমল করেছেন।

www.amarboi.org

অন্য হাদীসের একই জাতিভুক্ত দুই জিনিসের হাতে হাতে লেনদেনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা বস্তু হারাম বলা হয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন-

لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرمي (والرمي هو الربي)

এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো না। কারণ আমার ভয় হয় এর ফলে তোমরা সুদী লেনদেনে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

এ ছাড়া আরও একটি হাদীস- উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সঃ) বলেন, সোনার সাথে সোনার, রূপার সাথে রূপা, গমের সাথে গমের, যবের সাথে যবের, খেজুরের এবং লবণের সাথে লবণের যেমনকার তেমন সমান সমান ও হাতে হাতে বিনিময়যোগ্য। একই ধরনের হাদীস আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবু হুরায়রা, সায়ীদ ইবনে ওককাছ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোতে একই জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে অতিরিক্ত নেয়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) অভিসম্পাৎ, সুদ খোরকে, সুদদাতাকে, সুদের হিসাব রক্ষককে ও তার স্বাক্ষীরা এবং তিনি বলেছেন এরা সকলেই সমান অপরাধী (মুসলিম ও মিসকাতুল মাসাবিহ)

রাসুল (সাঃ) আরও বলেন, জ্ঞাতসারে এক দিরহাম পরিমান সুদ গ্রহণ করলে তা ছত্রিশবার যেনা করার চাইতেও মারাত্মক। (মুসনাদে আহমদ, দারুকুতনী, বায়হাকী)

তিনি আরও বলেন, সুদের গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে। ঐ স্তরগুলোর মধ্যে সর্ব নিম্নস্তরটি (গুনাহ) হলো কোন ব্যক্তির নিজের মাকে বিবাহ করা (ইবন মাজা, বায়হাকী) (নাউজুবিল্লাহ)

সুদের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও পরিনামে অভাব অনটন আসবেই। (ইবনে মাজা, বায়হাকী ও মুসনাদে আহমদ)

www.amarboi.org

কুরআনুল কারীমে সর্বমোট চারটি স্থানে সুদের আয়াত রয়েছে। এগুলো হলোঃ

১. সুরা বাকারা ২৭৪-২৭৬ নং আয়াত
২. সূরা আলে ইমরান ১৩০ নং আয়াত
৩. সূরা নিসা ১৬১-১৬২ নং আয়াত
৪. সূরা রুম ৩৯ ন ং আয়াত

এসব আয়াগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ভাল করে বুঝে নেয়া জরুরী।

সুদের শ্রেণী বিভাগ ঃ

বিরা বা সুদ দু' শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. রিবা নাসিয়া ২. রিবা ফদল। প্রথমটিকে মেয়াদী সুদ আর দ্বিতীয় সুদকে মালের সুদ বলা হয়।

১. রিবা নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট থেকে কোন জিনিষ নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ফেরৎ দেওয়ার শর্তে গ্রহণ করার পর মেয়াদ শেষে চুক্তি মোতাবেক উক্ত জিনিষের সাথে যে অতিরিক্ত পরিমান তাকে প্রদান করে সে অতিরিক্ত পরিমানকে রিবা নাসিয়া বলে। যেমনঃ একজন অন্যজনকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ১০,০০০ টাকা দিল, এ মূল টাকার সাথে ১০% বা ৫% হারে অতিরিক্ত গ্রহণ করা। মেয়াদ শেষে এ হারে সে অতিরিক্ত টাকা সুদ দিতে ব্যর্থ হয় তখন তা মূল টাকায় পরিণত হয়। পরবর্তীতে অতিরিক্ত টাকা সহ মূল টাকা গণ্য হয়ে সুদ নির্ধারিত হয়। একেই কুরআনুল কারীমে আদআফাম, মুদাআফা চক্রবৃদ্ধি বা গুনে গুনে বৃদ্ধি করা বলা হয়েছে।

২. রিবা ফদল বা মালের সুদঃ একই প্রজাতির দ্রব্য ও মুদ্রার লেনদেন কালে এক পক্ষ চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষকে শরীয়াত সম্মত বিনিময় ব্যতিত যে বর্ধিত মাল প্রদান করে তাকে মালের সুদ বা রিবা ফদল বলা হয়। যেমনঃ সোনা-রূপা, চাউল- গম, বার্লি, খেজুর, লবন ইত্যাদি ওজনের মাধ্যমে নির্ধারণ করে ক্রয় বিক্রয় করার মাধ্যমে লেনদেনে কমবেশী নেয়াত সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

www.amarboi.org

সুদভিত্তিক লেনদেন সব সময়ই বাণিজ্যকে সমাজে পক্ষপাতিত্বের বৃষ্টি করে। সুদব্যবস্থা শুধুমাত্র পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাকই নিষিদ্ধ করেননি, অন্যান্য ধর্মেও তা নিষিদ্ধ। যেমন, এরিস্টোটল সুদ গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করেছেন, ক্যাটো এ ধরণের ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে সুদ গ্রহণকে খৃষ্টপূর্ব ৩৪০ সালের নরহত্যার সাথে তুলনা করেছেন। রোমে লেক্স গেনুসিয়া সুদ গ্রহণকে বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন। ইহুদী ধর্মানুসারে সুদকে অন্যায় ও অবন্ধুসুলভ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ১৩১১ সালে পোপ ক্লেমেন্ট ঘোষণা করেন, সুদের সাথে সম্পৃক্ত সকল লেনদেন নিষিদ্ধ এবং এরপর তিনি ঘোষণা করেন, এ ধরনের ব্যবস্থার অনুকূলে বিদ্যমান সকল ধর্মনিরপেক্ষ আইনও বাতিল হলো। ইসলামে পক্ষপাতিত্বের কারণেই আল্লাহপাক সূদ বা রিবা গ্রহণকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহপাক বলেন "হে ঈমানদারগণ! তোমরা গুনে গুনে চক্রবৃদ্ধি হারে গ্রহণ করো না।

তাছাড়া সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট করা, সাম্য ও মৈত্রীর সমাজ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করা, অপরাধপ্রবণতাকে বৃদ্ধি করা, ধনী-দরিদ্র্যের মধ্যে পাহাড় সমান বৈষম্য সৃষ্টির জন্য সুদ হচ্ছে মারাত্মক হাতিয়ার। এটা ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, জাতি ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আজকে দিবালোকের মত স্পষ্ট। সেজন্য আজ এগুলো থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজন সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন। এটা সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে পশ্চিমা জগত ও বৃটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক ও বীমার বিকল্প প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরী করে সেখানে সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কাজ। এ কাজকে সহজতর করার একমাত্র পন্থা আল্লাহ ভীরুতার মাপকাঠি সামনে রেখে তা ইবাদতের অংশ মনে করা। একদল যোগ্য মানুষের দ্বারা এটা সম্ভব যারা ন্যায়-নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে ইবাদত মনে করে সুদকে উৎখাতে কাজ করবেন। প্রচলিত আইন ও সমাজে সুদ অক্টোপাসের মত আটকে আছে। এটাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। একদিন তাতে সফলতা আসবে। সেদিন পর্যন্ত আমাদের কাজের মাধ্যমে অপেক্ষা করতে হবে। সে পর্যন্ত আমাদেরকে কতিপয় ক্ষেত্রে নিরূপায় হওয়ার উজরকে সামনে রেখেই চলতে হচ্ছে। যা অনেকটা পানির অভাবে তায়াম্মুমের বিধানের প্রয়োগ করার মত।

www.amarboi.org

ইসলামের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও ব্যবসা বাণিজ্য

আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম করার বিপরীতে ব্যবসা বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে হালাল ও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। রাসূলে মাকবুল (সঃ) নিজের অর্জিত সম্পদকে রক্ষার জন্য যারা জীবন দিবে, তাদেরকে শহীদ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি শ্রমজীবী মানুষকে আল্লাহর বন্ধু বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার সৎ ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার লোকদের বেহেস্তের সাথী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সাথে সাথে সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ কেউ দান করলে তা আল্লাহর নিকট দান হিসেবে গৃহিত হয় না বলে ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং ব্যবসায় লাভের মাধ্যমে যে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং তার থেকে কৃত দানকে উত্তম ও সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই ধরণের সম্পদকে ক্রমবৃদ্ধি দানের ঘোষণা এসেছে। সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদকে ধ্বংসশীল বলা হয়েছে। অর্থাৎ সুদের প্রবৃদ্ধি আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা গেলেও এর শেষ পরিনতি ধ্বংস। সুদ উৎপাদনকে বন্ধ করে দেয় এবং এটি সমাজ জীবনে বহুমুখী বিশৃংখলা সৃষ্টির হাতিয়ার। পরকালীন জীবনে জাহান্নামের শাস্তিতো অবধারিত রয়েছেই। সেজন্য ইসলামের দেয়া বিনিয়োগ পদ্ধতি ও ব্যবসায়ের নীতি প্রতিপালনেই ব্যাপক কল্যাণের গ্যারান্টি রয়েছে, যা জানা এবং বাস্তবায়ন করা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ের কয়েকটি পদ্ধতি (Mode) এখানে আলোচনা করা হবে।

মুদারাবাহ ঃ

ইসলামের ব্যবসা নীতির মৌলিক দিক হলো মুদারাবা পদ্ধতি। এ পদ্ধতি মহানবী (সঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ) এর সাথে কৃত ব্যবসায়

www.amarboi.org

প্রয়োগ করেছিলেন। সেখানে মহানবী (সঃ) ছিলেন মুদারিব আর খাদীজা (রাঃ) ছিলেন সাহিবুল মাল বা রাব্বুল মাল। মুদারিব মানে উদ্যোক্তা ও শ্রমদানকারী। আর রাব্বুল মাল বা সাহিবুল মাল মানে মালের মালিক। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর নীতি হচ্ছে, একটি ব্যবসা বা উৎপাদনের লক্ষ্যে এক পক্ষ সময় মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করবেন, তিনি মুদারিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। আর অপর পক্ষ প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করবেন, যিনি হবেন সাহিবুল মাল বা রাব্বুল মাল। এই ব্যবসায়ে লাভ হলে উভয় পক্ষ সমভাবে ভাগ করে নেবেন, আর যদি লোকসান হয় তাহলে লোকসানের পুরো দায়ভার সাহিবুল মাল বহন করবেন, মুদারিব কোন লোকসান বহন করবেন না। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ মুদারাবাহ নামে এ ধরণের ব্যবসাকে অভিহিত করেন। আর অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণ একে 'কিরাদ' নামে অভিহিত করেন। মুদারাবাহ مضاربة শব্দের অর্থ হচ্ছে জমীনে পদাঘাত করা, চলাফেরা করা ইত্যাদি। শ্রম বিনিয়োগকারী যেহেতু জমীনের বুকে পদচারনা করে বা বিভিন্ন স্থানে গমন করে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেন। এ জন্য এ ব্যবসার নাম দেয়া হয়েছে মুদারাবাহ। এর স্বপক্ষে হানাফী ইমামগণ কুরআনুল কারীমের নিমোক্ত আয়াত দলীল হিসেবে পেশ করেন।

وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله

এবং কিছু লোক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করো। (সুরা মুয়াম্মিলঃ ২০)

মুদারাবাহ দু প্রকার ঃ ১. মুদারাবাহ মুতলাক ২. মুদারাবাহ মুকাইয়াদ

১. মুদারাবাহ মুতলাক ঃ সাহিবুল মাল কর্তৃক মুদারিবকে একচ্ছত্র ক্ষমতা ও স্বাধীনতা প্রদান করে যেকোনো পণ্য যেকোন এলাকার যেকোন ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করতে পারে। তবে সাহিবুল মালের পুঁজি অপর কোন লোককে পুঁজি হিসেবে প্রদান করতে পারবেন না।

২. মুদারাবাহ মুকাইয়াদঃ ব্যবসায়ের এলাকা, পরিধি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সুনির্দিষ্ট করে দেয়া থাকে। এর কোনটি লংঘন করা যায় না।

www.amarboi.org

ব্যবসায়ের যাবতীয় বিষয় সুনির্দিষ্ট আকারে এ পদ্ধতিতে মেনে চলার বিধান বিদ্যমান থাকে।

বাইয়ে মুরাবাহা (مرابحة) ঃ

মাল ক্রয়ের পর ক্রয়মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমান লাভের অংক যোগ করে তা পুনরায় বিক্রয় করার প্রক্রিয়াকেই বাইয়ে মুরাবাহা বলে। এ প্রকারের ব্যবসা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, ব্যবসায়ের বস্তু নগদ অর্থ না হয়ে পন্য হবে এবং পন্যের মূল্য অর্থ দ্বারা নিরূপণ করা হবে। এই পদ্ধতিতে প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট মাল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মূল্য নিরূপণ কালে মূল্যের সাথে আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করতে পারে। এ পদ্ধতির ব্যবসা শরীয়তে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বাইয়ে সালাম (سلم) ঃ

অগ্রীম মূল্য প্রদানের এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তর মাল (مال) হস্তান্তরের শর্তে যে ক্রয় বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয় তাকে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় (بيع) বলে। এই পদ্ধতির অধীনে একপক্ষ থেকে প্রস্তাব ও অন্যপক্ষ থেকে সম্মতিতে অগ্রীম ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়। বাইয়ে সালামের ব্যাপারে বৈধতার বিষয়ে মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে মহভেদ রয়েছে।

শরীয়াহর আলোকে কতগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় বৈধ নয়। যেমন মুকুল থাকা অবস্থায় ফল বিক্রি বৈধ নয়। জীব জন্তুর অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ। পানিতে অনির্দিষ্ট পরিমানের মাছ বিক্রি বৈধ নয়। তবে পরিমান ও প্রজাতি নির্দিষ্ট করে বিক্রি করা বৈধ।

বাইয়ে ইস্তিসনা (استصناع) ঃ

কোন বস্তু নির্মাণ বা প্রস্তুত করে দেওয়ার জন্য কোন দক্ষ কারিগরের সাথে কোন ব্যক্তির চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে ইসতিসনা বলে। যিনি নির্মাণ করেন, তাকে 'সানি' যিনি কাজটি করান তাকে মুসতাসনি বলে। নির্মিত বস্তুকে মাসনা বলে। কোন ব্যক্তি কোন কারিগরকে দিয়ে কোন জিনিস নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে নির্মাণ বা প্রস্তুত করার প্রস্তাব দিলে আর কারিগর ঐ প্রস্তাব সমর্থন করলে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। এ ব্যবসার ক্ষেত্রে বাইয়ে সালামের কিছু শর্ত প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

বাইয়ে মু'আ'জ্জাল (مؤجل) ঃ

আরবী দুটি শব্দ। শাব্দিক অর্থ-নির্ধারিত সময় ও অবস্থা। নির্ধারিত সময় ও অবস্থা সাপেক্ষে এ ধরণের বিনিয়োগ করা হয় বলে একে বাইয়ে মু'আ'জ্জাল বলা হয়। নগদ দাম পরিশোধ করতে অপারগ বা অনিচ্ছুক কোন গ্রাহক আর্থিক সহযোগিতায় কোন পণ্য সামগ্রী ক্রয় করার প্রস্তাব দিলে নির্ধারিত তারিখ ও কিস্তিতে মুনাফাসহ পন্য মূল্য পরিশোধের শর্তে গ্রাহকের নিকট মাল হস্তান্তর করা হয়। টাকা না দিয়ে বরং পন্য হস্তান্তর করে লাভসহ মূল্য গ্রহণ করা হয় বলে একে শরীয়াহ বৈধ ব্যবসা সাব্যস্ত করেছে। এর জন্য মূল্য পরিমান সম্পদ জামানত রাখা যায়। যাতে মূল্য পরিশোধের ব্যর্থ হলে জামানতের সম্পদ বিক্রয় করে টাকা আদায় করা যায়। ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগ করা ছাড়াও এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও এ ধরণের লেন-দেন করা যেতে পারে।

ভাড়ায় ক্রয় (Hire Purchase) ঃ

ভাড়ায় ক্রয় ব্যবস্থার অধীনে ব্যাংক বা উদ্যোক্তা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান দুই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে ঃ (ক) ক্রম হ্রসামান মালিকানা ভিত্তিতে এবং (খ) ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া দান পদ্ধতিতে।

(ক) ক্রম হ্রাসমান মালিকানা ঃ এ পদ্ধতিকে মালিকানায় অংশীদারী ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয় (Hire Purchase under Shirkatul Meelk) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় আগ্রহী গ্রাহকের সাথে অর্থ যোগান দিয়ে বাড়ী, গাড়ী বা মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করে নির্ধারিত ভাড়ায় উদ্যোক্তার কাছে ভাড়া দেয় এবং নির্ধারিত কিস্তিতে বিনিয়োগকারীর মালিকানাভূক্ত অংশ বিনিয়োগ গ্রহণকারীকে ক্রয় করার সুযোগ দেয়।

(খ) ভাড়ার চুক্তিতে ক্রয় (Hire Purchase) ঃ এই ব্যবস্থায় গ্রাহকের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে বাড়ী, গাড়ী বা কোন মূল্যবান সম্পদ ক্রয় করে। অতঃপর উভয়ের সম্মতিক্রমে ভাড়া ধার্য করে উক্ত সম্পদ এই শর্তে বিনিয়োগ গ্রহণকারীর কাছে ভাড়া দেয় যে, তিনি নির্ধারিত কিস্তিতে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে পণ্যটি ক্রয় করে নিবেন।

সম্পদের উপর বিনিয়োগকারীর মালিকানা বহাল থাকে; কিন্তু শর্ত অনুসারে নির্ধারিত ভাড়া ও কিস্তি পরিশোধ সাপেক্ষে বিনিয়োগগ্রহণকারী সম্পদ দখল ও ভোগ করে। কিস্তি পরিশোধ শেষ হলে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ গ্রহণকারীর কাছে মালিকানা হস্তান্তর করে।

www.amarboi.org

ইজারা বা লীজ ঃ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগকারী কারখানায় যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বাড়ী-ঘর, জাহাজ প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় রেখে নির্ধারিত ভাড়া চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইজারা বা লীজ দিতে পারে। ইজারা গ্রহীতা ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে সম্পদ দখল ও ব্যবহার করে। মেয়াদ শেষে বিনিয়োগকারী উক্ত পণ্য ইজারা গ্রহীতার কাছে বা অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দিতে পারে।

মুশারাকাহ বা অংশীদারী বিনিয়োগ ঃ মুশারাকাহ ভিত্তিতে কোন উদ্যোক্তার সাথে অথবা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোন কারবারের মূলধনে অংশ নেয়া অথবা কোন জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী বা সরকারী বা বেসরকারী লাভজনক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং ষ্টক ক্রয় করা যেতে পারে।

এতে বিনিয়োগকারী অংশীদার হিসেবে কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করবেন। কারবারে লাভ হলে বিনিয়োগের অনুপাতে তা ভাগ করে নেবেন। কিন্তু লোকসান হলে উভয়ের পুঁজির অনুপাত অনুসারে তা বহন করে। কারবারের সম্পদ বিনিয়োগকারীর কাছে জামানত থাকে। উদ্যোক্তাকে তার ব্যবস্থাপনা কাজের জন্য অতিরিক্ত অনুপাতে মুনাফা দেয়া হয়।

করজে হাসানাহ (قرض حسنة) ঃ ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের বিশেষ প্রয়োজনে করজে হাসানাহ দিতে পারে। এরূপ লেনদেনে ঋণ-গ্রহীতার কাছ থেকে প্রকৃত খরচ (Service Charge) আদায় করে থাকে। ব্যাংকগুলো মুদারাবাহ মেয়াদী হিসাবধারীদের সাময়িক অর্থভাব পূরণ করার জন্য মেয়াদী জমা জামানত রেখেও ব্যাংকগুলো করজে হাসানাহ দিয়ে থাকে। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থা বিবেচনা করে পলিসি জামানত করে এরূপ করজে হাসানা প্রদান করতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর নীতি অনুসরণ করতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ের মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। এ সকল প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা করতে পারে। ব্যাংকের পাশাপাশি ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো এসব পদ্ধতিতে আর্থিক বিনিয়োগ করে অধিক মুনাফা লাভের ব্যবস্থা নিতে পারে।

www.amarboi.org

ইসলামী জীবন বীমায় বিনিয়োগ (Investment) ও লাভ (Profit)

ইসলামী জীবন বীমার মূল তহবিল যেহেতু মুদারাবা ভিত্তিতে করা হয়, সেহেতু বিনিয়োগ বা সুদের পরিবর্তে ব্যবসায়ের লভ্যাংশকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হয়। সে জন্য ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত খাতে ইসলামী বীমার অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। বাংলাদেশের ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো নিম্নোক্ত খাতে তাদের তহবিল বিনিয়োগ করেঃ

ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকঃ শরীয়াহ্ সম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাংক বা ব্যাংকের ইসলামী শাখাগুলোতে বিনিয়োগ করা হয়। যার লভাংশ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ লাভ প্রদানের জন্য চেষ্টা করা হয়।

রিয়েল এষ্টেট খাত ঃ কোম্পানীগুলো সরাসরি বা যৌথভাবে এখাতে বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ সংগ্রহ করে থাকে। সমজাতীয় ক্ষেত্রে সুদ মুক্ত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার ব্যবস্থা উম্মুক্ত থাকে।

কর্মকর্তাদের জন্য বিনিয়োগ ঃ কর্মকর্তা কর্মচারীগণের জন্য বাইয়ে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

গ্রাহকগণের জন্য ঃ বীমা গ্রহীতা গণের মধ্যে একটি নীতিবদ্ধ পদ্ধতির আলোকে বাইয়ে মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে।

শেয়ার খাতে ঃ শরী'আহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত অন্যান্য ব্যাংক ও তাকাফুল কোম্পানীর শেয়ার।

শরী'আহ্ সম্মত অন্যান্য খাত ঃ বীমা গ্রহীতাকে সর্বোচ্চ লাভ দেয়ার জন্য (Profit Maximise) শরীয়াহ্ অনুমোদিত অন্যান্য খাতেও কোম্পানীগুলো বিনিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করতে হয়। তাতে শরীয়াহ্ সম্মত যে ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ খাত খুবই নগন্য এবং মুনাফা হারও খুবই কম, এতে কোম্পানী গুলো বিনিয়োগের বিপরীতে মুনাফার হার কম পাচ্ছে।

www.amarboi.org

ইসলামের দৃষ্টিতে সমবায় ও বীমা

সমবায়ের দর্শন আমরা রাসূলে পাকের বিভিন্ন পদক্ষেপে দেখতে পাই। মসজিদের নববী নির্মাণকালে অনেক সাহাবী বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। একক কোন দান- অনুদান দিয়ে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য যার যার সাধ্য পরিমাণ জমা রাখার জন্য মহানবী (সঃ) সাহাবীগণকে আদেশ দিতেন, তারা মন খুলে দান করতেন, এতে দেখা যেত বিরাট পরিমাণ অর্থ জমা হয়ে গেছে। সকলের অল্প অল্প দানে অনেক বড় কাজের সুরাহা করে ফেলেছেন। সমবায়ের মাধ্যমে আমরা জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণের যে বক্তব্য পেশ করে থাকি মহানবী (সঃ) তা প্রায় ১৫০০ বছর আগে আমাদের জন্য বাস্ত বায়ন করে দেখিয়ে গেছেন।

ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলাম বাস্তবতার ধর্ম। এজন্য একে আদ-দ্বীন নামে অভিহিত করা হয়। এখানে মানুষের আচার বা চাল-চলনের যেমন পুর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়া আছে, একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সমতা ও ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ রয়েছে। প্রথমত, যে দিকটি ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্ববহ করে বিদিত হয়েছে, তা হচ্ছে ইনসাফ ও সাম্য। সম্পদের সুষম বণ্টন, সমাজের সকলের সহাবস্থান ও সুসম্পর্কের জন্য সম্পদকে সকলের কাছে বণ্টন করার সুব্যবস্থায় ইসলামেই সুন্দরভাবে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এ নাতি দীর্ঘ আলোচনায় ইসলামে সমবায় পদ্ধতি ও বীমা ব্যবস্থার (Co-operative & Insurance) ব্যাপারে কি দিক নির্দেশনা রয়েছে সে ব্যাপারে আলোচনা করব। আধুনিক অর্থ ব্যবস্থায় এ দুটি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বাস্ত বায়নের জন্য চেষ্টা চলছে। আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি আজ অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে।

সমবায় ইসলামের দৃষ্টিতে একটি বৈধ পদ্ধতি। এতে কোন বিতর্ক থাকার কিছু নেই। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় যদি আলোচনা করি

www.amarboi.org

তাহলে আমরা দেখতে পাবো, কুরআনের মৌলিক বিধি-বিধান, হাদিসে রাসূল (সঃ) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া রাসূল (সঃ) সাহাবায়ে কিরামগণকে নিয়ে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, তার মধ্যে আমরা যে অর্থনৈতিক সাম্য, মৈত্রী ও বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থার প্রমাণ পাই, তা আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি দলিল।

রাসূল (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর সেখানে তিনি সকলকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন (Confedaration) গঠন করলেন, যাতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য তিনি অপূর্ব বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জনসাধারণকে বললেন, মুহাজিরগণ তোমাদের এক একজন ভাই। সুতরাং ভাই যেমন ভাইয়ের সম্পদের মধ্যে অধিকারী হয় তোমরাও সেভাবে মুহাজিরগণকে অধিকারী করো। সাহাবায়ে কিরাম তাই করলেন। প্রতিজন আনসার মুহাজিরগণকে তাদের সহায় সম্পদের মধ্যে অধিকারভুক্ত করে নিলেন।

রাসূল (সঃ) কে আল্লাহ বলেছেন, আপনি যদি চান, হে মুহাম্মদ (সঃ)! যে এ দুনিয়াটা আপনার জন্য স্বর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেই, আমি আল্লাহ অবশ্যই তা করে দেব। কিন্তু হুজুর (সঃ) তা করেননি। অর্থাৎ তিনি সকলের সঙ্গে মিশে সকলের মত করে নিজের জীবন পরিচালনায় অতিশয় ভালবাসতেন। সমাজের মধ্যে তিনি একাই ভাল থাকবেন, একাই ভাল খাবেন-এটা মহানবী (সঃ) কোন দিনই পছন্দ করেননি। তাঁর জীবনের এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীতে দেখা যায়, তিনি সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সকল কাজ সম্পন্ন করেছেন। এতে তিনি সফলতার দৃষ্টান্ত যেমনি স্থাপন করেছেন, তেমনি মানুষের নবী হিসেবে চিরদিন পৃথিবীতে তাঁর আদর্শ অম্লান হয়ে থাকবে। রাসূলের প্রতিষ্ঠিত সকলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কোন কাজ করার, আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে সকলের কিছু কিছু জমা দেয়া, বাইতুল মাল গঠনের প্রক্রিয়া সাহায্য তহবিল গঠন করা ইত্যাদি বিষয় প্রমাণ করে যে, মহানবী (সঃ) ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমবায়ী সংগঠক। যোগ্য নেতার অনুসারী হলে যোগ্য নেতা হওয়া যায়। তাই আজকের দুনিয়ায় সমবায়ের পদ্ধতি বাস্তবায়নে সফলতা লাভের জন্য মহানবী (সঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ

www.amarboi.org

করলে উত্তম সমবায়ী ও সফল সংগঠক হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

কোন ব্যক্তি সাহায্য- সহানুভুতির জন্য রাসূলে খোদার দরবারে আসলে তিনি সাহাবীগণকে সাহায্য করতে বলতেন। সাহায্য প্রার্থীর চাহিদার চেয়েও বেশী অর্থ সংগৃহীত হয়ে যেত। ইসলামের দৃষ্টিতে সমবায়ের যে ধারণা আমরা লাভ করেছি তাতে সন্দেহাতীতাবে প্রমাণিত যে, সমবায় ব্যবস্থা ইসলামে কেবল জায়েযই নয়- বিরাট সওয়াবেরও বিষয়। তবে এর জন্য আমাদের কিছু বিষয় অবশ্যই সামনে রাখার জন্য ইসলাম দিক- নির্দেশনা দেয়। প্রথমতঃ সুদ ইসলামে হারাম করা হয়েছে। সেজন্য সমবায়ের মাধ্যমে জমাকৃত টাকা সুদের থেকে মুক্ত থাকার জন্য হালাল পন্থায় ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে হবে। এর জন্য লেনদেন বিশ্বস্ততার মাধ্যমে সংগঠন ও নেতৃত্ব গড়ে তোলা আবশ্যক। আমানতের খেয়ানত ইসলামে হারাম। সুতরাং সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা সদস্যগণের জমাকৃত টাকা বিনিয়োগে থেকে মুনাফা অর্জন করে একদিকে যেমন সুদ থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা করা যায়, অন্যদিকে সদস্যদেরও চাহিদার সফল পরিপূরণ করা যায়। কারণ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম।

এখন আমরা ইসলাম বীমার ব্যাপারে কি দিক-নির্দেশনা দিয়েছে এ ব্যাপারে আলোচনা করব। প্রচলিত বীমার সংজ্ঞায় বলা হয়- " Mutual coverage of accidential loss by group of persons subject to a common danger." এ ধারণা বা ব্যবস্থা মহানবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও বাণী সম্ভার থেকে লাভ করা যায়। বীমা বিপদ আপদকালীন সহযোগিতার জন্য একটি ব্যবস্থা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শংকামুক্তভাবে বেঁচে থাকার এক প্রকার ব্যবস্থা হিসেবে বীমা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় বর্তমানে এখন দু'ধরনের বীমা চালু আছে। ১. সাধারণ বীমা-যা পণ্য বা মালামালের জন্য করা হয়ে থাকে। ২. জীবন বীমা- যা মানুষের জীবনের উপর করা হয়ে থাকে। প্রথম প্রকারের বীমার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে। কেননা কয়েকজন ব্যক্তি তাদের ব্যবসায়িক পণ্য বা ফ্যাক্টরী অথবা তাদের মেশিনপত্রের বিপদাকালীন বড়

www.amarboi.org

ধরনের ঝুঁকি থেকে বাঁচার জন্য মাসিক ভিত্তিতে জমা রাখলো, আর কোন একজনের বিপদ দেখা দিলে তা সকলের জমা টাকা থেকে সহানুভূতি করে তার ব্যবসা বা পণ্য রক্ষা করা হতো। যা সেখানে সংঘবদ্ধ না রাখলে আদৌ সম্ভব হতো না। হয়তোবা জীবনের জন্যেই তার এ ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেত। সুতরাং এ ধরনের পদক্ষেপ ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধই নয়- এবং একটি কল্যাণমূলক ও পুণ্যের কাজ। কুরাআনে পাকে এ জন্যে বলা হয়েছে, তোমরা খোদাভীরুতায় ও কল্যাণমূলক কাজে সাহায্য করো, অন্যায় ও খোদাদ্রোহী কাজে সহযোগিতা করো না। (সূরায়ে মায়েদাহ)

হুজুর (সঃ)-এর জামানায় যুদ্ধে কোন লোক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে তাকে বাইতুল মাল থেকে সাহায্য করা হতো। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর জামানায় আর্তপীড়িতদের এবং বিশেষ রাষ্ট্রীয় কাজে বা যুদ্ধে নিহতদের পোষ্যদের তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিয়মিত সাহায্যের আদেশ দিয়েছিলেন। এসব দিক পর্যালোচনা করলে অবশ্যই আমরা দেখতে পাই প্রচলিত সাধারণ বীমা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয। ইসলামের দৃষ্টি বীমার জন্য যে দিকটি আমাদের মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে, প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা পুঁজিবাদী মনোভাব নিয়ে করা হয়। আর ইসলামী বীমা ব্যবস্থা জনকল্যাণ ও পারস্পরিক উন্নতি সাধনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিকল্পনা করতে হয়।

জীবন বীমার ক্ষেত্রে, আমরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই করি তাতেও বুঝা যায়, ইসলাম এখানে নিষেধ করে না। ভুলক্রমে হত্যার জন্য কুরআনে 'দিয়াত' বা ক্ষতিপূরণের যে বিধান রাখা হয়েছে তাতে দেখা যায় হত্যাকারীকে একা এ দায়-দায়িত্ব বহন করতে বলা হয়নি, বরং তার আত্মীয়-স্বজনদের 'দিয়াত' আদায় করার জন্য বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে- সে একা আদায় করার কারণে সমাজের জন্য সে আরেক বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এক সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আরেকটি সমস্যার উদ্ভব হবে। 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য প্রদানের এ নীতিমালা থেকে জীবন বীমা জায়েয হওয়ার জন্য আমরা 'কিয়াসী' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, জীবন বীমা জায়েয। তাছাড়া বীমাকারীর পোষ্য ছেলে সন্তানের ভবিষ্যত জীবনের শিক্ষায় চিকিৎসা বাসস্থান ইত্যাদি দি.ব উপর পারস্পরিক

www.amarboi.org

সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যদি কোন বীমা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে তা অবৈধ হওয়ার কিছু নেই।

বীমা করার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় আমাদের সামনে রাখতে হবে যে,

১. ইসলামী মৌলিক কোন বিধি-নিষেধের সাথে তা সাংঘর্ষিক হয় কি না। অনিশ্চয়তা ও অস্বচ্ছতার হারাম উপাদান দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. সুদ ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম, এর থেকে বাঁচার জন্য শরিয়ত-সম্মত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৩. জুয়া হারাম। বীমার মধ্যে জুয়ার কোন প্রযোজ্যতা যাতে না আসে তা থেকে অবশ্যই একে মুক্ত রাখতে হবে।

এছাড়া মুসলমান হিসেবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার বিষয়টি মনে রাখতে হয়। তবে জীবন বীমার ক্ষেত্রে তাওয়াক্কাল বিল্লাহকে অক্ষুন্ন রেখে বীমার বিভিন্ন পলিসি করা সম্ভব এটা বিস্তারিত আলোচনায় ফুটে উঠেছে। ইসলামের গভীর ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের জণবনের অর্থনৈতিক দিককে সমৃদ্ধ করতে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

www.amarboi.org

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা
একটি সমীক্ষা ও পর্যালোচনা

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় সত্তরের দশকে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যাঁরা স্বপ্ন দেখেছেন তাঁরা ইসালমী ব্যাংকের সঙ্গে ইসলামী ব্যমা বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবেন। এর আগে ১৯৮০ সালে মক্কা ঘোষণায় ওআইসিভুক্ত সকল দেশে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠায় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সে ভাবনা থেকে একাধিক সেমিনার ও সিম্পেজিয়াম ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যাপক গবেষণা করে একটি দিক-নির্দেশনা দানের চেষ্টা করেন আশির দশকের গোড়ার দিকে। এ ব্যাপারে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হয় পত্র-পত্রিকায়। ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর এ ব্যাপারে আরো জোর তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। নব্বইয়ের দশকে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হয়। এ উদ্যোগে অনেকেই চেষ্টা করে দেশের প্রচলিত আইনের বাধার কারণে সফল হননি। তবে শেষ পর্যন্ত প্রচলিত আইনের মধ্যে থেকেই ২০০০ সালে ৩টি ইসলামী সাধারণ বীমা কোম্পানী এবং ১টি ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানী সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কার্যক্রম শুরু করার জন্য অনুমতি লাভ করে। অবশ্য এর আগে তাকাফুল স্কীম করে দু'-একটি কোম্পানী ইসলামী বীমার কার্যক্রম চালায়। ২০০১ সালে আরও ১টি কোম্পানী প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে রূপান্তরের মাধ্যমে ইসলামী বীমা পরিচালনায় কার্যক্রম শুরু করে। এর পর বেশ কয়েকটি Conventional Life Insurance Company ইসলামী প্রকল্প নামে Wing বা window আকারে খোলার মাধ্যমে ইসলামী বীমাকে তাদের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে। এ সকল কোম্পানী ইসলামী নাম ধারণের মাধ্যমে

www.amarboi.org

শরীয়াহ পরিপালনের জন্য একটি শরীয়াহ কাউন্সিল/বোর্ড গঠন করে। গত চার বছরে দেশে বর্তমানে ২১টি বীমা কোম্পানী সরাসরি বা প্রকল্প খোলার মাধ্যমে ইসলামী বীমার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। আগের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের পাশাপাশি ইসলামী বীমা কোম্পানীর জনপ্রিয়তাও বাড়ছে। তাছাড়া উদ্যোক্তা এবং সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উদ্যোগ ও তৎপরতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে Islami Insurance (Takaful) Consultative Forum, Takaful Exicutive Forum, Central Shariah Council for Islamic Insurance of Bangaldesh. সহ কতিপয় সংগঠন ইসলামী ইন্স্যুরেন্সগুলোর কাজের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে। ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমার অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেসরকারী পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে।

আমাদের দেশের জনসাধারণের একটা বড় অংশ ইসলামী বীমা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন না। সারা বিশ্বে ইসলামী বীমার কি অবস্থা তাও আমাদের দেশের অনেকেই খবর রাখেন না। এ বিষয়ে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী মহল এবং সংশ্লিষ্টগণের অবহেলা ও গুরুত্বহীনতাই মূলতঃ দায়ী। অথচ গত দু' দশকে সারা পৃথিবীতে প্রায় শতাধিক বীমা কোম্পানী সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে খ্যাতিমান সকল দেশেই ইসলামী ব্যাংকের পাশাপাশি ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুদান, মালয়েশিয়াসহ কয়েকটি দেশে পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ অধ্যাদেশ (Act) করে ইসলামী বীমা পরিচালিত বীমা পরিচালিত হচ্ছে। মালয়েশিয়া গত একদশক থেকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, অনেক অমুসলিম দেশেও ইসলামী বীমা পরিচালিত হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, গানা, লুক্রেমবার্গ সেনেগাল, সিংগাপুর, শ্রীলংকা, ইংল্যান্ডসহ কতিপয় অমুসলিম দেশে ইসলামী বীমা (তাকাফুল) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হচ্ছে। একই সাথে ইসলামী ব্যাংক ও বীমাকে নিয়ে চলছে নিরন্তর গবেষণা। কারণ দুনিয়াব্যাপী সুদের মধ্যে যখন মানবতা

www.amarboi.org

হাবুডুবু খাচ্ছে, ধনী ও দরিদ্রের ব্যাপক দূরত্ব যখন মানবতাকে বন্দী করে রেখেছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সুদমুক্ত এ ব্যবস্থাকে জনগণের কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষা স্বীকার করতে হবে- একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য বিশ্বের অনেক মুসলিম মণীষী ও স্কলারগণ তাদের লেখালেখি ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী বীমা পরিচালনায় পদ্ধতিগত এবং সফলতায় করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশে দেশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ ব্যাপারে ব্যাংকের মত ইসলামী বীমার (তাকাফুলের) জন্য পৃথক বিভাগ রয়েছে। যেখানে শিক্ষা লাভ করার পাশাপাশি ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখছে। এ অবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও চলছে।

আমাদের দেশে এক সময় ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণা সবার মধ্যে কাজ করতো। অনেকেই বলতেন ইসলামী পদ্ধতিতে সুদবিহীনভাবে ব্যাংক কিভাবে চলবে! অথচ তিন দশকের ব্যবধানে ইসলামী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশে এক অভাবনীয় সাফল্যের দিক উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। যারা সেদিন নেতিবাচক কথা বলেছিলেন, তারা ভাবেননি যে, অর্থনীতি ইসলামের পূর্ণাঙ্গতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেখানে ব্যাংক এবং বীমার অনুপস্থিতিতে ইসলামী অর্থনীতি কি করে সম্ভব? কারণ আধুনিক অর্থনীতি ব্যাংক-বীমা ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। সুতরাং বিশ্বব্যাপী ইসলামী চিন্তা-চেতনা যখন বিকশিত হচ্ছে, যখন দেশে দেশে প্রতিদিন মানুষ অধিক আগ্রহসহকারে ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখন ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক বীমা অগ্রগতি লাভ করার চিন্তা করা হবে না- এমন ধারণা ভুল। কিন্তু একথা মুখে বললেই বিষয়টি শেষ হবে না বা বাস্তবায়িত হয়ে যাবে না, যদি না তার জন্য দিক-নির্দেশনা না দেয়া হয়। আর আমরা কি করে এ চিন্তা করতে পারি যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর সেখানে ব্যাংক ও বীমা

www.amarboi.org

পরিচালনার শরীয়াহসম্মত পন্থা থাকবে না। সে চিন্তা থেকেই আজ সারাবিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে দ্রুত গতির সঞ্চার হয়েছে।

সে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও ইসলামী বীমার জনপ্রিয়তা এখন প্রচলিত বীমার তুলনায় অনেক ভালো। যার ফলে প্রচলিত বীমাগুলোর মধ্যে এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত মোট ২১টি বীমা কোম্পানী (Life & General) ইসলামী বীমার পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের সংশিষ্ট বিজ্ঞজন দ্রুত প্রসারী এ শিল্প নিয়ে ভাবনাকে জোরদার করেছেন। ইসলামী বীমা জানা ও বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। কারণ প্রচলিত বীমার লোকেরা ইসলামকে মনেপ্রাণে মেনে না নেয়া পর্যন্ত এবং অর্থ ও টাকার চেয়ে ইসলামকে বড় করে দেখার পূর্ব পর্যন্ত তাদের দিয়ে ইসলামী বীমা পুরোপুরি সম্ভব নয়। অপরদিকে যারা ইসলামী হওয়ার কারণে এ শিল্পে নতুন করে পা রেখেছেন, তারা বীমা জগতের পেশাগত জ্ঞানের অভাবে দক্ষতা দেখাতে পারছেন না। সমস্যা দুটোই সমান। পেশাগত দক্ষতা থাকলেও ইসলাম ও শরীয়াহ পরিপালন না হলে তাকে ইসলামী বীমা বলা যাবে না। আবার ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ শরীয়াহ ও ইসলামকে মানার জন্য Comitted বা ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু পেশাগত দক্ষতা ছাড়া বীমায় ভাল করা যায় না। কারণ বীমা শিল্পটি একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এখানে পেশাগত Mechanism অবশ্যই ফলো করতে হয়। এ উপলব্ধি থেকেই এ দেশের ইসলামী বীমাগুলোর কোন কোন কাম্পানী মানবসম্পদ উন্নয়নে (Human Resource Development) নিজস্ব উদ্যোগে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোঃ গুলো এ ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকার দাবিদার। তারা নিজেদের উদ্যোগে কোম্পানীর নিয়োজিত মাঠ ও ডেস্ক কর্মকর্তাদের দক্ষতা এবং মান উন্নয়নের জন্য অনবরত প্রশিক্ষণের (Continuses Training) ব্যবস্থা করেছে। পৃথক Training & Researce Department দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়ার

www.amarboi.org

ব্যবস্থা করছে। পাশাপশি গবেষণার ব্যবস্থা চলছে সমানভাবে। এ উদ্যোগের কারণে তারা ভাল ফলাফল পেয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

এ পর্যায়ে আমি একটি অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। জাতীয়ভাবে এ ক্ষেত্রে জনশক্তি উন্নয়ন এবং ইসলামী ব্যাংক বীমাগুলোর কাজের সমন্বয়ের জন্য গত ১লা জুন'- ০৪ থেকে ১৭ জুন' ০৪ পর্যন্ত ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো পক্ষকালব্যাপী "Islamic Insurance" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী ও সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে এটা বাংলাদেশে প্রথম। মোট ২৯টি Session এ দেশের খ্যাতনামা বীমাবিদ অথচ তারা " Islamic Insurance" বুঝেন এমন ব্যক্তিবর্গ, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা সমন্বয়ে ৩০ জন Resource Person-এর এর একটি মর্যাদাসম্পন্ন প্যানেল থেকে প্রভাষক (Trainer) নির্বাচন করা হয়েছে। সেখানে ৬টি Module এ (A-F পর্যন্ত) Emergence And Growth of Insurance, Foundation of Insurance Conventional VS Islamic, Mechanism & Functioning of Islami Insurance: Practice & Law ইত্যাদি বিষয়ে Seesion গুলো পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর ২০ জন সিনিয়র ও মধ্যম সারির কর্মকর্তা Trainee হিসেবে এতে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে ১৫ দিনের ট্রেনিং-এ এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বের হয়ে এসেছে যে, আমাদের দেশেই কেবল নয় বরং সারা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও বীমার প্রসার লাভ করেছে এবং বাংলাদেশ পদ্ধতিগত উৎকর্ষ সাধনে অনেক পিছিয়ে আছে।

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে দুটি সমস্যা প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ১. Islamisation করার জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির অভাব ও ২. দেশেরে প্রচলিত আইনের বাধা। এ দুটো মৌলিক সমস্যা থেকে অনেক সমস্যা বিরাজমান। এ দুটো সমস্যা সমাধান হলে ঐ শাখা-প্রশাখার সমস্যাগুলো অনায়াসেই সমাধান হবে। সে কারণে দুটো সমস্যা

www.amarboi.org

সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ জরুরী- এটা প্রায় সকলের আলোচনা থেকেই প্রতিভাত হয়েছে। এ ধরনের প্রশিক্ষণও যে কত গুরুত্বপূর্ণ যারা এতে অংশগ্রহণ করছেন তারা অনুভব করতে পেরেছেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে যারা অনুভূতিমূলক বক্তব্য রেখেছেন তাদের প্রায় সকলেই বলেছেন, "এমন বিষয় আমরা এখানে এসে জানলাম বা শিখলাম, যা আমরা কোন দিন শুনিনি। ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা শুনেছি। কোন কোন সময় আমাদের কাছে এটাও মনে হয়েছিল যে, ইসলামী ইন্স্যুরেন্স মূলত আদৌ সম্ভব কিনা। কিন্তু এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অত্যন্ত পরিস্কার হয়েছে যে, ইসলামী ইন্স্যুরেন্স শরীয়াহ প্রতিপালনের মাধ্যমে অবশ্যই সম্ভব। আমাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, ইনশাল্লাহ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স আমরা করতে পারবো।"

সকল আলোচকের আলোচনার সার সংক্ষেপে এটা বলা যায় যে, ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোকে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। যেমন-

১. জাতীয় পর্যায়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। আপাতত ইসলামিক ইকোনমিকরিসার্চ ব্যুরোর মত কোন প্রতিষ্ঠান এ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

২. Actuary হিসেবে দেশে ইসলামী বীমা বুঝেন এমন শরীয়াহ জ্ঞানসম্পন্ন লোক তৈরীও সমন্বয় করতে হবে। তাহলে পলিসি সমূহের রেটচার্ট, বিনিয়োগ, লাভ লোকসান সবই শরীয়াহ পদ্ধতিতে চলবে।

৩. যেহেতু সরকার ইসলামী বীমার পরিচালনাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, এখন পুরো Act করা সাপেক্ষে কতিপয় Defination ও শরীয়াহ সাংঘর্ষিক আইনগুলোকে শিথিল অথবা প্রযোজ্য করার মাধ্যমে দ্রুত কতিপয় সংশোধনীর ব্যবস্থা করা এবং ইসলামী বিভাগকে স্থিতিশীল ব্যবস্থার নিরীখে ঢেলে সাজানো সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

www.amarboi.org

৪. শরীয়াহ কাউন্সিল/বোর্ডগুলোকে Logistic ও Professional Support দেয়ার জন্য প্রতিটি কোম্পানীর পৃথক শরীয়াহ বিভাগ গঠন করা জরুরী। কেননা শুধুমাত্র মিটিং করে প্রতি দিনের উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সেজন্য শরীয়াহ বিভাগ সার্বক্ষণিক থাকলে তারা Findout করে বিষয়গুলো সিদ্ধান্তের জন্য শরীয়াহ বোর্ড বা কাউন্সিলের মিটিং-এ নিয়ে আসবে। এতে কাজের মধ্যে গতি আসবে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি কিছুটা হলেও প্রতিপালিত হবে।

৫. ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর কাজের সমন্বয় করতে হবে। এজন্য গঠিত ফোরামগুলোকে আরও গতিশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সকল কোম্পানীর জন্য Common সমস্যা। এটা সমন্বয় হীনতার কারণে সমাধান হয় না। আইনের সংশোধনীর জন্যও সমন্বিত উদ্যোগ জরুরী।

পরিশেষে, এ পর্যালোচনায় এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়, ইসলামী বীমা সফলতার জন্য যে উপকরণ দরকার তার সবগুলোই বাংলাদেশে বিদ্যমান রয়েছে। প্রচলিত আইনের সংস্কার করে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের কুধারণার পরিবর্তন করার জন্য ইসলামী বীমা ব্যবস্থার সুফল ব্যাপকভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। হালাল পন্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিনিয়োগ সুবিধার ইতিবাচক প্রভাবের কথা সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ না করুন, পদ্ধতিগত বা দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে ইসলামী বীমার সুফল থেকে মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তাহলে আমরা ইসলামকে হেয় করার জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী হবো। দায়ী হবো হক্কুল ইবাদ নষ্ট করা জন্য। এ দায়িত্ব এখন তাদের সকলের যারা ইসলামকে ভালবেসে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জন করতে চান। সামষ্টিক চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা একটি নব উদ্ভাবিত ব্যবস্থা যদি মানব কল্যাণের পথে সফল হয়, তার সাথে বিশ্বস্ততা অর্জন করে, তাহলে তা সমকালীন কল্যাণেই শুধু নিবেদিত হবে না, আগামী প্রজন্মের কল্যাণেও এটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

www.amarboi.org

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা
দায়িত্ব-কর্তব্য ও করণীয়

এ পর্যায়ে আমরা এখানে দেশে চলমান ইসলামী বীমার উৎকর্ষ সাধনের জন্য করণীয় এবং অবস্থান অনুযায়ী দায়-দায়িত্বের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব। এই ক্ষেত্রে মুখ্য সমস্যাদী আলোকপাত করা হবে। আর সে সাথে এ সেক্টরের সুপ্ত সম্ভাবনাকেও আলোচনায় আনা হবে।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক, কর্তব্য-করণীয় সম্পর্কে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোন বিধর্মী (ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী) ইসলামী অর্থনীতি তথ্য ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বীমা বা ইসলামী সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থার জন্য কাজ করবে না কিন্তু গ্রাহক ও অংশগ্রহণকারী হতে পারবে। তারা সুফল ভোগ করতে পারবে বা করছে এবং করবে। ইসলামী ব্যাংক বীমার প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, বিপণন ও বাস্তবায়নের বিষয়টি মুসলমানদেরই কাজ। এ বিষয়ে তাদেরই দায়-দায়িত্ব রয়েছে। এটা পরকালীন জীবনে আল্লাহর কাছে জবাব দেয়ার জন্য। অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহর জন্য স্বতন্ত্র অর্থ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা কল্পে এ সেক্টরে কাজ করা মুসলমানদের দায়িত্ব।

দায়-দায়িত্বের বিষয়টি সকলের উপর সমানভাবে বর্তায় না। আল্লাহ সকল মানুষের উপর সমদায়িত্ব প্রদানও করেননি। সারা দুনিয়ার নিয়মও এটাই যে, কেউ উদ্যোগ নেয়, অন্যরা তাতে অংশ গ্রহণ করে। যার যার অবস্থান অনুযায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে দায়-দায়িত্ব বর্তাবে। সে অনুযায়ীই জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সঃ) বলেছেন-'তোমাদের মধ্যে সকলেই রাখাল বা দায়িত্বশীল, আর যার যার দায়িত্বের জন্য সে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে।'

ইসলমী বীমা এদেশে ছিল না। এ দেশের কিছু ইসলামী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি উদ্যোগী হয়ে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নিয়ে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠা করেন। সে কারণে উদ্যোক্তা- পরিচালকগণের দায়-দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। লেন-দেন,

www.amarboi.org

অফিস ব্যবস্থাপনা, সততা, ন্যায় নিষ্ঠা ও শরীয়াহ পরিপালনসহ সামগ্রিক ইসলামী করণের বিষয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব রয়েছে। বক্তৃতা, বিবৃতি, পোস্টার, হ্যান্ডবিল, পরিচিতি ইত্যাদিতে যে কথা বলা হয়, তা প্রতিপালিত না হলে জঘন্য গুনাহর মুখোমুখি হতে হবে। কারণ যা বলা হয় তা পালন করা ইসলামের নির্দেশ। কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ

يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون , كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون .

হে ইমানদারগণ! কেন তোমরা সে কথা বল তা তোমরা পালন কর না। আল্লাহর কাছে এটা বড়ই জঘন্য গুনাহ যে, তোমরা যা বলবে তা করবে না। (সুরাহ আছছফঃ ২-৩)

সে কারণে যারা শরীয়াহর কথা বলে ময়দানে ইসলামী বীমা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন, সেগুলো কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারছেন, তা অবশ্য তাদের ভেবে দেখতে হবে। কারণ এর ভালমন্দ সব কিছুর প্রথম দায়-দায়িত্ব বর্তাবে উদ্যোক্তাগণের উপর। এ প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন দায়িত্ব না নিয়ে নামস্বর্বস্ব ইসলামী বীমা প্রকল্প বা ইসলামী বীমা কোম্পানী চালু হচ্ছে! যাদের অফিস ব্যবস্থাপনা, কর্মকান্ড দেখলে মনে প্রশ্ন জাগে! এরই নাম কি ইসলামী বীমা? তাই এ প্রসঙ্গে দায়-দায়িত্ব রয়েছে তাদের, যারা এ ইসলামী কোম্পানীতে চাকুরী করেন। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের ধারণা ভাল না হওয়ার পেছনে মূল কারণগুলো হচ্ছে-

১. মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বীমা করানো;
২. বীমা গ্রহীতার টাকা মেরে খাওয়ার প্রবণতা;
৩. কমিশনবাজি অর্থাৎ একজনের কমিশন অন্যজন মিথ্যা স্বাক্ষর দিয়ে ভোগ করা;
৪. হালাল-হারামের তওক্কা না করে যে কোন পথে আয় করা;
৫. বীমা আহরণের নানামুখী শরীয়াহ পরিপন্থী ব্যবস্থা করা;
৬. সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ বীমা দাবী, মেয়াদান্তে অন্যান্য সুবিধা প্রদানে নানা বাহানা দাঁড় করিয়ে টাকা না দেয়ার চেষ্টা করা।

www.amarboi.org

৭. গ্রাহক থেকে টাকা নিয়ে সময় মতো অফিসে জমা না দেয়া ইত্যাদি।

এসব বিষয়কে লোকেরা ধোকা হিসেবে চিহ্নিত করে এর সাথে সম্পৃক্তদের ভাল চোখে দেখেন না। আর সেই একই অবস্থা যদি ইসলামী বীমার বেলায় হয়ে যায়, তাহলে ইসলামের নামে প্রতারিত হলে মানুষের যাওয়ার পথ থাকবে না। সেজন্য এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে ইসলামী বীমা কোম্পানীতে চাকুরী করার জন্য কোন মুসলমান উৎসাহিত হওয়া উচিত হবে না। এ ধরনের কাজের জন্য পরিণতি দুনিয়াতেও ভোগ করবে, আর পরকালে তো তাদের আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতেই হবে।

প্রসঙ্গতঃ বলতে হচ্ছে, ইসলাম মহিলাকে কাজ করার সুযোগ দিতে চায়। তবে এটা পর্দা রক্ষা করার মাধ্যমে করতে হবে। সেজন্য ইসলামী বীমা কোম্পানীর মহিলা কর্মীগণ পর্দা রক্ষা করে কাজ করতে পারেন, তাদের জন্য প্রয়োজনে পৃথক মহিলা সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে। তা না করে অনৈসলামিক বীমা কোম্পানীর আদলে ফ্যাশন শোর মাধ্যমে কোন মহিলা ইসলামী বীমা কোম্পানীতে কাজ করেন, তাহলে এ ধরনের কোম্পানীর কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। বলা হতে পারে যে, ইসলাম সন্নিবেশের মাধ্যমে কেবল মাত্র অর্থ আহরণ করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যেই কি তাহলে এ নামকরণ করছে? এ বিষয়ে সকলের সচেতন হওয়া উচিত। আমি এসব বিষয়কে ভেবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানাই। কারণ যদি ইসলামকে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকে তাহলে ইসলামের নাম দিয়ে কেন? ইসলামকে বাদ দিয়ে করলে অন্ততঃ মানুষ প্রতারিত হবে না, পরকালীন জীবনে জবাবদিহিতার বিষয় তো আল্লাহর উপর। আমি মনে করি, প্রতিষ্ঠাতা, উদ্যোক্তা, অংশগ্রহণকারী, চাকুরীজীবী তথা গ্রাহক-শুভানুধ্যায়ী সকলের জন্য এ ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব রয়েছে। এ বিষয়ে আমি আরেকটু খোলাখোলি কথা বলতে চাই।

একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ইসলামের নামে রাজনীতি করা ফরজ। এ ফরজ আদায়ের নামে যত দল, সংগঠন ও মত রয়েছে, সবই কি সঠিক? নিশ্চয়ই এর জবাব হ্যাঁ দেয়া যাবে না। যদি তা না হয় তাহলে

www.amarboi.org

ব্যাংক, বীমা, লেন-দেন, আচার-আচরণ সর্বক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ও সচেতন মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অধিক বিশুদ্ধ দল বা সংগঠনের মধ্যে শামিল হওয়া। তাহলে ভাল দল বা সংগঠন শক্তিশালী হবে, আর অসৎ ও দ্বিমুখী নীতির ধারক-বাহকরা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি মেন করি, ইসলামী বীমা এদেশে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী সকলের ভাল ও মন্দ যাচাই করা জরুরী।

দায়-দায়িত্বের এ আলোচনায় ইসলামী বিশেষজ্ঞ সমাজ, 'আলিম-'ওলামা ও সচেতন সমাজের দায়-দায়িত্বের কথাও বলতে হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ফর্মুলা অনুযায়ী প্রত্যেকটি ইসলামী বীমা কোম্পানীকে প্রকল্পের জন্য একটি শরীয়াহ কাউন্সিল রয়েছে। সেখানে দেশের প্রথিতযশা ওলামায়ে কেরামগণ রয়েছেন, যাঁরা কয়েক মাস পর মিটিং করেন। কোম্পানীগুলো তাদের দেখিয়ে বা তাদের রেফারেন্স দিয়ে লোকজনকে এখানে শামিল করেন। যদি তাদের মাধ্যমে সত্যিকারভাবে কোন ভাল ইসলামী কোম্পানী দেশ-জাতির খেদমত আঞ্জাম দেয় তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রশংসনীয় হবেন। আল্লাহর কাছেও হবেন, আর মানুষের কাছেতো হবেনই। এর ব্যতিক্রম হলে তারাও দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবেন না। ধরা যাক, কোন লোক ইসলামকে তার জীবনে মানতে রাজী নয়, কিন্তু ইসলামের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে, ইসলামের উপকার যেমন-কাজে সফল হওয়া, নিরাপদ থাকা, অসুখ-বিসুখ থেকে বাঁচা ইত্যাদির বিষয়ে সে ইসলামের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। এ অবস্থায় যে কোন আলিমকে নিয়ে তার ঘরে দোয়া করাবেন। সেদিন তিনি ঘরদোরকে পরিস্কার পরিছন্ন করে রাখলেন, তার ঘরে উলঙ্গ ছবি টানানো থাকলে খুলে রাখলেন বা ঢেকে রাখলেন আরো অনেক কিছু ...। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা যদি আলিম সাহেব দেখে ফেলেন এবং রেগে যান বা তাকে ভৎসনা করেন বা তার তোহফাকে প্রত্যাখ্যান করেন। খোদাভীরু আলিম ওলামা ওলামা ও মাশায়েখে এজামের জীবনীতে দেখা যায়, এ ধরনের কুটিল দাওয়াতকারীকে তারা মোটেও পছন্দ করতেন না। অবশ্য সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। এ চেষ্টার ফলে বহু বিপদগামী সৎপথের সন্ধানও লাভ করেছেন। আলিমগণের দায়িত্বও তাই, খারাপ মানুষদের ভাল করা। অসৎ লোককে সৎ করা, আলিমগণ এ মিশন থেকে এক দিনের জন্যও বিচ্যুত

www.amarboi.org

হতে পারেন না। বাংলাদেশে ইসলামী বীমা ব্যবস্থাকে শরীয়াহসম্মত করার জন্য আলিম ও শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণের দায়-দায়িত্ব বেশী বলে আমি মনে করি।

করণীয় বিষয়াবলী

ইসলামী বীমা ব্যবস্থা বাংলাদেশে নতুন। ইসলামী বীমা ব্যবস্থা নতুন হলেও প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা আমাদের দেশে নতুন নয়। প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার সাথে এ একটি স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিপক্ষতার বিষয়টি উড়িয়ে দেয়া যায় না। সেজন্য ইসলামী বীমার স্বতন্ত্র ধারা- সৃষ্টির জন্য অবিরাম কাজ করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা চলছে পূর্ববর্তী বীমা আইনের অধীনে। বীমা আইন ও ১৯৫৮ সালের বীমা বিধিমালা যা প্রণয়ন করা হয়েছে সম্পূর্ণ বৃটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে। ফলে এ আইন ইসলামের অনেক বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। তবুও ইসলামী বিশেষজ্ঞ, শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্যগণ প্রচলিত আইনের ধারা ঠিক রেখে ইসলামী শরীয়াহর যথাসম্ভব বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। কিন্তু শরীয়াহ কাউন্সিল গঠন করার কোন বিধান রাষ্ট্রীয় আইনে নেই। ফলে শরীয়াহ কাউন্সিলের আইন পালনে কোম্পানীগুলো বিধিবদ্ধভাবে বাধ্য নয়। তবে সংঘবিধি ও সংঘস্মারকের ঘোষণার কারণে তা করে থাকেন বা বাধ্য হন। যদিও শরীয়াহ কাউন্সিলের গঠিত হচ্ছে ও তারা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য শরীয়াহর সাথে সাংঘষিক বিষয়গুলোর সংশোধন করে একটি ইসলামী বীমা আইন ও বিধিমালা (Act & Rule) প্রণয়ন করা জরুরী।

বীমা আইন সংশোধন করে ইসলামী বীমা আইনের পৃথক এ্যাক্ট পাস করা আজ সময়ের দাবী। কেননা বাংলাদেশের অনেক বীমা কোম্পানী Islamic Wing বা প্রকল্প নামে ইসলামী বীমা চালু করছে। সেখানে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে। সরকার এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন পাস না করায় এটা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় জোড়াতালি দিয়ে চলছে। এ ব্যাপারে বীমা কোম্পানীগুলোর যারা ইসলাম বীমা হিসেবে নিবন্ধিত বা প্রকল্প চালুর মাধ্যমে ইসলামী বীমার প্রতি Comitted তাদের এ বিষয়ে

www.amarboi.org

পূর্ণাঙ্গতার জোর প্রচেষ্টা চালানো দরকার। সরকারেরও উচিত এ ব্যাপারে তড়িৎ ব্যবস্থা নেয়া। ইসলামী বীমা আইন না থাকায় বীমা দলিল, প্রস্তাবপত্র, নমিনি, মেডিক্যাল পদ্ধতি, সমর্পণ মূল্য নির্ধারণ বীমা তামাদী হওয়া, লাভ-লোকসান ইত্যাদি বিষয়ে শরীয়াহর নীতিমালা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। কোম্পানীসমূহের উদ্যোক্তাগণ শরীয়াহ আইন মানতে রাজী। কিন্তু নিরুপায় হয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য হারাম খাওয়া যায়েজ বা "অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম' এমন একটি পদ্ধতির অনুসরণ করে ইসলামী বীমার গ্রাহকগণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কতিপয় সুবিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোও ইচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকা স্বত্ত্বেও ইসলামী শরীয়াহর সফল বাস্তবায়ন করে দেশের মানুষের কাছে ইসলামী বীমা ব্যবস্থার সুফল পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার পূরণ করতে পারছে না। সেজন্য ইসলামী বীমা আইন প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আমিও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে ইসলামী বীমা আইন পাস করার দাবী পেশ করছি। আশা করি, সরকার এ বিষয়টির প্রতি নজর দিয়ে প্রচলিত বীমা আইনের পাশাপাশি ইসলামী বীমা আইন নামে পৃথক একটি আইন পাস করার ব্যবস্থা করবেন। পৃথিবীর কয়েকটি মুসলিম দেশে সাধারণ বীমা আইনের পাশাপাশি ইসলামী বীমা আইন চালু রয়েছে। প্রয়োজনে তাদের মডেল সামনে নিয়ে এ সমস্যা দূর করা যেতে পারে।

সমস্যা

ইসলামী বীমার জন্য বাংলাদেশে আরেকটি বড় সমস্যা দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনশক্তির অভাব। প্রচলিত বীমা কোম্পানীর লোকেরাই অনেকক্ষেত্রে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোতে কাজ করছে। এ ছাড়া ইসলামী বীমা হওয়ার পর ইসলাম মনোভাবাপন্ন বিপুলসংখ্যক জনশক্তি ইসলামী বীমায় কাজ করছেন। এদের দু' শ্রেণীর মধ্যে দু'ধরনের সমস্যা রয়েছে। যারা প্রচলিত বীমায় অভিজ্ঞ তাদের ইসলামী বীমার বা ইসলামী আদর্শিক অভাব রয়েছে। ফলে ইসলামী বীমার স্বতন্ত্র্য পালন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অবশ্য দিন দিন এ অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। অপরদিকে, যারা ইসলামী বীমার সুযোগে নতুন করে এ পেশায় আসছেন, তারা বীমার টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে দুর্বল। তারাও বিষয়টিকে আয়ত্ত্ব করতে সময়

www.amarboi.org

লাগছে। কয়েকটি কোম্পানী এ ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির জন্য যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোং গুলো এ ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখছে। ডেস্ক ও ফিল্ডে নিয়োজিত জনশক্তির অনবরত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর ব্যবস্থায় এ কোম্পানী জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। একটা কথা মনে রাখা এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য জরুরী যে, Human Resurce Development বা মানবসম্পদ উন্নয়ন চাড়া বা দক্ষ জনশক্তি ব্যতীত কোন ব্যবস্থাই সঠিকভাবে দাঁড়াতে পারে না। সেক্ষেত্রে ইসলামী বীমার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বেলায়ও তা তাৎপর্যপূর্ণভাবে জরুরী। এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া দরকার প্রশিক্ষণের। বীমা বিসয়টি কোন সহজ বিষয় নয়। প্রস্তাবপত্র পূরণ করে বীমা বিক্রি করাই বীমার কাজ নয়। বরং প্রস্তাবপত্র পূরণ করা, পি, আর, এফ পি আর, আন্ডার রাইটিং, কমিশন, সার্ভিসিং, বীমা দলিল, সুযোগ-সুবিধা, মৃত্যু দাবী মেয়াদ পূর্তির দাবী, ইত্যাদি নীতিবদ্ধ কতগুলো বিষয়। ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে এর কোনটিই বাদ দেয়ার সুযোগ নেই। বরং এ ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণে Islamisation দ্বারা বিষয়গুলোর সামঞ্জস্য বিধান করার ওপর যোগ্যতা সম্পন্ন একদল জনশক্তি তৈরী করা জরুরী। তবেই ইসলামী বীমা তার ভীতের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারবে। এ ব্যাপারে ইসলামী কোম্পানীগুলোর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীতে ইসলামী বীমার ওপর আরও অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণ কোর্স থাকা প্রয়োজন। সেখানে Islamic Insurance Diploma চালু করার ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং বীমা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেও এ বিষয়ে পড়াশোনার এবং গবেষণার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সকল ইসলামী বীমা কোম্পানীর সহযোগিতার একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা প্রশিক্ষণ একাডেমী গঠন সময়ের দাবি।

www.amarboi.org

শারী'আহ্ কাউন্সিল বা শারী'আহ্ সুপারভাইজারী বোর্ড

দেশে নামের সাথে ইসলাম যুক্ত করে যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ব্যাংক ও বীমা অন্যতম। বাংলাদেশে চালু হবার আগে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বহির্বিশ্বে চালু হওয়ার পর তাদের অনুসরণে এখানে তা চালু করার প্রচলন দেখা যায়। ইদানীং কো-অপারেটিভগুলোতেও 'ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত' সাইন বোর্ড দেখা যায়। আবার বাতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠানেও এ ধরনের ইসলাম যুক্তকরণের রীতি চোখে পড়ছে। আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে এবং তাঁকে শারী'আহর আলোকে চিন্তা করে কাজ করলে নিঃসন্দেহে এটা ভাল লক্ষণ। আর যদি অসৎ উদ্দেশ্যে এ নাম ব্যবহার করা হয়, তাহলে পরকালীন জীবনে অবধারিত জবাবদিহিতা ছাড়াও দুনিয়াতেই তার পরিণতি ভোগ করতে হবে। সেজন্য শারী'আহ কি? শরী'আহর উৎস কি কি? শারী'আহর গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝেশুনে একে ব্যবহার করা উচিত। অবস্থার আলোকে দেখা যায়, সাধারণের মধ্যে শারী'আহ সম্পর্কে ধারণা নেই বললেই চলে। মনে রাখা উচিত এটা ঠাট্টা করার বস্তু নয়। (আল্লাহ মাফ করুন)।

শারী'আহ'র সংজ্ঞা

শারীয়াত (شريعة) শব্দটি (شرع) শব্দ থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ কোন জলাশয়ে বা পানি প্রাপ্তির স্থানে বা কূপে যাওয়ার পথ, অনুসরনীয় স্পষ্ট পথ ইত্যাদি। পারিভার্ষিক অর্থে ইসলামের আইন-কানুন বিধি-বিধানকে শারীয়াহ বলা হয়। (شارع) শব্দ দ্বারা কখনও মহানবী (সঃ) কে বুঝানো হয়। কেননা তিনি এর প্রবর্তক। আবার কখনও এর দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়, কেননা তিনি এর প্রবর্তক। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই হচ্ছেন শারীয়াহ' মূল প্রবর্তক। কুরআনুল কারীম হচ্ছে শারীয়াহর

www.amarboi.org

প্রধান উৎস। এর দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হাদীস। এ দুটোর ব্যাপারে সকল আয়িম্মাহ একমত। অনেকে ইজমা ও কিয়াসকে শরীয়াহ'র তৃতীয় ও চতুর্থ উৎর্স মনে করেন। কেননা এ দুটো ব্যতীত শারীয়াহ'র সর্বব্যাপী প্রবর্তন সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে বলতে গেলে, শারীয়াহ এমন একটি বিধি-বিধানের নাম, যাতে দুনিয়ার সকল বিষয়ের ফয়সালা এখানে বিদ্যমান রয়েছে। পরকালীন জীবনের ভাল-মন্দের ফয়সালাও এখানে রয়েছে। সেজন্য শারীয়তের যাবতীয় বিধি বিধানকে আরবীতে 'মাশরু' (مشروع) বলে, শারীয়াতের সাথে সম্পৃক্ত বিয়ষকে শারয়ী' বলে। শারী'আহ'র সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন, 'অতঃপর আমি তোমাকে দ্বীনের শারী'আহ'র উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম। অতএব তুমি তা অনুসরণ কর এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না।' (আল কুরআন ঃ ৪৫ঃ১৮)। প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা তাবারী (রহঃ) শারী'আহ'র সংজ্ঞায় বলেন, শারী'আহ হচ্ছে, ফারাইজ, হাদ্দ, মুয়ামালাত-এর সমষ্টি। অন্য কথায় মানুষের কার্যাবলীতে আল্লাহর অনুশাসন হচ্ছে শারীয়াত।

শারী'আহ'র বিষয়াবলীকে যে শাস্ত্র দ্বারা সংজ্ঞায়িত ও বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এর নাম হচ্ছে, ফিকহ (فقه) এটিও আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা শব্দটি কুরআন ও হাদীসের ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের যাবতীয় আইন সমষ্টিকে (Juris Prudence) পরিভাষায় ফিকহ নামে অভিহিত করা হয়।

ইসলামী বীমায় শারী'আহ বোর্ড/কাউন্সিল

এ পর্যায়ে আলোচনা করা যাক, ব্যাংক-বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী'আহ কাউন্সিল বা বোর্ড-এর কার্যক্রম কি? এ বোর্ড কোন কোন ধরনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানে তার যাবতীয় কার্যক্রম ইসলামী বিধিবিধান মত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য একটি শারী'আহ বোর্ড বা কাউন্সিল গঠন করা হয়। 'বাই' ব্যবসা বাণিজ্য বা ফিকহুল মুয়ামালাত সূত্র প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শারী'আহ কাউন্সিল দিক-

www.amarboi.org

নির্দেশনা দেন। এ ধরনের ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। Accounting and Auditing organization for Islamic financial Institutions (AAOIFI) কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "A Shariah superisory Board is an Independent body of speialized jurist in Fiqh Al muamalat (Islamic commercial juris prudence) ইসলামী বীমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখানেও তা সম গুরুত্ব বহন করে না। মালয়েশিয়ার তাকাফুল Act-1984-তে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে-

'That there is in the Articles of Association of the Takaful operator concerned provision for the establishment of a Shariah Suparvisory council to advise as operator on the operations of its takaful business in order to ensure that it does not involve in any lement which is not approved by the shariah."

"তাকাফুল কোম্পানীসমূহের সংঘবিধিতে একটি শারীয়াহ সুপারভাইজারী কাউন্সিল গঠনের উল্লেখ থাকবে, যারা শারীয়াহ বিরোধী কোন উপাদান না থাকে মর্মে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও উপদেশ দেবে।'

মোট কথা শারীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ড এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামেরা, যেখানে ইসলামী বাণিজ্যিক আইন বুঝেন, এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি স্বাধীন সত্তা নিয়ে কাজ করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের প্রতিটি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের শারীয়াহ বোর্ড রয়েছে বাংলাদেশেও সেসব প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে তা গঠিত এবং পরিচালিত হচ্ছে।

গঠন প্রক্রিয়া

শারীয়াহ বোর্ড বা কাউন্সিল গঠন আমাদের দেশে কোম্পানীসমূহের সংঘ বিধির ও সংঘ স্মারকের বিধান বলে এখন পর্যন্ত গঠিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি কোম্পানীর জন্য পৃথক শারীয়াহ উপবিধি রয়েছে। যা গঠন ও পরিচালনায় নীতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সদস্য সংখ্যা ৭/৯/১১ ইত্যাদি হতে পারে। সদস্য ক্যাটাগরীতে ফকীহ, মুফতী, আইনজ্ঞ ও বিষয়

www.amarboi.org

অভিজ্ঞ ইত্যাদি হতে দেয়া হয়। বীমার বেলায় বীমা বিশেষজ্ঞ Expert অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারও কারও মতে শারীয়াহ কাউন্সিলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর কোন পরিচালক থাকার বিধান রাখা ঠিক নয়। কিন্তু আসলে এ মতের সঙ্গে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেন। কেননা আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য অবশ্যই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি শারীয়াহ কাউন্সিলে রাখা বাঞ্চনীয়। তবে পরিচালকগণের মধ্যে যিনি অধিক শরীয়াহ পারদর্শী তাকে এখানে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

শারী'আহ কাউন্সিলের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী

এ কথা নিঃসংকোচে মেনে নেয়া দরকার যে, শারীয়াহ যদি পরিপালন না হয় তাহলে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান নামকরণের কোন মানে থাকে না। আর শারীয়াহ মানা হচ্ছে কি হচ্ছে না তা দেখার জন্য শারীয়াহ কাউন্সিল গঠন করলেই হবে না, এর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকা আবশ্যক।

১. **শারী'আহ বিভাগ ঃ** প্রত্যেক বীমা প্রতিষ্ঠানে অফিস অবকাঠামোতে পৃথক শারীয়াহ বিভাগ তথা শরী'আহ্ সচিবালয় থাকা দরকার। যেখানে প্রয়োজনীয় অফিস কাঠামো, কর্মচারী-কর্মকর্তা ও আসবাবপত্র থাকবে। অন্য বিভাগগুলোর চেয়ে এ বিভাগ কোন অবস্থায়ই কম গুরুত্বপূর্ণ হবে না।

২. **মুরাক্বিব ঃ** মুরাক্বিব আরবী শব্দ। এর অর্থ প্রহরী, নিয়ন্ত্রক, তত্ত্বাবধায়ক, সুপারভাইজার ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, লেনদেন শারীয়াহ মোতাবেক হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য, দোষত্রুটি বোর্ডকে অবহিতকরণের জন্য, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে এজেন্ডা নির্ধারণের জন্য সার্বক্ষণিক কিছু কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকতে হয়। তা না হলে শারীয়াহ বোর্ড তার কার্যক্রমের উপাদান পাবে কোথায়? এ কাজগুলো আঞ্জাম দেয়ার কিছু কর্মকর্তা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকে তারা মুরাক্বিব নামে অভিহিত। এ ধরনের কর্মকর্তাগণ সাধারণত কোম্পানী থেকে বেতন

www.amarboi.org

গ্রহণ করলেও শঅরীয়াহ বোর্ডের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়টি শারীয়াহ বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

৩. **গবেষণাঃ** শারীয়াহ বিভাগের অধীনে একটি গবেষণা সেল থাকা আবশ্যক। যেখানে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম চালু রাখার ব্যবস্থা থাকবে। শারীয়াহবিষয়ক বিষয়াবলী চয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিমালা প্রণয়ন, শারয়ী দলীল বেরকরণসহ শারীয়াহ বোর্ডের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য এখানে কাজ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪. **লাইব্রেরী ঃ** শারীয়াহ বিভাগের কার্যক্রম ব্যাপক। ইসলামী শরীয়াহ'র মত গ্রন্থ ও বিতাবাদী দুনিয়ার আর কোন ধর্ম, ইজম বা মতবাদে নেই। সেগুলো জানা, পড়া ও বাস্তবায়নের উপর শারীয়াহ পরিপালন নির্ভর করে। সেজন্য দুর্লভ বইপত্র গ্রন্থ সম্ভারকে সংগ্রহ করে ব্যাপক পড়াশোনার (Library Work) মাধ্যমে শঅরীয়াহ বাস্তবায়নের জন্য একটি সমৃদ্ধশালী লাইব্রেরী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলা আবশ্যক। এতে প্রতিষ্ঠান বেশী লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে। শারীয়াহ'র নীতিমালা জানা, বুঝা ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সহজতর হয়।

৫. **প্রশিক্ষণ ঃ** আপাতদৃষ্টিতে শরী'আহ সহজ বিষয় বলে মনে হলেও তা খুব সহজ নয়। প্রতিটি বিষয়কে বাস্তবায়নের নীতিমালা হাতে-কলমে জানা প্রয়োজন। আর আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত এবং মাদরাসা শিক্ষিতদের জন্যও বিষয়টি অতীব জটিল। ফলে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা (Resourse person) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে জনশক্তিকে শারীয়াহ'র বিষয়ে দক্ষ এবং আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট (Motivation) করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এর কোন বিকল্প নেই।

শারী'আহ বোর্ডের কার্যাবলী

শারীয়াহ বোর্ডের কার্যাবলী ব্যাপক। সংস্থার সকল কার্যক্রমই শারীয়াহ বোর্ডের কার্যক্রম। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যাবলী উল্লেখ করা হলো।

১. সভার কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ এবং প্রয়োজনীয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য সার্কুলার আকারে কোম্পানী

www.amarboi.org

কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং বাস্তবায়নের জন্য দিক-নির্দেশনা দেয়া।

২. কোম্পানী Product -গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনীর ব্যবস্থা করা।

৩. বার্ষিক আয়-ব্যয়, ব্যালেন্সসীট ও Audit Report পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া।

৪. বিনিয়োগ নীতিমালা অনুমোদন করা এবং তদারকীর ব্যবস্থা করা। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুরাকিবের সুপারিশ বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নেয়া।

৫. সংস্থা সামগ্রিক বিষয়াবলীর ওপর বার্ষিক শারীয়াহ প্রতিবেদন তৈরী করা এবং সর্বসাধারণের জন্য তা প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

৬. কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পদোন্নতিতে শারীয়াহ বিষয়ে যাচাই-বাছাই ও নির্দেশনা দান করা।

৭. সংস্থা পরিবেশগত দিকের প্রতি নজর রাখা, যাতে এখানে হালালের সূত্র ধরে কোন হারাম প্রবিষ্ট হওয়ার সুযোগ না থাকে।

৮. সংস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা ও ব্যক্তিগত জীবনে শারীয়াহ পরিপালনের দিকে উদ্বুদ্ধ করা।

৯. প্রয়োজন অনুযায়ী সময় সময় পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

www.amarboi.org

ইসলামী অর্থনীতির ইতিবাচক দিক

ইসলাম নিছক কোন ধর্ম নয় বরং জীবন ব্যবস্থা। ফলে মানুষের জীবনের সামগ্রিক বিষয়ের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এখানে বিদ্যামান। সাথে সাথে ধর্ম, মত, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকলের বিষয়ে আলোচনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি ইসলামেই বর্ণিত হয়েছে। সেজন্য কোন বিধর্মী ইসলামের যে কোন দিকের অনুশাসন মেনে ইহকালের জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারেন। অবশ্য "ঈমান বিল্লাহ" না থাকার কারণে পরকালীন জীবনে উপকার বা সওয়াব কিংবা প্রতিদান প্রাপ্ত হবে না। সে কারণে ইসলামী অর্থনীতিতে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারভিত্তিক সাম্যের পরিপূরক বিবেচনা করা হয়। আমরা এখানে আলোচনা করে দেখব ইসলামী অর্থনীতির সকল দিক কিভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে অবদান রেখে যাচ্ছে।

বিশ্বে আজ শান্তির অন্বেষায় মানুষ দিশেহারা। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে মানুষ অশান্তির মূল কারণ হিসেবে দেশ-দেশের উপর, সবলতা ও দুর্বলতার সুযোগে নির্যাতন নিপীড়ন চালানোকে চিহ্নিত করেছে। কোথাও সম্প্রসারণের নামে, কোথাও অর্থনৈতিক শোষণ, কোথাও বঞ্চনার মাধ্যমে এ নির্যাতন চালাচ্ছে। নির্যাতন ও নিপীড়নের শেষ পর্যায়ে দুর্বলকে মারণাস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনের হানি ঘটিয়ে সর্বশান্ত করে দিচ্ছে। অথচ ইসলামী অর্থনীতির দিক-নির্দেশনাকে মেনে নিয়ে বিশ্ববাসী অবশ্যই শান্তি লাভ করতে পারে। কারণ ইসলামী অর্থনীতি সম্পদের সুষম বণ্টন ও সদ্ব্যবহার, অপচয় রোধ এবং সঞ্চয় ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দেয়।

ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে একেবারেই অনুমোদন করে না। আর সেক্যুলার অর্থনীতির মূলভিত্তিই পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবী এ পর্যায়ে এসে অশান্ত হয়ে পড়েছে। কেননা পুঁজিবাদের মাধ্যমে

www.amarboi.org

সম্পদ কোন কোন দেশের কাছে কেন্দ্রভূত হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা সুদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম খারাপ দিক হচ্ছে- সবলকে আরো সবল করে তোলা এবং দুর্বলকে আরো দুর্বল করে দেয়া। সবল তখন ধন-সম্পদকে আরো কুক্ষিগত করার জন্য চেষ্টা চালায়। তখনি শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। শোষণ করার হাতিয়ার হিসেবে সুদ ব্যবহৃত হয়। অত্যাচার-নিপীড়নের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়। ফলে অত্যাচারিতরা বিদ্রোহী হয়ে যায়। শোষক বা অত্যাচারী গোষ্ঠীর মধ্যে এবং শোষিতদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এই ব্যবধান হত্যা, খুন, রাহাজানী, লুণ্ঠন, ডাকাতি, চুরিসহ সামাজিক অবক্ষয়জনিত কর্মকাণ্ড দ্রুত বিস্তার লাভ করে। অপরদিকে সুদ সামাজিকভাবে কর্মসংস্থানকে হ্রাস করে দেয়। বেকারত্ব সৃষ্টি হয় ব্যাপকভাবে। হতাশা ও অনিশ্চয়তার ফলে সমাজ একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হয়। ইসলামী অর্থনীতি এসব অন্যায় থেকে বিশ্ব মুক্তি দিতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতি ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অবদান রাখে। আজ বিশ্বব্যাপী এ বিষয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ চলছে। দলমত, মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ইসলামী অর্থনীতিকে মূল্যায়ন করছে। ফলে ব্যাপকভাবে মানুষ ইসলামী ব্যাংক ও বীমার প্রতি ঝুকে পড়তে শুরু করেছে।

www.amarboi.org

ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী বীমা শিল্পের প্রভাব

আমরা সকলে জানি যে, দুনিয়াব্যাপী অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান। এ দুটি খাতকে ইসলামী অর্থনীতির আলোকে পরিচালনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মণীষী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণা করে পঞ্চাশের দশক থেকে সফলতার সঙ্গে প্রথমে ইসলামী ব্যাংকিং শুধু করে। পরবর্তীতে তারা লক্ষ্য করেন যে, ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সনাতনী বীমা কোম্পানী বা সংস্থার সাথে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগ ও লেন-দেন করতে হচ্ছে। যা একটি সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। এ জন্য তারা অল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলামী বীমা বা তাকাফুল ব্যবস্থা চালু করে। গত কয়েক দশকে দেশে ইসলামী বীমায় ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুসলিম বিশ্ব ছাড়াও আমেরিকা, ইউরোপসহ কতিপয় অমুসলিম দেশেও ইসলামী বীমা কোম্পানী গড়ে উঠেছে। তাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী ব্যাংক ও বীমা দুনিয়াব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করছে। মানুষের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়েছে।

অনস্বীকার্য যে, অর্থনীতির ভীত মজবুত না করে ইসলামী যে কোন উন্নতি ও অগ্রগতির চিন্তা করা অসম্ভব। যদি এ কথার উপর আমরা একমত হই, তাহলে আমাদেরকে ভাবতে হবে প্রচলিত ব্যবস্থায় অর্থনীতিকে কি কি খাত নিয়ন্ত্রণ করে। সেগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে Islamization-এর চেষ্টা করতে হবে। বিশ্বের খ্যাতনামা মণীষী ও স্কলারগণ ব্যাপক গবেষণার পর এ দিকটিকে চিহ্নিত করেই Islamic Common Market, Islamic Currency, Islamic Bangking, Islamic

www.amarboi.org

Insurance (Takaful) ইত্যাদি করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চলছে। কারণ এসব করা না গেলে ইসলামী অর্থনীতি পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্বব্যাপী চালু করার পথে নানা অন্তরায় থেকে যাবে।

এসবের জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে, আমরা যারা উম্মাহর অগ্রগতির কথা বলি, সংকট উত্তরণের আহ্বান জানিয়ে কথা বলি এবং লেখালেখি করি, কথার চেয়ে আমাদের বেশী কাজ করতে হবে। দুনিয়াব্যাপী কয়েক হাজার বিলিয়ন টাকা বীমা খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে আমরা যদি এর থেকে দূরে থেকে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের কথা বলি তাহলে এটা এক ধরনের বোকামী ছাড়া আর কিছু হবে না। তা না করে বিকল্প হিসেবে এবং উন্নততর প্রমাণ করে বীমা ব্যবস্থাকে যদি আমরা গণমানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি, তাহলে তা হবে ইসলামী অর্থনীতির জন্য বিরাট সাহয়ক।

সুদ হারাম। এটা ১৫০০ বছর আগেকার ঘোষণা। গোটা বিশ্ব আজ সুদের করাল গ্রাসে আক্রান্ত। এ ব্যবস্থার ধারক-বাহক হচ্ছে আমাদের বিপরীতে অবস্থানকারী ধর্মীয় বিলাসী ও পুঁজিবাদী এবং সমাজতন্ত্রবাদীরা। কারণ তারা এটা করতে পেরে মনে করেছে এই সুদী অর্থনীতির মাধ্যমেই মুসলমানদের ধর্ম, কর্ম, চিন্তা চেতনাকে বিভ্রান্ত করার তারা সুযোগ পেয়েছে। তাই বুঝে শুনে মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সুদবিহীন অর্থনীতির অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে। আর এটা করার জন্য ব্যাংক বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সর্বক্ষেত্রে ইসলামী নীতি প্রতিষ্ঠা করে সুদের মত জঘন্য গুনাহকে দূর করতে হবে।

আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে, বিগত অর্ধশতকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এদেশের মানুষ সুদ থেকে বাঁচতে চায়। তারা ইসলামী অর্থনীতির প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহী। এই মুহূর্তে কেবল প্রয়োজন নেতৃত্ব দিয়ে, পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে তাদের কাজে লাগানো। আমরা এর প্রমাণ পাচ্ছি এভাবে যে, মাত্র কয়েকটি কোম্পানী ইসলামী বীমা করার

www.amarboi.org

জন্য উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপক সাড়া পাওয়ার পর তাদের দেখে দেখে আজ অনেক Conveutional Company ইসলামী প্রকল্প (Takaful Wing) চালু করেছে। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে যে, তারাও ইসলামী বীমায় তাদের Conventional এর চেয়ে ভাল করছে। ফলে এখন আর বুঝতে বাকী নেই যে, ইসলামী বীমা আমাদের অর্থনীতির জন্য কত বড় নিয়ামক। একে বাদ দিয়ে আমরা ইসলামী অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার সক্ষম হবো না। ইসলামী বীমার অন্য উপকারিতাগুলো অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু ইসলামী অর্থনীতিবিষয়ক আলোচনা দিয়েই একথা বলে শেষ করা হলো যে, পৃথিবীব্যাপী বীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চালু রয়েছে। সেখানে ইসলামীকরণের মাধ্যমে আমরাও অভাবনীয় সফলতা অর্জন করতে পারি।

www.amarboi.org

ইসলামী বীমা পেশার প্রশিক্ষণ ও গবেষণার গুরুত্ব

ভারত উপমহাদেশে ইসলামী বীমা তথা ইসলামী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠার সময়কাল খুব নিকটের। এ পদ্ধতি বাংলাদেশে ২০০০ সালে চালু হয়। এ ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্বটি পালন করেন কয়েকটি ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোং-এর উদ্যোক্তা পরিচালকগণ। বিশ্বে মুসলিম দেশগুলোর দু'একটিতে ইসলামী জীবন বীমা প্রবর্তিত হয়েছে। তাদের উদাহরণ সামনে রেখেই এ কোম্পানী কাজ শুরু করে। ফলে প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একেবারেই নতুন। নতুন বিষয়টিকে পরিচালনার জন্য তিনটি দিকের প্রতি সদা নজর রাখতে হয়।

১. ইসলামী শরীয়াহর পরিপালন,
২. সরকারী প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের সমন্বয় এবং
৩. দেশের প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে জনগণের আস্থা ও দৃষ্টি আকর্ষণ।

এ তিনটি কাজ খুবই দূরূহ। তবে এটা অসম্ভব নয় তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এটা আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং দক্ষ জনশক্তি ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে। একটি কোম্পানীর লাখ লাখ গ্রাহকের সেবাদানের জন্য সারা দেশে বহু কার্যালয় ও জনশক্তি রয়েছে, যাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। গ্রাহকের অর্থের নিরাপত্তা দান, সেবার মান উন্নতকরণ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা বেং ব্যবসায়িক উন্নয়ন সাধনের জন্য যোগ্যতা অর্জনের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অতীব জরুরী। সেজন্য বিশেষ উপকারিতা ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসব বিষয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বীমা শিল্পে প্রচলিত কলাকৌশল ও পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ এবং ইসলামী শরীয়াহ'র দিক-নির্দেশনামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাও ইসলামী জীবন ও সাধারণ বীমায় নিয়োজিত জনশক্তির জন্য বিশেষ তাৎপর্যবহ।

www.amarboi.org

ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে দু'ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন ১. মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও ২. ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ। কেননা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ইসলামী অর্থনীতির সমন্বয়ে মার্কেটিং যোগ্যতা এবং ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের প্রচলিত অফিসিয়াল পদ্ধতির সাথে ইসলামী অর্থনীতির ওপর ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়।

১. মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ঃ বাংলাদেশের ইসলামী বীমার ক্ষেত্রটি এখানকার জনসাধারণের জন্য নতুন আঙ্গিকে হওয়ায় এর কর্ম-পদ্ধতি ও পরিকল্পনা সূক্ষ্মভাবে না জেনে ভাল করা সম্ভব নয়। এমনিতে বীমা শিল্পে প্রশিক্ষণকে ব্যবসায়িক সফলতার জন্য আবশ্যম্ভাবী মনে করা হয়। তদুপরী ধর্মপ্রাণ মুসলমানরাই ইসলামী বীমার সম্মানিত গ্রাহক হিসেবে এগিয়ে আসায় তাদের মন মানসিকতা, আর্থিক নিরাপত্তা এবং ইসলামী শরীয়াহ'র আলোকে ব্যবসা পরিচালনা ও লাভ-লোকসানের ওপর পরিচ্ছন্ন জ্ঞান প্রদান করা জরুরী। প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটিং-এ দক্ষতা ও যোগ্যতা-সম্পন্ন জনশক্তি ভাল ফলাফলের জন্য কতটা প্রয়োজন তা বলাবাহুল্য।

২. ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ঃ উন্নত ব্যবস্থাপা হচ্ছে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পূর্বশর্ত। বিশেষ করে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সেবামূলক ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ডেস্ক তথা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনেক চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে প্রয়োজন। যেমন-

ক. প্রত্যেক কোম্পানীর একটি নিজস্ব Strategy (কৌশল) রয়েছে। সেটা জানা ও বুঝার মাধ্যমে সফল কর্মকর্তার স্থানে পৌছান একজন কর্মকর্তা। এটা সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই অধিক সম্ভব।

খ. ইসলামী শরীয়াহ বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়টি ব্যাপক পড়াশোনার বিষয় বিধায় কর্মজীবনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই ব্যাপক জ্ঞানের বিনিময় সম্ভব। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মকর্তাগণের বেলায় তো এটা অবশ্যাম্ভাবী।

www.amarboi.org

গ. ইসলামী ভাবধারা ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ ইসলামের অনুকূলে হওয়া একান্ত জরুরী। এটা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকলেও তার বিকাশে প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্য পূরণে কর্মজীবনে যে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তার প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া ইসলামী বীমায় দেশে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতগণ সম্পৃক্ত হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে বীমার টেকনিক্যাল বিষয় জানার জন্য অবশ্যই তাদের প্রশিক্ষণ জরুরী।

আমরা সকলে এ কথা জানি যে, জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকাণ্ড 'Paper work' নির্ভর। সেখানে জ্ঞান ও মেধার সুস্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া পরিকল্পনা উদ্ভাবন এবং এগুলোকে ব্যবসায়িক উপাদান হিসেবে বাজারজাতকরণের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করা একটি গবেষণামূলক কাজ। কোম্পানী ও গ্রাহকের স্বার্থরক্ষা করে ব্যবসা পরিচালনায় অগ্রসর হওয়া গবেষণার মাধ্যমেই সহজ। তাছাড়া গবেষণা হচ্ছে, কঠিন বিষয়কে সহজতর পন্থায় সকলের কাছে বোধগম্য করা। প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মাঝে একটি গভীর সম্পর্ক জরুরী। যা ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে ফলদায়ক হয়ে উঠে। আর তাই আধুনিক অর্থনীতির আলোকে পণ্য বাজারজাত করণের জন্য পচার ও প্রসারকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। Promotion of Marketing কে গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী। বিশেষ করে প্রচলিত সেকুলার অর্থব্যবস্থায় ইসলামী ভাবধারা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে Islamization of Economics বাস্তবায়ন করা জরুরী।

এ লক্ষ্যে Literature প্রণয়ন, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা জরুরী। এগুলো সবটাই গবেষণার বিষয়। তাছাড়া Islamisation of Knowledge and ethics বাস্তবায়নেও গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ জরুরী বিষয়।

এখানে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এখানে ইসলামী ভাবধারার যে কোন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উন্নয়নের চেষ্টা করা হলে তা সাফল্যমণ্ডিত হতে বাধ্য। তবে ব্যাপক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব। তাই ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোকে প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

www.amarboi.org

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি

আধুনিক ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত জনশক্তিকেই দক্ষ বলে অভিহিত করা হয় এবং বলা হয় There is no alternative of Training একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তির জন্য Job Routation ও Continuous Training অত্যন্ত প্রয়োজন। Job Routation না হলে একজন কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের পুরো কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে না। সে জন্য জনশক্তিকে All Rounder ধাঁচে গড়ে তোলার জন্য এটি দরকার। ব্যবস্থাপনা (Management) বলতে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার পুরো অবকাঠামোকে বুঝায়। সেখানে Top to Botom সকল জনশক্তির দায়িত্ব More or less থেকেই থাকে। সেজন্য একটি বিভাগে ভাল কাজ করে আর অপর আরেকটি বিভাগে ভাল করতে পারে না তাহলে তা দক্ষ ব্যবস্থাপনার পর্যায়ে পড়ে না। শুধু তাই নয়, পুরো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সকল বিভাগ ভাল কাজ করে, কিন্তু একটি বিভাগ অদক্ষতার পরিচয় দেয়, তাহলে পুরো প্রতিষ্ঠান তখন এর জন্য Suffer করে। এজন্য ব্যবস্থাপনাকে সাবলীল করতে হলে সমান্তরাল বিভাগীয় অবকাঠামো তৈরী করতে হয়। Frequent Job Routation জনশক্তিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। একজন কর্মকর্তা যখন একটি প্রতিষ্ঠানের আদ্যপ্রান্ত বুঝেন এবং যে কোন বিভাগে কাজ করা কালে No Problem attitude প্রদর্শন করতে পারেন, তখন সে দারুণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে। তার থেকে অনেক সেবা প্রতিষ্ঠান পেতে পারে। বিশ্বাসের ও প্রত্যয়ের একটি প্রভাব অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। আমাদের অনেকেরই এ কথা জানা যে, বহু সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে অকালে ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে যদি আমরা গভীর প্রবেশ করে চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত (Efficient & well trained) জনশক্তির অভাবে তা অব্যবস্থাপনা, অদক্ষ সর্বোপরী মাথাভারী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হয়। এটি একটি মৃতপ্রায় গাছের মত হয়ে যায়

www.amarboi.org

যা, এক সময় তা আর তার কাণ্ড পত্র, পলব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

দক্ষ বলতে তিনটি বিষয়ে সু সামঞ্জস্যকে বুঝায়। ১. কাজ সময়মহ সম্পন্ন করা, ২. নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা, ৩. কম মূল্যে সম্পন্ন করা। অর্থাৎ একটি কাজ যে পরিমাণ সময় ব্যয় করে করা দরকার, তার চেয়ে বেশী সময় নষ্ট করে কাজটি করা হলো তাহলে তা দক্ষতা পূর্ণ কাজ হবে না। সময় কম ব্যয় করা হলো কিন্তু কাজটি নির্ভুলভাবে করা হলো না, একেও দক্ষতাপুর্ণ কাজ বলা হবে না। অপরদিকে সময় কম ব্যয় করে এবং নির্ভুলভাবে করা হলো কিন্তু এতে আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশী হয়ে গেল যে, স্বাভাবিক Sence তাকে সমর্থন করে না, তাহলে এটাকেও দক্ষতাপূর্ণ কাজ বলা যায় না। এক কথায় বলতে গেলে এ তিনটি বৈশিষ্ট যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে যে কাজ করা হয় তাকে ব্যবস্থাপনার ভাষায় Efficent Work বলে। আধুনিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় আরও একটি বিষয়কে যোগ করা হয়, তা হচ্ছে Quality অর্থাৎ দক্ষতাপূর্ণ কাজের জন্য এটাও একটি বৈশিষ্ট্য যে, কাজটি Quality পূর্ণ হতে হয়। আমরা অনেকেই মনে করি, বস্তুগত ব্যাপারেই Quality নামক শব্দের প্রয়োগ হয়, অন্যত্র নয়। আসলে কিন্তু তা নয়।

আমরা মুসলমান হিসেবে বিশ্বাস করি, নামাজ আদায় করা আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী কাজ। এ কাজের Quality আছে। প্রশ্ন হতে পারে এর আবার Quality কি? এর উত্তরে বলা যায়, Qualityfull নামাজ হচ্ছে নামাজের আহকাম, আরকান, ওয়াজিব সুন্নত ও মুস্তাহাব যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে আদায় করা হলে, তা হবে সৌন্দর্যমণ্ডিত উত্তম নামাজ। এই হিসেবে Professional ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, দক্ষ হওয়ার জন্য এ বৈশিষ্ট্যটি অর্থাৎ কাজের গুনগতমান রক্ষায়ও মনেযোগী হতে হয়। কারণ গুনগত মানের প্রতিযোগিতাই আজ বিশ্বব্যাপী। উদাহরণ স্বরূপঃ একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের বা আমাদের কোম্পানীর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। একজন গ্রাহকের এফপিআর বা বীমা দলীল গ্রাহকের কাছে পৌছানো হবে। এটা খোলামেলা নিয়ে হাতে পৌছানো যায়, অথবা একটি ভাল খামে উপরে তার নাম-ঠিকানা শুদ্ধভাবে লিখে পরিচ্ছন্ন আকারে তার হাতে সঠিক সময়ে নির্ভুলভাবে পৌছালে, গ্রাহক বলতে বাধ্য This is the Quality work/ আচার-আচরণেও কোয়ালিটি আছে। যেমন একজন গ্রাহক সেবা নেয়ার চিন্তা করে অফিসে আসলেন। সংশিষ্ট কর্মকর্তা তাকে দু'ভাবে গ্রহণ করতে পারেন, ১. আপনি কাকে চান

www.amarboi.org

কি চান ইত্যাদি বলে তার সেবা করার চিন্তা করা, ২. সালাম বিনিময়ের মাধমে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে করমর্দনের মাধ্যমে তাকে বসার জন্য বলে উত্তম আলাপচারিতার মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি হচ্ছে, গুনগত মানসম্পন্ন আচরণ। মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগত জীবনে একজন খারাপ মানুষও ভাল বা মন্দ আচরণ চেনে বা জানে এবং সে অন্যের কাছে ভাল আচরণ প্রত্যাশা করে।

মানুষের জীবনে শেখার কোন শেষ নেই। আল্লাহর নবী এজন্যই এরশাদ করেছেন, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শেখো। শিক্ষা মানুষের জীবনে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দ্বারা মৌলিক জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু বাস্তব শিক্ষা বা কাজ করার দক্ষতার জন্য শিক্ষা আসে প্রশিক্ষণ থেকে। প্রশিক্ষণের আরও একটি প্রয়োজনীয়তা থাকে। সেটা হচ্ছে মনোযোগ (Motivation) প্রতিষ্ঠা। এটা কর্মক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন হয়। এর অভাবে ব্যক্তি Absent mind থাকে। ফলে সে কাজে আন্তরিকতাপূর্ণ (heartfull) হয় না। সে জন্যই বলা হয় প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

Professional Training এর প্রয়োজন একবারে শেষ হয়ে যায় না। কিছু দিন পর পরই ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হয়। এর অনেক কারণ আছে। কিছু আছে Physiological আর কিছু আছে Institutional-Physiological (মনস্তাত্ত্বিক) কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, একঘেয়েমি দূর করা, অধিক মনোযোগী করা ইত্যাদি। Institutional বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বারবার কতগুলো কারণে প্রয়োজন হয়ঃ

১. বিকাশমান ও পদ্ধতিগত নতুন নতুন বিষয় জানা ও বুঝা। কারণ প্রতিদিন বিশ্বে নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন হচ্ছে, তা না জেনে এক দিনে বলা যাবে না। আর চলা গেলেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না। সেজন্য পেশাগত অবস্থানে এসব বিষয় জানার জন্য প্রশিক্ষণই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম।

২. মানুষের জ্ঞানের (কম বা বেশী) সীমাবদ্ধতা আছে। একত্রে অনেক বিষয় জানিয়ে দেয়ার পর ক্ষেত্র বিশেষে এর একটা অংশ সে আয়ত্ত্ব করতে পারে। কিন্তু দক্ষতার জন্য এসব জ্ঞান অত্যন্ত জরুরী। সেজন্য প্রথমবারে যা শিখা হবে, দ্বিতীয়বারে আরও বেশী, তৃতীয়বারে আরও বেশী শিখতে পারে। এ জন্যই Continuous Training জরুরী বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

www.amarboi.org

৩. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কিছু Strategy থাকে। Corporate কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে এটা বেশী প্রযোজ্য। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে সময়ে সময়ে গৃহীত এসব Policy ও Strategy বাস্তবায়নের জন্য পতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তির কাছে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তুলে ধরতে হবে। প্রান্তিক সফলতা নির্ধারণ করতে হয়। টার্গেট দেখানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ বিষয়গুলোকে প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র একসাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

৪. সমধারণা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ জরুরী। একটি বিষয়ের একাধিক ব্যাখ্যা, সংজ্ঞা, পদ্ধতি থাকতে পারে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সকল ক্ষেত্রে এবং সকলের কাছে একই ধরনের হওয়া বাঞ্চনীয়। তা না হলে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বাইরে ভাল পরিচিত গড়ে উঠে না। বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বললে, বিভিন্ন ব্যাখ্যা করলে তাতে প্রতিষ্ঠান লাভবানের চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল জনশক্তির কার্যক্রম ও উৎপাদিত পণ্য বা Product সম্পর্কে একই ধরনের ব্যাখ্যা, পরিচিতি, গুণ বৈশিষ্ট্য, সুযোগ-সুবিধা বলতে হয়। এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা Proffessional ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হয়। এর মাধ্যমে এক ধরনের বক্তব্য সর্বত্র প্রচারের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। যা অন্য মাধ্যমে করা সম্ভব হয় না।

৫. জনশক্তিকে কোম্পানীর সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানী ও পারঙ্গম (Skill) করে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে বদলী বা পদোন্নতি দানের ফলে যেন সে তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণ খুবই জরুরী।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে এক রকম প্রয়োজন হয় না। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ বেশী প্রয়োজন হয়, আবার কোথায়ও কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বেশী। কারণ এখানে পদ্ধতিগত অনেক বিষয় আছে, যা বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাধারণ বীমার চেয়ে জীবন বীমায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় বেশী। জীবন বীমায় এমন কিছু টেকনিক্যাল বিষয় আছে যা হাতে-কলমে শিক্ষা ছাড়া কাউকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব নয়।

জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে দু'ধরনের জনশক্তির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। যারা মাঠ পর্যায়ে কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের জন্য মাঠ

www.amarboi.org

পর্যায়ের কাজে দক্ষ করার জন্য এবং যারা অফিসে এসব কাজে দায়িত্ব পালন করেন তাদের জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ জরুরী হয়ে পড়ে। অনেকেই ধারণা পোষণ করেন যে, জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের আবার প্রয়োজনীয়তা কি? এ ধরনের ধারণা মূলতঃ জীবন বীমা সম্পর্কে না জানার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যারা পেশাদার হিসেবে কাজ করেন, তারাও মনে করেন যে, জীবন বীমার জন্য কিছু কিছু বিষয় জানলেই কাজ করা যায়। প্রকৃত পক্ষে বিষয়টি এ রকম নয়। মাঠ কর্মকর্তা ও ডেস্ক কর্মকর্তা উভয় ধরনের কর্মকর্তাও জনশক্তির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের নিমিত্তে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। জীবন বীমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিভাগ থাকে। যেমন, আন্ডাররাইটিং, সার্ভিসিং ক্লেইমস, উন্নয়ন প্রশাসন ইত্যাদি। এ বিভাগ গুলোতে কাজ করার জন্য জানা, আয়ত্ব করা এবং বাস্তবায়ন বা কার্যকরী করার মানসিকতা নিয়ে শিখতে হয়। এজন্য তাকে একদিকে প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হয়। অন্যদিকে ব্যাপক পড়াশোনাও করতে হয়। জীবন বীমায় প্রস্তাবপত্র পূরণ থেকে একটি পলিসির কাজ শুরু হয় আর ক্লেইম দ্বারা এর শেষ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপে আইন স্বীকৃত কতগুলো পদ্ধতি ও নিয়ম রয়েছে, এগুলো মাঠ কর্মকর্তা ও ডেস্ক কর্মকর্তা সকলেরই জানতে হয়। তা না হলে একজনের ভুলের জন্য কোম্পানী-গ্রাহক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানকে এমনিতেই Service Oriented বা সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান বলা হয়। তার সাথে যদি প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী হয়, তাহলে অবশ্যই সেখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে গ্রাহক সেবার সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। আমানতকারী, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা থাকতে হয়। আচার-আচরণ, চলাফেরা, উঠা-বসা সকল ক্ষেত্রেই তাদের ইসলামী প্রতিষ্ঠানের উপযোগী হতে হবে। সে সাথে সেবার ব্যাপারে তাদের অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে। ইসলামকে যোগ্যতার মাপকাঠির মানদণ্ড বিবেচনা করতে হবে। অযোগ্যতা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

www.amarboi.org

বীমাবিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

বীমা শিল্পে কতগুলো বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে Underwriting, Servicing, Accounts, Audit, Valuations. ইত্যাদি। এসব বিষয় না হলে বীমার কার্যক্রম চালানো যায় না। ইসলাম বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিরোধী নয়। সে কারণে দক্ষ সেবা ও বিশ্বব্যাপী গৃহীত প্রচলিত বীমার নানা কৌশল ও প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ইসলামী বীমায়ও গ্রহণ করতে হবে। তবে তা Islamisation করার মাধ্যমে করতে হবে। এখন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করতে পারি- এ জরুরী বিষয়গুলো।

১. Underwriting (অবলিখন) ঃ সাধারণ ও জীবন বীমার উভয় ক্ষেত্রে এই কার্যক্রম দরকার। এর অর্থ হচ্ছে বীমার ঝুঁকি নিরূপণ। সাধারণ বীমায় এই ঝুঁকি নিরূপণ অনেকটা সহজ এবং আইনসিদ্ধ। জীবন বীমায় অবলিখন হচ্ছে জীবন বীমা শিল্পের বিশেষ টেকনিক্যাল প্রক্রিয়া, যার মাদ্যমে জীবন বীমার প্রস্তাবকের সম্ভাব্য অতিরিক্ত মৃত্যুঝুকি ও স্বাভাবিক মৃত্যুর হার বিবেচনা করে প্রস্তাবকের প্রস্তাবিত ঝুঁকি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা বা কোন শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে তা বিবেচনা করা। সর্বোপরি প্রস্তাবিত ব্যক্তির জীবন বীমার ঝুঁকি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রিয়িয়াম নির্ধারণ সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করাই অবলিখন।

অবলিখনের মূলনীতি ঃ বীমা বীমাকৃত জীবনের ভবিষ্যত মৃত্যু ঝুঁকির দায় পরিশোধের জন্য বীমাবৃতের কাছে থেকে প্রয়োজনীয় প্রিমিয়াম গ্রহণের মাধ্যমে লাইফ ইনসিওরেন্স ফান্ড যথার্থভাবে সৃষ্টিই অবলিখনের মূলনীতি।

অবলিখনের উদ্দেশ্য

অবলিখনের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে-

ক. প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রস্তাবপত্রের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা ও প্রস্তাবকের জন্য তা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা তা নিরুপণ করা।

www.amarboi.org

খ. প্রতিষ্ঠানের জন্য ফলপ্রসূ ও লাভজনক হবে কিনা বিবেচনা করা।

গ. বীমা বিপণনকে মুখ্য বিবেচনা না করে প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাবপত্রের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা।

অবলিখকঃ জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের একজন বিশ্বস্ত কর্মী যিনি নির্ধারণ করে থাকেন জীবন বীমার জন্য প্রস্তাবিত জীবনের ঝুঁকি গ্রহণযোগ্য কিনা, আর গ্রহণযোগ্য হলে কি কি শর্ত সাপেক্ষে তা গ্রহণযোগ্য হবে, তিনিই হচ্ছেন অবলিখক।

অবলিখকের কার্যপদ্ধতি ঃ

ক. অবলিখন সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংরক্ষণ ও নথিবদ্ধ করে রাখা।

খ. অবলিখন সংক্রান্ত নিয়মনীতির প্রয়োজনীয় সংশোধন ও প্রয়োগ করা।

গ. অবলিখন সংক্রান্ত আবেদনপত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফরম ডিজাইন ও প্রয়োগ করা।

ঘ. দাখিলকৃত প্রস্তাবপত প্রক্রিয়াকরণ, পরীক্ষাকরণ, গ্রহণযোগ্যতার জন্য নীতি নির্ধারণ, প্রিমিয়াম নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ।

ঙ. প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, এজেন্সী বিভাগ, মৃত্যুদাবী বিভাগ, সার্ভিসিং বিভাগ, কম্পিউটার বিভাগ, হিসাব বিভাগ, উন্নয়ন বিভাগ ও রি-ইনসিওরার-এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

অবলিখকের দায়িত্ব ঃ

ক. অবলিখকের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত মৃত্যুদাবী পরিশোধের হার থেকে রক্ষা করা। অতিরিক্ত মৃত্যুদাবী পরিশোধের আর্থিক ক্ষতি যাতে না হয় তার জন্য কাঙ্খিত মৃত্যু হারের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন-এর নিমিত্তে যথাযথ পরীক্ষাপূর্বক জীবন বীমার প্রস্তাবপত্র গ্রহণ ও বিবেচনা করা।

খ. একজন অবলিখককের অবশ্যই জীবন বীমার টেকনিক্যাল, আইনগত ও মেডিক্যাল বিষয়ে জ্ঞান রাখা।

www.amarboi.org

গ. অবলিখনের উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠানের অবলিখন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

ঘ. একজন অবলিখককে অবলিখনের অগ্রগতি সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নত কার্যধারা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে এবং মৃত্যু হার পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত থাকতে হবে।

ঙ. সর্বপরি জীবন বীমার প্রিমিয়াম হিসাব সংক্রান্ত সার্বিক জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

অবলিখকের সিদ্ধান্তসমূহ

ক. প্রস্তাবপত্র গ্রহণকরণ।

খ. প্রস্তাবপত্রের অনুকুলে অতিরিক্ত চাহিদার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত।

গ. প্রস্তাবপত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিতকরণ।

ঘ. প্রস্তাবপত্র বাতিলকরণ।

অবলিখন বিভাগের স্তরসমূহ

ক. Appreatice Underwriter বা শিক্ষানবিস অবলিখক ঃ যারা অবলিখকদের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা করেন এবং পাশাপাশি অবলিখন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

খ. অবলিখকঃ যারা ডাক্তারী পরীক্ষা বিহীন প্রস্তাবপত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গ. Medical Underwriter বা চিকিৎসক অবলিখক ঃ কোম্পানীর নিয়োগপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যিনি সকল ডাক্তারী রিপোর্টসম্বলিত প্রস্তাবপত্র বিবেচনা করেন Standard life প্রমিত জীবন ও (Sub-standard life) প্রমিত জীবন এবং অপ্রমিত জীবনের জন্য (Extra Mortality) অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের সিদ্ধান্ত দেন।

ঙ. (Chief Underwriter) বা প্রধান অবলিখক ঃ যিনি সকল অপ্রমিত জীবনের (Extra Mortality) জন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম নির্ধারণ করেন এবং অবলিখন বিষয়ে সকল নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

অবলিখনের নিয়মাবলী

www.amarboi.org

প্রতিটি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান অবলিখন কার্য সম্পাদন করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে থাকে। প্রস্তাবপত্রের অনুকূলে সকল অবলিখ চাহিদা অবলিখন নিয়মাবলী অনুযায়ী দাখিল করতে হয়। প্রত্যেক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী সবসময় নিজস্ব অবলিখন নিয়মাবলী অনুসরণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় অবলিখন বিভাগ তা সরবরাহ করে থাকে।

অবলিখন বিষয়ক তথ্যাবলি (Underwriting factors)

১। **বয়স (Age)** ঃ বয়স হচ্ছে জীবন বীমা চুক্তির প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সাধারণত ১৮ বছর থেকে ৫০ বছর বয়সের একজন সুস্থ ও সবল মানুষ বীমা চুক্তি করার যোগ্য। ১৮ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তি বীমা করতে পারে না। কেননা তারা নাবালক বিধায় তাদের করার যোগ্যতা নেই। তেমনি ৫০ বছরের উর্দ্ধে কোন ব্যক্তির বীমা দেওয়া যায় না, কেননা তার জীবনে মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক বেশী থাকে বিধায় বয়সের প্রমাণপত্রটি সতর্কতার সাথে অন্য তথ্যাবলীর সাথে মিলিয়ে দেখে তা গ্রহণ করা হয়। শুধু বীমা গ্রহণের সময় নয়, জীবন বীমার যে কোন দাবী পরিশোধের সময় বীমা গ্রহীতার বয়সের প্রমাণ চাওয়া হয়। সুতরাং বীমা গ্রহীতার উচিত বয়সের ব্যাপারে কোন শঠতার আশ্রয় না নেওয়া।

২। **পেশা** (Occupation) ঃ জীবন বীমার দরখাস্ত বিবেচনায় পেশার গুরুত্ব অত্যাধিক। কেননা একজন বিপদজনক পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির জীবনের ঝুঁকি এবং একজন করণিকের জীবনের ঝুঁকি এক নয়। তাই জীবন বীমার প্রস্তাব গ্রহণের পুর্বে বীমা গ্রাহকের পেশা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। বিপদজনক পেশায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তির জীবন বীমা গ্রহণ করা নাও হতে পারে অথবা গ্রহণ করলেও অতিরিক্ত প্রিমিয়াম ধার্য করে গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং পেশার সঠিক বিবরণ জেনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। **বীমাযোগ্য স্বার্থ** (Insurable Interest) ঃ জীবন বীমা চুক্তির একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো বীমাযোগ্য স্বার্থ। জীবন

www.amarboi.org

বীমার নমিনেশন (Nomination)-এর ক্ষেত্রে এই উপাদানটি জড়িত থাকে। বীমা প্রস্তাবের নমিনি প্রস্তাবকের Nearest dependent কিনা তা দেখা দরকার। সাধারণত প্রস্তাবকের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, পিতা, মাতার প্রস্তাবকের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ রয়েছে। ফলে তারা জীবন বীমার নমিনী হতে পারে।

৪। **বীমা শ্রেণী ও বীমা অংক** (Plan and Sum Assured) ঃ সব বীমা পরিকল্পনার সুবিধা এক নয়। কোন কোন বীমা পরিকল্পনায় কম প্রিমিয়াম দিয়ে বড় ধরনের বীমা ঝুঁকি গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার নৈতিক ঝুঁকি প্রতিফলিত হতে পারে। ফলে বীমা পরিকল্পনা ভেদে প্রস্তাবপত্র বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে প্রিমিয়াম প্রদান ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত বীমা অংক নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা সে দিকটাও দেখা হয়।

৫। **শারীরিক অবস্থা** (Physical Condition) ঃ বীমা গ্রাহকের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে বীমা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্টে বা ডাক্তারী পরীক্ষাবিহীন অতিরিক্ত বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলীর উত্তর থেকে প্রস্তাবকের শারীরিক অবস্থা কি তা জানা যায়। এগুলো সঠিক ও যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রস্তাবকের উচ্চতা, ওজন, কোমরের মাপ, বুকের মাপ, নাড়ীর গতি, রক্তের চাপ, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ইত্যাদি তথ্য থেকে তার শারীরিক অবস্থা জানা যায়।

৬। **অতীত ইতিহাস** (Previous History) ঃ প্রস্তাবকের অতীত দুর্ঘটনা বা রোগের ইতিহাস জেনে একটি প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়। অনেক রোগ বা দুর্ঘটনা মানুষের উপর স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তা পুনঃ আক্রমণ করে। এই জন্য জীবন বীমার প্রস্তাব বিবেচনায় প্রস্তাবকের অতীত দুর্ঘটনা ও রোগের ইতিহাস সর্তকতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৭। **পারিবারিক ইতিহাস** (Family History) ঃ জীবন বীমা প্রস্তাব বিবেচনায় পারিবারিক ইতিহাসের গুরুত্ব অত্যাধিক। রোগমুক্ত দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট পারিবারিক সদস্যদের দীর্ঘজীবন লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে। আবার পারিবারিকভাবে বংশ পরম্পরায় কোন কোন পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘজীবন লাভের সম্ভাবনা কম

www.amarboi.org

থাকে। এছাড়া কিছু রোগ আছে যা পারিবারিক বা বংশগতভাবে পরিবারের অন্য সদস্যদের মাঝে দেখা দিয়ে থাকে। এগুলো হলো- ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, হাঁপানী, মৃগী রোগ, মস্তিস্ক বিকৃতি, ক্যান্সার, যক্ষ্মা ইত্যাদি। এ কারণে বীমা প্রস্তাব বিবেচনায় পারিবারিক ইতিহাস একটি বড় ধরনের পর্যবেক্ষণ মাধ্যম। এ জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ Underwriting Factor।

৮। **বাসস্থান** (Residence) ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক জায়গা আছে যেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী থাকে। ফলে সেই সমস্ত অঞ্চলে মানুষকে নিম্নমানের জীবন বিবেচনা করে কিছু অতিরিক্ত প্রিমিয়াম ধার্য করে বীমা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই কারণে বাসস্থানকেও বীমা গ্রহণের পূর্বে বিবেচনা করা হয়।

৯। **স্বভাব চরিত্র** (Habits) ঃ বীমা গ্রহীতার স্বভাব চরিত্র বিবেচনা করে বিবেচনা করে একটি জীবন বীমা গ্রহণ করা হয়। অসৎ চরিত্রের মানুষের জীবনের ঝুঁকি বেশী থাকে। তা ছাড়া যে সকল ব্যক্তির নেশা করার অভ্যাস রয়েছে তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ফলে প্রস্তাবকের এই দিকটা বিবেচনা করে একটি বীমা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১০। **জাতি** (Race) ঃ পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের লোক বসবাস করছে। তাদের প্রত্যেকের জীবনযাত্রা এক নয়। নিবশ্রেণীর জাতির জীবনযাত্রা প্রণালী এবং উচ্চ শ্রেণীর জীবনযাত্রা প্রণাল এক নয়। নিবশ্রেণীর জাতির বিভিন্ন কারণে জীবনযাত্রার মান নিবমানের হওয়ায় তাদের আয়ুস্কাল অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে। ফলে এই বিষয়টিও অবলিখকদের বিবেচনায় আনতে হয়।

১১। **পুরুষ ও মহিলা** (Sex) ঃ পুরুষের চেয়ে মহিলাদের জীবনের ঝুঁকি সব সময় বেশী থাকে। আমাদের দেশে সামাজিক কুসংস্কার ও নারীর শিক্ষার অভাবে নারী মৃত্যুর হার অনেক বেশী। ফলে মহিলা প্রস্তাব খুব যত্ন সহকারে বিবেচনা করে বীমা গ্রহণ করা হয়।

www.amarboi.org

১২। **নৈতিক ঝুঁকি** (Moral Hazard) ঃ জীবন বীমা প্রস্তাব বিবেচনায় নৈতিক ঝুঁকি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি খুবই জরুরী। কেননা যেমন করেই হোক কিছু ফায়দা লুটতে হবে এটাই আমাদের চিন্তা-চেতনার অন্যতম দিক। স্ত্রীর নামে বীমা করে স্ত্রীকে কৌশলে হত্যা করে বীমার টাকা আদায় করার অনেক নজির রয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে এই নৈতিক ঝুঁকি প্রতিফলিত হতে পারে বা যে দিকগুলো সতর্কতার সাথে দৃষ্টি রেখে এই নৈতিক ঝুঁকির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো। আরেক প্রকার ঝুঁকি রয়েছে যাকে শারিরীক ঝুঁকি (Physical Hazard)।

ক. **বীমার প্রয়োজনীয়তা** (Need of Insurance) ঃ একটি মানুষের বীমা গ্রহণের সময় দেখতে হয় তার জীবন বীমার প্রয়োজন আছে কিনা। বীমার প্রয়োজন নেই অথচ বীমা প্রস্তাব করেছেন এক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকি জড়িত থাকতে পারে, বিধায় এই দিকটা বিবেচনা করে বীমা গ্রহণ করা দরকার।

খ. **প্রিমিয়াম প্রদানের ক্ষমতা** (Capacity to pay) ঃ বীমা সঞ্চয় হলো বাধ্যতামূলক। প্রতি বছর প্রিমিয়াম বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হয়। ফলে বীমা গ্রহণ করতে হলে তাকে প্রিমিয়াম প্রদানে সক্ষম হতে হবে। প্রিমিয়াম প্রদানের ক্ষমতা নেই অথচ বীমা প্রস্তাব করেছেন কেন বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।

গ. **প্রস্তাবকারী নাবালক** (Minor boys and girls) ঃ চুক্তি আইন অনুযায়ী নাবালকগণ চুক্তি করতে পারে না। ফলে তারা বীমা চুক্তি করার অযোগ্য দেখা যায় কোন অভিভাবক নিজে বীমা করার যোগ্য কিন্তু নিজে বীমা না করে তার নাবালক ছেলে অথবা মেয়ের নামে বীমা প্রস্তাব করে থাকেন। এর যথার্থতা যত্ন সহকারে দেখা দরকার। কেননা এক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকি জড়িত থাকার সম্ভাবনা অধিক।

ঘ. **এলাকা বহির্ভূত গ্রাহক** (Out station policy holder) ঃ বীমা গ্রহীতার এলাকা বহির্ভূত স্থানে বীমা করা বা সমস্ত পরীক্ষা করা হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে। এক্ষেত্রেও নৈতিক ঝুঁকি কাজ

www.amarboi.org

করতে পারে। এলাকার বাইরের কোন ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে গ্রহণ করা ঠিক নয়।

ঙ. **নমিনী নিকটতম ব্যক্তি না হলে ঃ** জীবন বীমা প্রস্তাবের নমিনি সব সময় বীমা গ্রহীতার নিকটতম ব্যক্তি হতে হবে। অর্থাৎ বীমা গ্রহীতা মারা গেলে যারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে-তারা জীবন বীমার নমিনি হতে পারে। প্রস্তাবক তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, পিতামাতা জীবিত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে নমিনি করলে তা গ্রহণ করা যাবে না। নিকটতম ব্যক্তির বাইরে কাউকে নমিনি করলে বুঝতে হবে এখানে নৈতিক ঝুঁকি কাজ করছে।

চ. **ঠিকানা** (Address) **ঃ** বীমা গ্রহীতা সরাসরি কোন ঠিকানা না দিয়ে বীমা প্রতিনিধির মাধ্যমে যোগাযোগের ঠিকানা দিলে তা গ্রহণ করা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে নৈতিক ঝুঁকি জড়িত থাকতে পারে। সুতরাং বীমাপত্র ইস্যু করার পূর্বে এই দিকটি ঠিক করে নেয়া দরকার।

ছ. **অধিক বীমা অংক** (Over Sum Assured) **ঃ** বীমা প্রস্তাবকের নিজস্ব আয় ও পারিবারিক ব্যয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত বীমা অংকের প্রস্তাব করলে তা গ্রহণ করা ঠিক নয়। কেননা এক্ষেত্রে নৈতিক দুরভিসন্ধি থাকতে পারে। তাই বীমা গ্রাহকের আয়-ব্যয়ের সাথে মিল রেখে যতদুর সম্ভব বীমা অংক বিবেচনা করা প্রয়োজন।

জ. **হঠাৎ বীমা অংক বৃদ্ধি ঃ** প্রস্তাবিত বীমা অংক হঠাৎ বৃদ্ধিকরণ বা কিছুদিন পূর্বে একটি বীমা গ্রহণ করে আবার একটি বীমা গ্রহণের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়। এক্ষেত্রেও নৈতিক ঝুঁকি থাকতে পারে।

উপরে বিষয়গুলো প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার বিষয়াবলী। ইসলামী জীবন বীমার ক্ষেত্রেও এগুলো বাস্তবায়ন ও অনুকরণে কোন শরয়ী বাধা নেই। তাছাড়া এসব বিষয় শত-সহস্র বছরের পরীক্ষিত বিষয়। এসব বিষয় জানা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বীমা ব্যবস্থার উৎকর্ষতা লাভ করে। ইসলামী বীমার জন্য যেসব বিষয় দেখা প্রয়োজন তা ভিন্ন আলোচনায় পেশ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

Group Insurance (গোষ্ঠী বীমা)

গোষ্ঠী বীমা স্বভাবতঃ একাধিক জীবনের উপরই করা হয়। তাই এটি জীবন বীমা তথা বহু জীবন বীমাপত্ররেই আওতাভূক্ত। এ ধরনের বীমার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্পোরেশন, অথরিটি এবং ছোট/বড় ব্যবসায়িক সংস্থা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অকাল মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও অর্থ অনটনের দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করাই এই পরিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯১১ সালে আমেরিকাতে এ ধরনের বীমা পদ্ধতির প্রচলন হয়।

গোষ্ঠী বীমার ধরণ

১। **গোষ্ঠী সাময়িক বীমা ঃ** এই বীমায় শুধু মাত্র মৃত্যু ঝুঁকি বহন করা হয় এতে বীমার হাজার প্রতি প্রিমিয়াম হার অত্যন্ত কম।

২। **গোষ্ঠী মেয়াদী বীমা ঃ** এই বীমায় মৃত্যুতে বীমা অংকের ১০০% এবং মেয়াদান্তে ও ১০০% ও ২৫% প্রদান যোগ্য। এই বীমার প্রিমিয়াম হার একক বীমার চেয়ে অনেক কম।

৩। **গোষ্ঠী প্রিমিয়াম ফেরৎ সাময়িক মেয়াদী বীমা ঃ** এই বীমায় মৃত্যুতে পুরো বীমা অংক এবং মেয়াদান্তে জমাকৃত প্রিমিয়ামের ১০০%,৫০% ও ২৫% ফেরত প্রদান করা হয় । তাই এর প্রিমিয়াম সাময়িক বীমার চেয়ে সামান্য বেশি।

উল্লেখ্য থাকে যে, গোষ্ঠী বীমায় যে কোন পরিকল্পের সঙ্গে সামান্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিয়ে দূঘর্টনাজনিত সহযোগী বীমা যোগ করা যায়।

গোষ্ঠী বীমার সুবিধা

গোষ্ঠী বীমার একটি প্রধান প্রকরণ হচ্ছে গোষ্ঠী জীবন বীমা (Group Life Insurance) স্বল্প প্রিমিয়ামে কোন প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীর জন্য এক সাথে জীবন বীমা গ্রহন করা হলে তাকে গোষ্ঠী জীবন বীমা বলে। এ ধরনের জীবন বীমার পরিচালনার খরচ একক বীমার তুলনায় কম বিধায় প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীগণ বাস্তব কারণেই সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। যেমন-

www.amarboi.org

ক) গোষ্ঠী বীমার সদস্য সংখ্যা অন্ততঃ দশ জন সদস্য সংখ্যা হলেই গোষ্ঠি বীমার ব্যবস্থা করা যায়। গোষ্ঠী মেয়াদী বীমার ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ৫জন হলেও চলে।

খ) এই বীমার প্রিমিয়াম সাধারনতঃ বার্ষিক পদ্ধতিতে প্রদান করা যায় । এর প্রিমিয়াম সম্পূর্ণ অথবা আংশিক নিয়োগকর্তা অথবা নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রদান করতে পারেন।

গ) গোষ্ঠী বীমাকৃত কোন সদস্যের অকাল মৃত্যুতে নিয়োগকর্তার মাধ্যমে চিকিৎসকের মৃত্যু সনদ দাখিল সাপেক্ষে দাবী নিষ্পত্তি সহ মেয়াদান্তে বিনিয়োগ ও অবসরকালীন সুবিধা হিসেবে ফেরত পাওয়া যায়।

ঘ) নিয়োগকর্তার পর কর্মচারী ও কর্মকর্তার সদস্যবৃন্দের আর্থিক সদস্যবৃন্দের আর্থিক দুঃশ্চিন্তা লাঘব করে নৈতিক মনোবল বৃদ্ধি করে যার কারণে কর্মপ্রেরণা ও আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং চাকুরী ত্যাগের সম্ভাবনা কমে যায়।

ঙ) এই ধরনের বীমাতে দেয় প্রিমিয়ামের উপর আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়। দাবী পরিশোধের ক্ষেত্রে ও দাবীর টাকা আয়কর মুক্ত। দূঘর্টনা অঙ্গহানীতে বীমার অংকের দ্বিগুন ও মূলবীমা অংক ক্ষতিপূরণ সুবিধা পাওয়া যায়।

চ) গ্রুপ বীমা আধুনিক বিশ্বের চাকুরীর একটি অংশ হিসেবে নিয়োগদাতা ও চাকুরী গ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়।

গ্রুপ ইনসিওরেন্স এর বৈশিষ্ট্য

- এই বীমা পৃথিবীর সর্বত্র পরিচালিত ও সমাদৃত।
- প্রাথমিক অবস্থায় তিন বৎসরের জন্য চূক্তিবদ্ধ করা হয় এবং তা পরে নবায়ন করা যায়।
- অতি দ্রুত মৃত্যু দাবী নিষ্পত্তি করা হয়।
- প্রয়োজনে যে কোন সময় বীমাকৃত কর্মচারীর নাম বাদ দেয়া যেতে পারে এবং অন্তভূর্ক্ত করা যেতে পারে।
- তুলনামূলকভাবে অন্য বীমা হতে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়ামের হার অনেক কম।

www.amarboi.org

➢ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহন করা হয়।

সুবিধা :- এই Scheme এ পৃথিবী যে কোন জায়গায় যে কোন কারণে (AIDS/HIV সহ) বীমাকৃত কর্মচারীর মৃত্যু হলে অতিদ্রুত মৃত্যুদাবী পূরণ বা নিষ্পত্তি করা হয়।

বীমাকৃত অংক :- বীমার অংক কর্মচারীদের Status অনুযায়ী নিয়োগদাতা কর্তৃক নির্ধারণ করতে হবে।

মেয়াদ :- প্রাথমিকভাবে ৩ বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তীতে পরস্পরের সম্মতিতে মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

পরিকল্পে যোগদানের যোগ্যতা :-

৬০বৎসর বয়স পর্যন্ত সুস্বাস্থের অধিকারী যে কোন নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মচারী এই Scheme এ যোগদানের যোগ্যতা রাখে। ৬০ বৎসরের উর্ধ্বে কোন কর্মচারীর বীমা গ্রহনযোগ্য হয় না।

অন্তর্ভূক্তি ও বর্জন :-এই Scheme এর নির্ধারিত মেয়াদকালীন সময়ে কোন কর্মচারীর অন্তভূর্ক্তি বা বর্জন করা যেতে পারে। কোম্পানীর পূর্ব অনুমতি এবং নির্ধারিত Premium পরিশোধ সাপেক্ষে একজন নূতন কর্মচারী/কর্মকর্তা এই Scheme এ যোগদান করতে পারবে।অন্তর্ভূক্তির জন্য Premium নির্ধারণ করা হয় এবং বর্জনের সময় জমাকৃত Premium এর টাকা নিয়ম অনুযায়ী ফেরৎ দেয়া হয়।

অবলিখন চাহিদাদী

গড় বীমা অংক এবং বয়স অনুযায়ী ঝুঁকির গ্রহনযোগ্য সীমাবদ্ধতা (Free cover limit) কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত হবে। যদি কেহ Free cover limit এর উর্ধ্বে বীমা অংক বা মেয়াদ বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হন

www.amarboi.org

তাহলে তাকে অবলিখন চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ডাক্তারি পরীক্ষার Report দাখিল করতে হবে। Report মোতাবেক ষ্ট্যান্ডার্ড লাইফ এর ঝুঁকি গ্রহন করা যেতে পারে অথবা Report অবলিখনের মানদন্ড অনুযায়ী না হলে তা স্থগিত বা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।
উপরোক্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের তারিখ পর্যন্ত কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি Free cover limit এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

Premium: ঝুঁকি গ্রহনের আগেই বার্ষিক প্রিমিয়াম প্রদেয়। তবে পরবর্তী প্রিমিয়াম প্রদানের তারিখ হতে আরও ৩০দিন (১মাস) অনুগ্রহকালের (Grace Period) অনুমোদন আছে।
প্রিমিয়ামের হার বয়স, কাজের ধরন গ্রুপের আকার ইত্যাদির উপর নির্ভর করে । প্রিমিয়ামের হার ও অংক নির্ধারনের জন্য নিম্নে বর্নিত ছক অনুযায়ী কর্মচারী বা কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে প্রস্তাবিত সম্পূরক লিষ্ট প্রেরণ করা যাবে।

বীমা গ্রহনকারী কর্মচারী/কর্মকর্তাদের তালিকার বিবরণ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	ID No	জন্ম তারিখ	কাজে যোগদানের তারিখ	বীমা অংক

অতিরিক্ত ঝুঁকি (Supplementary Covers)

সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্ধিত Premium প্রদান করে এক বা একাধিক অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহন করা যায়।

www.amarboi.org

তামাদি পলিসি (Lapsed Policy)

তামাদি পলিসি কি এবং কেন?

প্রথমতঃ বীমাগ্রহীতা যদি কোন কারণে জীবন বীমা চুক্তি অনুযায়ী বীমা কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন তাহলে বীমা চুক্তি তথা বীমাপত্র বাতিল হতে পারে। যদি বীমাপত্রটি ২/৩ বছর চালু থাকে বা কিস্তি প্রদান করেন সেক্ষেত্রে (Surrender) সর্মপণ মূল্য নগদ গ্রহনের মাধ্যমে বীমাপত্রটি বাতিল হয়, আবার (Paid Up) হিসেবে পরিণত করতে চাইলে সেক্ষেত্রে মেয়াদ শেষে ও মৃত্যুতে প্রর্ত্যপণ মূল্য প্রদান করা যায়। এক্ষেত্রেও বীমাপত্রটি (Surrender) না করে চালু করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বৃহত্তর স্বার্থে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে বীমা কিস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদান করেন। আর তা হলো (Grace Period) বা অনুগ্রহকাল। সাধারনত প্রদেয় তারিখের মধ্যে কিস্তি/প্রিমিয়াম জমা দিতে না পারলে ১মাস সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে এসময়ের মধ্যে বীমাগ্রহীতার মৃত্যু হলে প্রিমিয়াম কেটে দাবী পরিশোধ করা হয়।

তৃতীয়তঃ প্রদেয় কিস্তি বীমাপত্রে নগদ সর্মপণ মূল্য থেকে কর্জ হিসেবে পরিশোধ করে যতদিন বীমাপত্র চালু রাখা যায় তবে প্রদত্ত কিস্তি লাভসহ নগদ সর্মপণ মূল্য সমান হয়ে গেলে বীমাপত্রটি বাতিল হয়ে যায়।

চতুর্থতঃ কোন বীমাপত্র অন্য কোন বীমাপত্রে রূপান্তরিত করলেও অনেক সময় মূল্যবাণ বীমাপত্রটি বাতিল হয়ে যায়। যেমন- (Whole Life Policy) পাঁচ বছর পর (Endowment) -এ রূপান্তরিত করা হলে।

তামাদি পলিসি চালু করার পদ্ধতি (System of Lapsation Revive)

জীবন বীমা চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথা অনুগ্রহকালের মধ্যে বীমা কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বীমা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এরূপ বাতিল চুক্তি দু'ভাবে Revive করা যায়।

www.amarboi.org

১। বাতিল বীমা পুনরুজ্জীবনকরণ (Revival of Discontionued Policy)

২। বিশেষ পুনরুজ্জীবন ব্যবস্থা (Special Revival Scheme)

১। বাতিল বীমা পুনরুজ্জীবনকরণ (Revival of Discontionued Policy) ঃ যে সকল পলিসির সর্মপণ মূল্য অর্জন করেনি এবং অনুগ্রহকালের মধ্যে প্রিমিয়াম প্রদান করা না হয় যে সকল পলিসির পরবর্তী যে কোন সময়ে (পাঁচ বছরের অধিক নয়) কোম্পানী বা সংস্থা কর্তৃক ধার্যকৃত বকেয়াসহ প্রিমিয়াম ও নিম্নবর্ণিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রমাণাদি দিয়ে বীমাপত্রটি চালু করা যায়।

প্রমাণাদিঃ (Supporting Papers) ঃ

ক) বকেয়া প্রিমিয়াম প্রদেয় তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে হলে সুস্বাস্থ্যের ঘোষণাপত্র (Declaration of Good Health) জমা দিতে হয়।

খ) বকেয়া প্রিমিয়াম প্রদেয় তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের বেশী ১(এক) বছরের কম সময়ের জন্য বীমাগ্রাহকের নিজ খরচে সংক্ষিপ্ত ডাক্তারি রিপোর্ট জমা দিতে হয়।

গ) এক বছরের অধিক সময়ের জন্য নিজ খরচে পূর্ণ ডাক্তারি রিপোর্ট জমা দিতে হয়।

ঘ) এছাড়া চালু করার জন্য কোম্পানী বা সংস্থা

২। বিশেষ পুনরুজ্জীবন ব্যবস্থা (Special Revival Scheme) ঃ যে সকল বীমাগ্রাহক কোম্পানী কর্তৃক ধার্যকৃত সমস্ত বকেয়া প্রিমিয়াম একই সাথে জমা করে পলিসি চালু করিয়ে নিতে অপারগ তাদের পলিসি নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পুনরায় চালু করা যেতে পারে।

শর্তাবলী ঃ (Conditions)

ক) যে সকল পলিসি সর্মপণ মূল্য অর্জন করেনি।

www.amarboi.org

খ) তামাদির মেয়াদ ৬(ছয়) মাসের বেশী ও ৫(পাঁচ) বছরের কম হতে হবে।
গ) এই সুবিধা পলিসির মেয়াদকালীন একবারই পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতিতে যতদিন প্রিমিয়াম দেওয়া হয়নি সেই সময় এগিয়ে নিয়ে পলিসির শুরু (Date of Comencement) নির্ধারন করা যায়। এতে করে একটি মাত্র প্রিমিয়াম জমা দিয়ে পলিসি চালু করা যায়। তবে বয়স বৃদ্ধিজনিত পার্থক্যের জন্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিতে হয়। অবলিখন চাহিদাদি তথা ডাক্তারি রিপোর্ট তামাদি পলিসির ন্যায় জমা দিতে হয়।

তামাদি হবার কারণঃ (Causes)

১। বীমা গ্রহীতার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি টাকার বীমা দেয়া
২। সামর্থ্যের চেয়ে কম টাকার প্রিমিয়াম দেয়া
৩। আর্থিক বিপর্যয় (জাতীয় ও ব্যক্তিগত)
৪। চাপের মুখে বীমা করানো
৫। সেবার অভাব
৬। ছাড়/কমিশন প্রদান
৭। ধৈর্য্যের অভাব
৮। প্রিমিয়ামের টাকা আত্মসাৎ
৯। নিয়ম কানুন না জানা ও না বুঝা
১০। শিক্ষার অভাব
১১। বীমার প্রতি কুসংস্কার ধারনা
১২। Under Writing ফর্মূলা না মেনে বীমা করানো।

পলিসি তামাদির প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব ঃ (Negative Impact)

১। ধারবাহিকতায় ক্ষতি
২। প্রিমিয়াম আয়ের ক্ষতি
৩। ব্যবসা প্রসারে ক্ষতি
৪। প্রশাসনিক উচ্চ ব্যয় (High Costing)
৫। প্রতিষ্ঠানের সুনামের ক্ষতি

www.amarboi.org

৬। গ্রাহকের অনাস্থা তৈরী
৭। জাতীয় উন্নতিতে বাধা
৮। নতুন গ্রাহক সৃষ্টিতে নেতিবাচক প্রভাব।

পলিসি তামাদি না হওয়ার জন্য করণীয়ঃ

১। সংগঠন ওয়ারী পলিসি রেজিষ্টারে পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষণ রাখা।
২। সার্ভিস দ্রুত ও নির্ভূল করা।
৩। সৌজন্য যোগাযোগ রাখা ও কোম্পানীর পক্ষ থেকে সৌজন্য উপহার যেমনঃ ক্যালেন্ডার ,ডায়রী,ছাতা ও ঘড়ি ইত্যাদি প্রদান করা।
৪। প্রিমিয়াম নোটিশ সময়ের কমপক্ষে দুই মাস আগে হাতে হাতে বা নিশ্চিত ভাবে পৌছানো।
৫। ছোট ছোট গ্রাহক সমাবেশ করা।
৬। নবায়ন প্রিমিয়াম আদায় নিশ্চিত করতে পারলে সেখানে ১ম বর্ষ প্রিমিয়াম বাড়ার সুযোগ তৈরী হয় তা মনে রাখা।
৭। মাসিক,পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক সংগঠন ওয়ারী নবায়ন প্রিমিয়াম আদায় মনিটরিং করা।
৮। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি E-mail ও SMS এর মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা।
৯। সম্ভব হলে Laptop ব্যবহার শেখা এবং Laptop এ নবায়ন প্রিমিয়াম বিবরণ সংরক্ষণ করা।
১০। উন্নয়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা।
১১। তামাদী হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের অবলিখন বিভাগ দায়িত্বসহকারে যাচাই-বাছাই করে পলিসি ল্যাপসের সম্ভাবনা থাকলে তা দূর করা, এজেন্সির স্বার্থ না দেখে কোম্পানীর স্বার্থ দেখা, প্রথম বৎসরের কমিশনের হার কমিয়ে নবায়নে তা বৃদ্ধি করা, এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগে গ্রাহকের পাশে দাঁড়ানো তামাদি পলিসি হ্রাস পাওয়ার জন্য ভূমিকা রাখতে পারে।

www.amarboi.org

সংগঠন ও নেতৃত্ব
(Organization and Leader Ship)

সংগঠন Organization

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনের মধ্যে মানুষ মানুষত্ব খুঁজে পায়। সমাজবদ্ধ জীবনই মানুষের কাম্য। সমাজবদ্ধতার এ ধারণার গোড়ার দিক থেকে মানুষের মাঝে সংগঠন পদ্ধতি জন্ম লাভ করছে। ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষ একে উন্নত থেকে উন্নততর করে তুলেছে। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ সাংগঠনিক ধারণাকে বহুমুখী রূপদান করেছে। ফলে আজ সংগঠন (Organization) নানা দিক-বিভাগের ছত্রছায়ায় বিরাজ করছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ধারণায় সংগঠন বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়ে চলেছে। মূলতঃ সংগঠন থেকে কেউই পৃথক নয়। শুধুমাত্র কলেবর ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে। কেউ আছে স্বেচ্ছায় স্বাভাবিক-ভাবে কেউ আছে প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ সংস্কৃতির চাহিদার তাগিদে। কেননা একটি ছোট পরিবার একটি সংগঠন। কতগুলো অলিখিত নিয়ম-কানুনে কারো আদেশ-নিষেধে পরিবারটি চলে যাচ্ছে। এভাবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অবস্থান পর্যন্ত ক্রমাধারায় এর একটি সুস্পষ্ট 'নেটওয়ার্ক' রয়েছে।

সংগঠনের আরেক নাম প্রতিষ্ঠান (Institution)। এখানকার অনেক উপকরণ আছে। বিভিন্ন অবস্থায় এ উপকরণের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মৌলিক কতগুরো উপরকণ ছাড়া সংগঠন হতে পারে না। যেমন- সদস্য, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, কর্মসূচী, নেতৃত্ব, পরিচালনার নিয়ম-নীতি ইত্যাদি।

সাধারণতঃ তিনজন সদস্য হলেই তাকে সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এ তিনজনের মধ্যে একজনকে নেতা মেনে নিয়ে এ সংগঠনকে পরিচালনা করাই হচ্ছে সাংগঠনিক পন্থা।

www.amarboi.org

সংগঠনের নেতৃত্ব হচ্ছে চালিকাশক্তি। পরিচালনা পদ্ধতি হচ্ছে এর উৎস। সংগঠন একটি ইঞ্জিনের মত। কোন গাড়ীর যেমন ইঞ্জিন থাকে, একে পরিচালনা করে ড্রাইভার। ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয় খোরাক বা তেল ও অন্যান্য চাহিদা দ্বারাই ইঞ্জিনটি কাজ করে এবং গাড়িটি চলে। ঠিক তেমনিভাবে সংগঠনের নেতৃত্ব হচ্ছে, সংগঠনকে পরিচালনা করার জন্য নিয়োজিত, আর তাদের জন্য নিয়ম পদ্ধতি হচ্ছে গাইড লাইন। বিনা জ্বালানীতে, নিয়ম-নীতি সংঘন করে গাড়ী চালানোর চেষ্টা করলে যেমন হিতে বিপরীত হতে বাধ্য, তেমনি অদক্ষ কোন নেতৃত্বের হাতে যদি কোন সংগঠন জিম্মী হয়, তাহলে ঐ সংগঠন লাশ সমতুল্য হয়ে যায়। পচা লাশ যেমন দুর্গন্ধ ছড়ায়, অদক্ষ নেতৃত্বাধীন সংগঠন এরকম বহুপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করে।

সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য অবশ্যই একদল নিরলস পরিশ্রমী, সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান জনশক্তি প্রয়োজন। যাদের মহৎ ত্যাগের বিনিময়েই সংগঠন একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে। অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কিংবা আর্থ-সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন প্রকার সংগঠনের মধ্যে পরিচালনা করা সবচেয়ে কঠিন। কারণ কথায় বলে "অর্থই সকল অনর্থের মূল"। আর এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সুখ বেশী যদি তা সততা মাপকাঠি তথা কর্মের সাথে বাস্তবের মিল রেখে পরিচালনা করা যায়। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস, আস্থা, ত্যাগ ইত্যাদির সমন্বয় সাধন সম্ভব হলে আর্থ-সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান অতিদ্রুত ফল দিতে শুরু করে। বলা বাহুল্য আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে সংগঠনের কোন বিকল্প নেই। ঐক্যবদ্ধতাকে পরিভাষাগতভাবে সংগঠন বলা হয়। সারা বিশ্বজুড়ে আজ তাই সমবায় আন্দোলন স্বীকৃত। এ কারণে দারিদ্র্য বিমোচন, অশিক্ষা, কুশিক্ষা দূরীকরণ, পল্লী উন্নয়ন ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তিদানের জন্যই তৃতীয় বিশ্বের সকল উন্নয়নশীল দেশে চলছে সমবায়ের সাংগঠনিক বা প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। বাংলাদেশও তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ বলে এ অবস্থার ব্যতিক্রম নয়। সাংগঠনিক ব্যবস্থায়, গণশিক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বনায়ন, গৃহায়ন, পরিবহন, দুগ্ধ উৎপাদন, মৎস্য চাষ, কৃষিক্ষেত্র, ব্যাংক ও বীমা ইত্যাদি গুরুত্বপূণ্ বিষয়ে সমবায় আজ অবদান রেখে চলেছে। কিন্তু সংগঠন প্রক্রিয়া বাংলাদেশে অধিকাংশ জনগণের কাছে অস্পষ্ট। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা এবং সনাতনী ধ্যান-ধারণা

www.amarboi.org

এর অন্যতম কারণ। কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতী, কামার, কুমার ধোপা, নাপিত, সুইপার, মালি, শিক্ষক আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, সরকারী কর্মচারী এক কথায় সর্ব প্রকারের জনগণ সংগঠন ব্যবস্থায় জীবন পরিচালনায় অভ্যস্ত হতে পারে।

নেতৃত্ব (Leadership)

এটা একটা মানুষের অর্জিত গুণ। নেতৃত্ব অনেক গুণের সমাহার। এর জন্য শুধুমাত্র যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা থাকাই যথেষ্ট নয়। নেতৃত্বদানের সকল গুণাবলীল পরিপূরণ ও যথার্থ যোগ্যতার পরিচায়ক যোগ্যতার মাপকাঠি এবং গুনাবলীর উপস্থিতি। নেতা ও পরিচালক প্রায় এক। একটি বস্তুর দু'নামের মতন। তবে সব নেতা পরিচালক নয়, কিন্তু সব পরিচালককেই নেতা হতে হয়।

উন্নতি-অগ্রগতির প্রয়োজনেই নেতৃত্বের প্রয়োজন। অর্থাৎ কতগুলো মানুষ একটি সাংগঠনিক পরিধিতে আবদ্ধ হতে ঐ ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করেন-যিনি সকলকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। চিন্তা-চেতনা, কাজ-কর্ম সকল ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সক্ষম বিবেচনা করেই একজনকে নেতা নির্বাচন করা হয়। পেশীশক্তির মাধ্যমে জোর করে নেতৃত্ব দেয়া যায় না। কর্মকৌশল ও দূরদর্শিতাই নেতৃত্ব দানের হাতিয়ার। সকলের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী কর্মকাণ্ড, যা কল্যাণমূখী ও উপকারী, এমন কর্মপদ্ধতির ক্ষমতাবান হওয়া নেতৃত্ব লাভের উত্তম পন্থা। এ কারণে নেতৃত্ব তৃণমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তা বৃহদাকার রূপ লাভ করে ক্রমাগতভাবে। কারণ নেতারা সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট থাকেন। সুযোগ পেলেই যোগ্যতা বিকাশের বিরামহীন সাধনা করতে হয় যোগ্য নেতৃত্বের। নেতৃত্ব হঠাৎ করে উড়ে এসে জুড়ে বসার বস্তু নয়।

সাধারণকে সম্মিলিত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত করার দায়িত্ব নেতৃত্বের। তাই তিনি একাধারে অন্যদের মতো সাধারণ সদস্য- তারপর তিনি সকলের নেতা। কিন্তু তিনি ব্যতিক্রমী। অন্য সকলের চেয়ে ব্যতিক্রমী গুণের অধিকারী। বিশেষ মর্যাদা ও নিজস্ব স্বকীয়তায় তিনি প্রতিষ্ঠিত। সর্বসাধারণকে সামনে চলার উৎসাহ প্রদান

www.amarboi.org

করেন নেতা। সুতরাং তার পথ দেখানো যদি ভুল হয়, তাহলে ঐ নেতৃত্ব বিপদাপন্ন। এজন্য তিনিই অনুপ্রেরণা দান করবেন, উত্তেজিত করবেন, সান্ত্বনা দিবেন, বুদ্ধি সঞ্চালন করবেন, জ্ঞান সংগ্রহ করবেন, ভাব আদান ও প্রদানের দায়িত্ব পালন করবেন। মানুষের মনের অবস্থা, চিন্তা-চেতনা ভিন্ন জনের ভিন্ন রকম। এর সমন্বয় সাধন, একত্রিকরণ, সহ্যকরণে উদ্বুদ্ধকরণ একটি দুঃসাধ্য কাজ। এ কঠিন কাজকে নেতা পালন করে যেতে হয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে নেতা বড় কর্মী হওয়া আবশ্যক নয়, বড় কর্মী বাহিনী তৈরী করা, বড় কাজ আদায়কারী হওয়া আবশ্যক। নেতৃত্বকে অন্যরা অনুসরণ করে। ফলে নেতার জন্য কাজে আন্তরিকতা, উৎসাহ-অনুপ্রেরণা এবং বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হয়। তাহলে তাকে দেখে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা লাভ করবে। নেতা নেতৃত্ব সৃষ্টির দায়িত্বও পালন করবেন। তা না হলে নেতৃত্ব শূন্যতার রোষানলে পড়ে একদিন তার পরিশ্রমলব্দ সফলতা ম্লান হয়ে যেতে পারে।

নেতৃত্ব দানের জন্য উদারতা একটি গুণ। সংকীর্ণমনা ব্যক্তি নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পারেন না। ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করেই অধীনস্থদের কাছে রাখার চিন্তা করতে হয়। নেতা কাজ করেন সকলের চেয়ে অনেক বেশী। সফলতার মুকুটটি সবার মাথায় পরানোর মানসিকতা পোষণ করেন। যোগ্য নেতার বক্তব্য হবে-'ব্যর্থতা আমার সফলতা আপনাদের।' সফল নেতৃত্ব কখনও 'আমি আমার' শব্দ ব্যবহার করেন না বরং আমরা- আমাদের শব্দ ব্যবহার করেন। কারণ নেতাকে মনে করতে হয়, আমার একার দ্বারাই কিছু হতে পারে না, সকলের অংশগ্রহণে অনেক কিছু সম্ভব। নেতা জনপ্রিয় হবেন। এজন্য তিনি নিজেকে নিজে আগে চিনবেন তারপর অন্যদের চাহিদা, কামনা-বাসনা অনুযায়ী কর্মপন্থা ঠিক করবেন। যাতে করে জনমত তাঁর কর্মোদ্যমকে স্বাগত জানায়। নেতা অবিচার করে না, করলে বিদ্রোহ হয়। বিপ্লব সংঘটিত হয়। তাকে নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলতে হয়। নেতা আবেগপ্রবণ যেমন হবেন না, তেমনি কঠোরও হবেন না। বরং এরই মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকবেন। আবেগপ্রবণ হলে অতি বিশ্বাসে ঘরে চুরি হবার

www.amarboi.org

আশংকা থাকে, কঠোর হলে শুকনা কাষ্ঠ বা ছড়ির মতো ভেংগে যেতে পারে।

নেতাকে মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। একেবারে উদাসীন ও হীন মন্যতায় ভুগলে অন্যরা সমীহ করবে না, আর আত্মঅহংকারীও হতে পারবেন না। তাহলে তিনি অন্যদের সম্মান পাবেন না। নেতা সকলের মতামত জানবেন, এর নিরীখে সিদ্ধান্ত দেবেন। কারো প্রতি তোয়াক্কা না করে সিদ্ধান্ত দিলে সমূহ চালাবার জন্য হতে পারে, মূলত তিনি হবেন স্বৈরাচারী। আর স্বৈরাচারী নেতৃত্বের স্থায়ীত্ব থাকে না। এর অবসান হতে বাধ্য। নেতা সকলের কাছে বিশ্বাসী হবেন। এজন্য তিনি সত্যবাদীতার গুণের অধিকারী হবেন। সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। অধীনস্থরা যাতে সততার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে। তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস করার কারণ সৃষ্টি করতে হয় একজন নেতাকে।

সফলতা আনয়নের জন্য হতাশাব্যঞ্জক অবস্থাকে আশাব্যঞ্জক করে উপস্থাপন করাও নেতার একটা বড় কাজ। কথায়-কাজে প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় নিয়ে আসার নামই সফল নেতৃত্ব।

সংগঠন ও নেতৃত্ব একটি অন্যটির পরিপূরক। প্রথমটির জন্য দ্বিতীয়টি পরিমাপক। এরই মাধ্যমে নির্ভর করে সংগঠনের ভবিষ্যত, তা ছাড়া সংগঠনটি দাঁড়িয়ে থাকা শুন্যসার মাত্র।

www.amarboi.org

ইসলামের দৃষ্টিতে সংগঠন ও নেতৃত্ব

ইসলাম একটি জীবন বিধান। সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এবং সাম্য ও মৈত্রীকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে ইসলাম বিবেচনা করে। এজন্য সংগঠন ও সংঘবদ্ধ জীবনকে ইসলাম অপরিহার্য মনে করে। ইসলামে এজন্য মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধতাকে শীষাঢালা প্রাচীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص .

অর্থ ঃ আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে ঐক্যবদ্ধতার সাথে যা শীষাঢালা প্রাচীরের মত।[১]

আয়াতে কারীমায় সংগঠনভুক্ত হবার এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ সাংগঠনিক জীবনের মাধ্যমে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা করা গেলে মানুষের ইহকালীন জীবনের কল্যাণ ও পরকালীন নাজাত নিশ্চিত হবে। এ কারণে কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ

واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا

অর্থ ঃ তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করো পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।

সেজন্য সংগঠন মুসলমানদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়।[২]

হাদীসে বলা হয়েছেঃ

لا إسلام إلا بالجماعة

সংগঠন ছাড়া কোনভাবেই ইসলাম পালন করা যায় না।

---

১. আলকুরআন ঃ সুরাহ আছ-ছফ, আয়াত-৪

২. আলকুরআন, সুরাহ আল ইমরান, আয়াত-১০৩

www.amarboi.org

সংগঠনের উপাদান হচ্ছে নেতৃত্ব ও দলভুক্ততা। নেতৃত্ব সংগঠনের জন্য অপরিহার্য বিষয়। এজন্য রাসূল (সঃ)-এর নির্দেশ হচ্ছে, 'তিনজন হলেও একজনকে নেতা নির্বাচন করে তার আনুগত্য পালন করা'। অপরদিকে তিনি (সঃ) বলেছেন- 'নেতা যদি হাবশী গোলামও হয় তুবও তার নির্দেশনা মেনে চলো'। মুসলমানদের জন্য নেতৃত্ব ও সংগঠনের আদর্শ হচ্ছে রাসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম। রাসূলের (সঃ) নেতৃত্ব ও সাহাবায়ে কেরামগণের (রাঃ) আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নবী (সঃ) জাহিলিয়াতের ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে সংঘবদ্ধতার আলো দিয়ে আলোকিত করেছিলেন, সুতরাং সংগঠন ও নেতৃত্বের ব্যাপারে আমাদের সে অনুযায়ী দৃষ্টিভংগীকে প্রসারিত করতে হবে। আধুনিক বীমায় সংগঠন ও নেতৃত্ব একটি জরুরী বিষয়।

অন্ততঃ ইসলামী বীমায় সংগঠনকে ইসলামী ধ্যান-ধারণা দিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। তা না হলে এর দ্বারা ইসলামের যে সৌন্দর্য ও বরকত আশা করা হয়, তা তিরোহিত হতে বাধ্য। ইসলাম সংগঠন ও নেতৃত্বের গুনাবলীর মাধ্যমে যথাযথ মূল্যায়নের জন্য জোর দেয়। নেতার নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে সংগঠনের ভালমন্দ। অবশ্য অন্যান্য বিষয়াবলী এর সাথে আছেই। সেজন্য ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে একজন সংগঠককে নিম্নোক্ত গুনাবলী অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

১. কুরআন ও হাদীসের ন্যূনতম অর্থাৎ ফরয- ওয়াজিব মেনে চলার মত এবং হারাম-হালাল নির্ণয়ের মত জ্ঞান থাকতে হবে।
২. তাকওয়া বা খোদাভীরুতায় অগ্রসরমান হতে হবে।
৩. হাক্কুল্লাহ-হাক্কুল ইবাদ বিষয়ে সম্যক ধারণা রেখে বাস্তব জীবনে আমল করতে হবে।
৪. নেতার জন্য অধীনস্থদের প্রয়োজনীয়তা পূর্বেই জানা থাকতে হবে। যেমন ন্যূনতম একজন এজেন্ট বা বীমা প্রতিনিধির যা করতে হয় নেতার সেসব বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে।
৫. নেতৃত্বের দায়িত্ব বোধ সদা জাগ্রত থাকতে হবে।
৬. বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। অধীনস্থদের প্রতি সম্মান, ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে হবে।

www.amarboi.org

৭. সত্যের ব্যাপারে কোমল মন ও সমবেদনা থাকতে হবে। অন্যায়ের ব্যাপারে কঠোর ও কঠিন মনোভাবের হতে হবে।
৮. সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি সচেতন হতে হবে।
৯. নিজের স্বার্থের চেয়ে অন্যের স্বার্থ বেশী করে দেখতে হবে।
১০. নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকতে হবে। সকলের সাথে মন জয় করে চলার ক্ষমতা থাকতে হবে।
১১. স্থান, কাল, পাত্র ভেদে চলার মেধা থাকতে হবে। পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা থাকতে হবে।
১২. উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য সঠিক পরিকল্পনা অধীনস্থদের মধ্যে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।
১৩. শত্রুকে বন্ধু বানানোর মনোভাব থাকতে হবে। ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ অর্জ করতে হবে।
১৪. চলন-বলন, কথায়-কাজে, আচরণে, লেনদেনে, বেশ-ভূষায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রকাশ থাকতে হবে।

ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ জীবন বীমার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ একটি সাংগঠনিক চেইনের মাধ্যমে কাজ করে থাকেন। সাংগঠনিক এ পদ্ধতি খুবই ফলদায়ক। এজন্য জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে এ সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং তাদের সুযোগ সুবিধা সুচারুরূপে সরবরাহ করা জন্য Development Administration বিভাগ নামে একটি বিভাগ থাকে। যে বিভাগ খুটিনাটি তত্ত্বাবধান করে বিধায় সংগঠন ভালভাবে কাজ করতে পারে। ইসলামী জীবন বীমার সংগঠনের নেতা, কর্মী সকলেরই ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতেই সংগঠন পরিচালনা করতে হবে। সকলেই হবেন ইসলামী আদর্শের অনুসারী।

www.amarboi.org

পরিশিষ্ট

এক

বীমা আইন ২০১০ এর কতিপয় জরুরী অংশ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন। (১) এই আইন বীমা আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে। (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে-

(১) "অনুমোদিত নিরীক্ষক" অর্থ এই আইনের বিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক;

(২) "অনুমোদিত বিনিয়োগ" অর্থ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা অনুমোদিত বিনিয়োগ হিসাবে নির্দিষ্টকৃত বিনিয়োগ;

(৩) "অনুমোদিত সিকিউরিটিজ" অর্থ সরকারের সিকিউরিটিজ এবং সরকারের রাজস্ব হইতে পরিশোধযোগ্য কিংবা সরকার কর্তৃক আসল ও সুদ পরিশোধের নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত যে কোন সিকিউরিটিজ; এবং সংসদের কোন আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অর্থ আহরণের জন্য ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্য কোন সিকিউরিটিজও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা সরকার কর্তৃক, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে সিকিউরিটিজ হিসাবে নির্ধরিত করা হইয়াছে।

(৪) "অংশগ্রহণকারী পলিসি" অর্থ লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে উহার অর্থ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট চুক্তি, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চুক্তি, গোষ্ঠি লাইফ ইন্স্যুরেন্স চুক্তি এবং গোষ্ঠি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চুক্তি ব্যতীত এইরূপ চুক্তি যাহার শর্তাবলীর অধীনে বীমা পলিসি গ্রাহক লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত বীমাকারীর লভ্যাংশ বা উদ্ধৃত্ত বিতরণে অংশগ্রহনের অধিকারী; তবে পলিসির অধীনে দেয় সুবিধা, যদি তাহা চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী নির্ধরিত হয় এবং উহাতে বীমাকারীর ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য না হয় তাহা হইলে ঐ সুবিধা এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে লভ্যাংশ বা উদ্ধৃত্ত বিতরণ বলিয়া গণ্য হইবে না;

www.amarboi.org

(৫) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩) সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(৬) "ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যম" অর্থ ইন্টারনেট, মোবাইল, রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট এবং কম্পিউটার ডিস্কেট ও সিডিরম সহ প্রচারের কাজে ব্যবহৃত যে কোন ইলেকট্রনিক মাধ্যম।

(৭) "ইসলামী বীমা ব্যবসা" অর্থ ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী পরিচালিত বীমা ব্যবসা;

(৮) "একচ্যুয়ারী" অর্থ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন একচ্যুয়ারী;

(৯) "এজেন্ট নিয়োগকারী" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন সনদপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যিনি লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত বীমাকারীর জন্য তাহার সার্বক্ষণিক বা খন্ডকালীন কর্মী নিয়োগ করিয়া বা করাইয়া তাহার জন্য বীমা ব্যবসা সংগ্রহ করেন;

(১০) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) এর অধীন গঠিত বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(১১) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইনের ধারা ২ এর উপ ধারা (১) এর দফা (খ) তে সংজ্ঞায়িত কোম্পানী;

(১২) "কোম্পানী আইন" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন);

(১৩) "চলমান অসামর্থ চুক্তি" অর্থ এইরূপ চুক্তি যাহার অধীনে নিম্নবর্ণিত ঘটনা সাপেক্ষে সুবিধা প্রদেয় হইবেঃ

(অ) বীমা চুক্তিতে বর্ণিত কোন কারণে লাঈফ ইন্স্যুরেন্সকৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে;

(আ) দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে বীমাকৃত ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত বা অসামর্থ হইলে; অথবা

(ই) বীমাকৃত ব্যক্তিকে চুক্তিতে উল্লিখিত কোন রোগে রোগাক্রান্ত বা চিকিৎসারত অবস্থায় পাওয়া গেলে;

(১৪) "তফসিলী ব্যাংক অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P, O, 127 of 1972) এর Section ২ এর clause (j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank;

www.amarboi.org

(১৫) "দায়ভার" অর্থ কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোন মর্টগেজ, ফিক্সড অথবা ফ্লোটিং চার্জ, হাইপোথিকেশন, প্লেজ, স্বত্ব প্রদান বা জামানত বা অন্যভাবে স্বার্থ স্থানান্তর যাহা দ্বারা আইনানুগ ও লাভজনক মালিকানা স্বত্বহ্রাস পায়;

(১৬) "পরিবার" অর্থ কোন ব্যক্তি পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং মহিলা হইলে তাহার স্বামী এবং ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল সন্তানগণ, পিতা-মাতা দত্তক পুত্র (হিন্দু ব্যক্তির ক্ষেত্রে), নাবালক ভাই এবং অবিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা বোন;

(১৭) "পলিসি" অর্থ কোন বীমা চুক্তি;

(১৮) "পুনঃবীমা অর্থ এইরূপ বীমা চুক্তি যাহার অধীনে চুক্তিতে উল্লিখিত ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে বীমা পলিসি গ্রাহককে অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়, যাহা বীমা পলিসি গ্রাহক কর্তৃক অন্য কোন বীমা চুক্তি বা চুক্তিসমূহের অধীন ইস্যুকৃত বীমা পলিসির দাবী বা দাবীসমূহ মিটানোর জন্য প্রদত্ত;

(১৯) "প্রত্যর্পণ বীমা" অর্থ এইরূপ পুনঃবীমা চুক্তি, যাহার অধীনে চুক্তিতে উল্লিখিত ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে বীমা পলিসি গাহককে অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করা হয় যাহা বীমা পলিসি গ্রাহক কর্তৃক অন্য কোন পুনঃবীমা চুক্তি বা চুক্তিসমূহের অধীন ইস্যুকৃত পুনঃবীমা দাবী বা দাবীসমূহ মিটানোর জন্য প্রদত্ত হয়;

(২০) "প্রত্যায়িত" অর্থ কোন বীমাকারী বা তাহার পক্ষে বা এই অধ্রাদেশের তৃতীয় অধ্যায়ে সংজ্ঞায়িত কোন সমিতি কর্তৃক দাখিল করিতে হইবে এমন দলিলাদির অনুলিপি বা অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ বীমাকারী অথবা সমিতির একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক অবিকল নকল বা অনুবাদ হিসাবে প্রত্যায়িত;

(২১) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(২২) "বিধি অর্থ আইনের অধীন প্রণীত বিধি:

(২৩) "বীমাকারী" অর্থ

(অ) বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে বাংলাদেশের আইন বা অন্য কোন রাষ্ট্রের আইনে নিগমিত বা নিবন্ধিত এইরূপ কোন কোম্পানী, সমিতি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যাহা

(১) বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করে' বা

www.amarboi.org

(২) বীমা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে কোন প্রতিনিধি নিয়োগ করে কিংবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়িক কার্যালয় স্থাপন করে;

(২৪) "বীমা পলিসি গ্রাহক" বা "বীমা গ্রহাক" অর্থ এইরূপ ব্যক্তি যাহার অনুকূলে পলিসির সমুদয় স্বার্থ চিরতরে অর্পিত হয়;

(২৫) "বীমা পলিসি গ্রাহকের দায়" অর্থ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংশ্লিষ্ট

(অ) পলিসির অধীনে উদ্ভুত দায়; অথবা

(আ) পলিসিতে বর্ণিত ঘটনা সংঘটনে উদ্ভত দায়;

(২৬) "বীমা" অর্থ পলিসি ও চুক্তি অথবা অন্য যে কোন নামে প্রিমিয়াম গ্রহণ সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে, চুক্তিতে উল্লিখিত কোন ঘটনা যে ঘটনায় দ্বিতীয় উল্লিখিত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয় উহা সংঘটিত হওয়া সাপেক্ষে, অর্থ প্রদানের অংগীকারপূর্বক লিপ্ত হওয়ার ও নিয়োজিত থাকার ব্যবসা, লাইফ ইন্স্যুরেন্স চুক্তিসহ পুনঃবীমা এবং প্রত্যর্পণ বীমাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৭) "বীমা এজেন্ট" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি, যিনি কমিশন বা অন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া বা গ্রহণে সম্মত হইয়া বীমা পলিসি সচল, নবায়ন বা পুনরুজ্জিবীতকরণসহ বীমা ব্যবসা আহরণ ও সংগ্রহ করেন;

(২৮)"বীমা জরিপকারী" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যে নামেই অভিহিত হইক না কেন, যিনি নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স চুক্তির অধীনে বীমাকৃত কোন পণ্য, সম্পত্তি বা স্বার্থের কোন ক্ষতির কারণ, ব্যাপ্তি, অবস্থান এবং দাবী সংঘটিত ক্ষতি বা দাবীকৃত ক্ষতির পরিমান পরীক্ষাপূর্বক নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করেন;

(১৯)"ব্যবস্থাপক" অর্থ কোম্পানী আইনের ধারা ২ এর উপ ধারা (১) এর দফা (৩) সংজ্ঞায়িত ম্যানেজার;

(৩০) "ব্রোকার" অর্থ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ মধ্যস্থতাকারী বা বীমা মধ্যস্থতাকারী যিনি বীমাকারী বা পুনঃবীমা প্রস্তাবকের জন্য বা তাহার পক্ষে নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা প্রাপ্তির জন্য কাজ করিতে এই অধ্যাদেশের অধীন নিবন্ধিত;

(৩১) "ম্যানেজিং এজেন্ট" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানী যিনি কোম্পানীর সহিত চুক্তিবলে এবং চুক্তিতে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনাধীনে ঐ কোম্পানীর সমূদয় বিষয়

www.amarboi.org

ব্যবস্থাপনার অধিকারী এবং যে নামেই অভিহিত হইক না কেন, অনুরূপ পদাধিকারী কোন ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানীও ইহার অন্তবর্ভুক্ত হইবে;

(৩২) "সরকারী সিকিউরিটিজ" অর্থ Securities Act, 1920 (X of 1920) এর Section 2 এর clause (a) তে সংজ্ঞায়িত Government Security,

(৩৩) "সাবসিডিয়ারী" বা "সাবসিডিয়ারী কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইনের ধারা ২ এর উপ ধারা (২) এ বর্ণিত অধীনস্থ (Subsidiary) কোম্পানী ;

(৩৫) "নিরীক্ষক" অর্থ কোম্পানী আইনের ধারা ২১২ এর বিধান অনুযায়ী কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসাবে কাজ করার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি।

৭. ইসলামী বীমা ব্যবসা (১) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে Insurance Act. 1938 এর অধীন নিবন্ধিত যেই সকল বীমাকারী ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিত, সেই সকল বীমাকারী এবং ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনায় আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধান এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, যে কোন শ্রেণীর বা উপ শ্রেণীর বীমা ব্যবসা পরিচারণা করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে প্রচলিত বীমা ব্যবসা এবং ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না এবং কর্তৃপক্ষও উক্তরূপ কোন অনুমতি প্রদান করিবে না।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে যই সকল বীমাকারী প্রচলিত বীমা ব্যবসার সহিত একই সঙ্গে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিত, সেই সকল বীমাকারী এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর প্রচলিত বীমা ব্যবসা এবং ইসলামী বীমা ব্যবসা এর মধ্য হইতে যে কোন এক ধরণের বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উক্তরূপ বীমাকারী কোন ধরণের বীমা ব্যবসা করিতে আগ্রহী তাহা লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা(২) এর শর্তাংশের অধীন কোন বীমাকারী যে ধরণের বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছে, কর্তৃপক্ষের

www.amarboi.org

অনুমোদন সাপেক্ষে, সেই ধরনের বীমা ব্যবসা অব্যাহত রাখিতে পারিবে এবং ইহা ব্যতীত অন্য ধরনের বীমা ব্যবসা অব্যাহত রাখিতে পারিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অন্য ধরণের বীমা ব্যবসার আওতায় ইতিপূর্বে ইস্যুকৃত বীমা পলিসি দাবী পরিশোধ না হওয়া বা মেয়াদ অবসান না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

দুই

শরীয়াহ্ সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ঃ ইসলামী ব্যাংকের নগদ রক্ষিত অর্থের নিরাপত্তার জন্য বীমা করা- যা প্রচলিত আইনে বাধ্যতামূলক-বৈধ কি?

উত্তর ঃ ইসলামী ব্যাংকের নগদ রক্ষিত অর্থের নিরাপত্তার জন্য প্রচলিত আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে শরীয়াহ্সম্মত পন্থায় বীমা করা বৈধ।

প্রশ্ন-০২ঃ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে সহযোগিতা/তালিকাভুক্তকরণে শরয়া দৃষ্টিভঙ্গী কি?

উত্তর ঃ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী যদি এর যাবতীয় কার্যক্রম শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় এবং এর বিনিয়োগসহ যাবতীয় কার্যক্রম শরীয়াহ্ বিশেষজ্ঞ আলিমগণের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয় তাহলে ঐ কোম্পানীকে সহযোগিতা/তালিকাভূক্ত করতে শরীয়াহর কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন-০৩ঃ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী বর্তমান থাকা অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের জন্য প্রচলিত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর পলিসি গ্রহণ করা সমীচীন হবে কি?

উত্তর ঃ শরীয়াহ্ অনুমোদিত পদ্ধতিতে সকল প্রকার পলিসি কভারেজ দিতে সক্ষম ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী বর্তমান থাকা অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের জন্য প্রচলিত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর পলিসি গ্রহণ করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন-০৪ঃ বীমা পলিসি গ্রহণের বিপরীতে ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে ব্যাংকের সন্দেহজনক আয় হতে প্রিমিয়াম প্রদান করা কি শরীয়াহসম্মত?

উত্তর ঃ যেহেতু ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী তাদের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত পদ্ধতিতে পরিচালনা করে থাকে, সেহেতু ইসলামী

www.amarboi.org

ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে ব্যাংকের বৈধ আয় হতে প্রিমিয়াম প্রদান করা আবশ্যক।

সূত্র ঃ ইসলামী ব্যাংকিং মাসায়েল (১৯৮৩-২০০১) প্রকাশকাল-২০০২

তিন

প্রশ্ন-ঃ ইসলামী বীমা কোম্পানীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এবং ফিল্ড অফিসারগণের বেতন/কমিশন ও প্রশাসনিক খরচ কোন খাত থেকে নির্বাহ করা হবে?

উত্তর ঃ মালয়েশিয়া তাকাফুল কোম্পানীর নীতিমালা ও শরীয়াহ্ বিধি অনুযায়ী উক্ত খরচ পলিসি হোল্ডার গণের তহবিল (PA) থেকে নির্বাহ করা যাবে।

প্রশ্ন-ঃ ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানীর বীমা গ্রহীতাগণকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান ও এই বিনিয়োগের মুনাফা নির্ধারণের প্রক্রিয়া কি?

উত্তর ঃ ১. শরীয়তের বিধান মোতাবেক হালাল, দেশের আইনে বৈধ-এমন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা যাবে।

২. বাকী মূল্যে মাল বিক্রয় ও অগ্রীম অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মাল ক্রয় করার ক্ষেত্রে বাইমুয়াজ্জাল ও বাইয়ে সালামের নীতি পালন করতে হবে।

৩. মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুরাবাহা নীতির আলোকে মুনাফা নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেতে দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর গৃহিত নীতি অনুসরণ করা যাবে।

প্রশ্ন-ঃ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ এর বীমা গ্রহীতার থেকে কিস্তি জমা দিতে দেরী করার কারণে বিলম্ব ফি নেয়া হবে কিনা?

উত্তর ঃ না, ইসলামী জীবন বীমায় কোন বিলম্ব ফি নেয়া হয় না। তবে এক্ষেত্রে অফিসিয়াল প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি দাখিল করা আবশ্যক।

প্রশ্ন-ঃ ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানীর কোন বীমা গ্রহীতা আত্মহত্যা করলে বীমা দাবী প্রাপ্য হবে কি না?

উত্তর ঃ না, প্রাপ্য হবে না। তবে এক্ষেত্রে প্রকৃত খরচ বাদ দিয়ে প্রদেয় প্রিমিয়াম তার ওয়ারিশগণকে ফেরত প্রদান করা হয়।

প্রশ্ন-ঃ ইসলামী বীমা কোম্পানীতে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে কিনা?

www.amarboi.org

উত্তর ঃ হ্যা, যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় নিশ্চিত করতে হবেঃ

ক. মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বসার পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করতে হবে।

খ. শরীয়াহ নির্ধারিত পর্দার বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন-ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে চার্জ কর্তন করে টাকা ফেরত দেয়ার বিধান ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী গুলো পালন করে; সার্ভিস চার্জ এর মধ্যে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে?

উত্তর ঃ সার্ভিস চার্জ বলতে নিম্নোক্ত বিষয়কে বুঝাবেঃ

১. পলিসি স্টাম্প খরচ
২. রেভিনিউ স্টাম্প খরচ
৩. ইলেকট্রিক বিল
৪. গ্যাস ও পানি বিল
৫. অফিস ভাড়া
৬. প্রিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারী খরচ
৭. ডেস্ক ও ব্যবসা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ডেস্ক ও উন্নয়ন কর্মকর্তাগণের বেতন/ভাতাৎ
৮. মেডিকেল খরচ
৯. অফিস খরচ
১০. টেলিফোন বিল
১১. কার মেন্টেনেন্স, রিপিয়ারিং ও ফুয়েল খরচ
১২. পোষ্টেজ এন্ড কুরিয়ার বিল
১৩. ডেভেলপমেন্ট খরচ
১৪. এছাড়া শরী'আহ্ অনুমোদিত অন্যান্য খরচ

সূত্রঃ *সেন্ট্রাল শরী'আহ্ কাউন্সিল, বিভিন্ন কোম্পানীর শরী'আহ্ কাউন্সিল/বোর্ড।*

www.amarboi.org

তথ্যপঞ্জী

১. আল-কুরআন (অনুবাদ ইফাবা, মারেফুল কুরআন, তাফহীমূল কুরআন)

২. আল-হাদীসঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, আবুদাউদ, বায়হাকী।

৩. তাকাফুল (ইসলামী বীমা) ঃ ধারণাগত কাঠামো এবং কার্যক্রম পদ্ধতি ঃ ড. মোহাম্মদ মাসুদ বিল্লাহ, (প্রবন্ধ) অর্থনীতি গবেষণা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা-২০০১

৪. ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ঃ এম, তাজুল ইসলাম, ১৯৯৯

৫. Realising and globalising the emergence of Islamic Insurance:Mohammad Fazli Yousuf, International summit on Takaful 2002, Dhaka.

৬. Horizon (Querterly Magagine) July issue- 2004 published by Institute of Islamic Banking & Insurance, London U.K.

৭. Takaful Act Malaysia-1984

৮. Brief outline on the concept and operational system of takaful Business: Ahmad Mazlan Zulkefly: (Article) International summit- 2002, Dhaka.

৯. কাজী মোরতোজা আলী, (প্রবন্ধ) Concept of Islamic Isnurance (Takaful)

১০. Islamic Life Insurance in the Contemporary Bangladesh socio economic Reality prospects and challenges: Dr. Mohd. Masum Billah, (Article) international summit on Takaful Dhaka-2002 & another article : insurance modern VS Islamic

১১. Islamic Insurance system : The case of Malaysis : Abdul Awal Sarker : Thoughts on Economics Voll: 1 & 2

১২. ব্যাংক ও কোম্পানী আইন ১৯৯৪

www.amarboi.org

১৩. বীমা আইন ও বীমা বিধিমালা এবং বীমা কর্পোরেশন আইন ঃ মোঃ আলতাফ হোসেন এ্যাডভোকেট ঃ ২০০৩
১৪. ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, মুসলিম ইকোনোমিক থিংকিং এ সার্ভে অব কন্টেম্পোরারী লিটারেচার IF U.K.১৯৮১
১৫. ড. খুরশিদ আহমদ, ইকোনোমিক ডেভেলপমেইন্ট ইসলামিক ফ্রেম ওয়ার্ক IF U.K.
১৬. আবু বকর আল জাসসাস ঃ আহকামুল কুরআন, ১ম খন্ড
১৭. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ঃ সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯
১৮. Insurance and Islamic Law, Dr. Mohamed Musleh Uddin, 1982 Delli, India.
১৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৩
২০. ড. মাহমুদ আহমদ (প্রবন্ধ) 'আল ঘারার' ২০০৪
২১. সিরাজুল ইসলাম তালুকদার (প্রবন্ধ)-'আকিলা ও কিফলুন' ২০০৪
২২. ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ বার্তা, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ বিভাগ, ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিঃ ঢাকা।
২৩. ড. এম. ওমর চাপরাঃ ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা, ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা ১৯৮৯।
২৪. Some Aspects of Islamic Insurance : Islamic Economics Research Bureau, Dhaka.
২৫. ড. এম. ওমর চাপরাঃ ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, BIIT, Dhaka.
২৬. অধ্যাপক শরীফ হোসাইনঃ ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা IBBL ঢাকা-১৯৯৬
২৭. এ.বি.এম. নুরুল হক : ইসলামী বীমা (তাকাফুল), ২০০২, ঢাকা।

www.amarboi.org

লেখক পরিচিতি :

ডক্টর আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন ১৯৬৬ সালে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলাধীন ১নং আমানউল্লাপুর ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আলহাজ্ব মাওলানা শফিক উল্যাহ, মাতার নাম মরহুমা মনোয়ারা বেগম। প্রাথমিক মাধ্যমিক মাদ্রাসা ও কলেজ শিক্ষা সমাপ্ত করে সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। এর আগে মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় তিনি দু'টি বিষয়ে কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. এবং ২০০২ সালে পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। ড. নেছার উদ্দিন বহু প্রতিভার অধিকারী। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বহু কর্মকান্ডের সাথে তিনি জড়িত। শিক্ষানুরাগী হিসাবে তিনি একজন নিরলস কর্মীর ভূমিকা পালন করেন। সুসংগঠক হিসেবে তিনি অত্যন্ত উদার ও খোলা মনের অধিকারী। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখা-লেখি ও সাহিত্য চর্চার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। পড়া-শুনার মাঝে তিনি এগুলো চর্চা করেন। তাঁর লেখা বেশ কিছু বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে আল্লাহর শাশ্বত আহ্বান, সিয়াম সাধনা ও ত্যাগের মহিমা, ইসলামের পারিবারিক জীবন, ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা, ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। সীরাতে রাহমাতুল্লিল আলামীন নামে একটি গ্রন্থের তিনি প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আরও বেশী কিছু প্রকাশনাও গবেষণা কর্ম রয়েছে।

বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন এবং একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি মাসিক ম্যাগাজিন পত্রিকা চিন্তাভাবনা'র সম্পাদক ও প্রকাশক। জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকীতে তাঁর বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে নেক হায়াত ও কাজে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

- প্রকাশক

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম